শ্রীশ্রীসনাতন-বৈষ্ণব ব্রত-দিন

ও

উৎসব সময় প্রভৃতির নির্ণয় পুস্তক।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীসোণারগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীনব-মন্দির
কলিকাতা, ৫৭।৫৮ নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট হইতে
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী প্রভুবর
কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;
৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, চৈতন্যপ্রেসে
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৮ সাল, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

ক্ষেত্র-তীর্থ-তপো-দান-ব্রতার্চ্চন-ফলং তথা ॥ শক্তিশ্চ সর্ব্বযজ্ঞানাং মুক্তেরধ্যাত্মবস্তুনঃ ॥ জ্ঞানঞ্চ দৈবমহত্তাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ফলম্। নৈমিত্তিকানাং নিত্যানাং তথা চ কাম্যকর্ম্মণাম্ ॥ বর্ণাশ্রমাণাং যোগানাং স্থাপিতং স্বেষু নামসু। আকৃষ্য সর্ব্বাঘহরং পুরা কৃষ্ণেন নারদ ॥ ত্রৈলোক্যে যানি পুণ্যানি ধর্ম্মকর্ম্মফলানি চ। তুল্যতাং তানি নো যান্তি হরিনামানুকীর্ত্তনৈঃ ॥ নাম্নো হস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ শ্বপচো বৃজিনং কর্ত্তুং ন হি শক্নোতি যত্নতঃ। তাবৎকর্ত্তুং মুনে যাবৎ কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনম্ ॥ মানসং কর্ম্মজং বাগ্‌জং লোকে তন্নাস্তি কল্মষম্। সর্ব্বাহ শুভঘ্নং শিবদং যদ্ধরেনামকীর্ত্তনম্ ॥ চান্দ্রায়ণাদিভিঃ কৃচ্ছ্রৈঃ শুদ্ধির্নস্যাত্তথা নৃণাম্। কীর্ত্তনেন হরের্নাম্নঃ সকৃদেব ভবেদ্ যথা ॥ সকৃদাখ্যাতিতং যেন কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলম্। তজ্জিহ্বা বৈষ্ণবী নাস্তং বচো বক্ত্যপ্যকারণম্ ॥ ঋগ্বেদোহি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যে নোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ পাপিনো হপি হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি যথা যথা। সর্ব্বাঘং ভস্মসাৎ কৃত্বা কৃষ্ণভক্তিস্তথা তথা ॥ সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং। গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি নারদ ॥ পুরাণশাস্ত্রাগম-বেদ-পাঠ-তীর্থাবগাহাদিফলং যথেষ্টম্। গোবিন্দনাম্নো হপি কলাশতাংশৈস্তুল্যং ভবেন্নৈব মুনে কদাচিৎ ॥ মা ঋচো মা যজুর্ব্বিপ্র ন সাম পঠ কিঞ্চন। কৃষ্ণগোবিন্দ-নামানি গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ গো-কোটি-দানে গ্রহণে খগস্য, প্রয়াগ-গঙ্গাম্বুনি কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দনাম্নো ন সমং শতাংশৈঃ ॥ কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ চ। জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ বিক্রতানি বহুন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ। কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নাম কীর্ত্তনতো হরেঃ ॥ ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি। ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদম্ ॥ পরিহাসে হপি হাস্যাদৌ বিক্রোশন্তি নাম যে। কৃতার্থাস্তে হপি মনুজাস্তেভ্যো হপীহ [illegible] স্ত্রী শূদ্রঃ পুরুষো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। কীর্ত্তয়ন্তি [illegible] তেভ্যো হপীহ নমো নমঃ ॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন [illegible]

সোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ নামলুব্ধস্য শ্রীহরেঃ ॥ চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। না ঽশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥ ন কালশৌচনিয়মা ন দেশা-ঽশৌচনির্ণয়ঃ। হরেঃ সংকীর্ত্তনাদেব নাম্নো নারদ মুচ্যতে ॥ স্নানে কালো ঽস্তি দানে চ কালো ঽস্তি জপ যজ্ঞয়োঃ। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ কিং সাংখ্য-যোগৈঃ কিং যজ্ঞৈস্তপোভিঃ কিং করিষ্যতি। চেন্মুক্তিমিচ্ছেদ্ভক্তিঞ্চ কুর্য্যাদ্ গোবিন্দকীর্ত্তনং ॥ পরদাররতঃ পাপী পরহিংসাপকারকঃ। মুক্তিমাপ্নোতি সংশুদ্ধো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ কৃষ্ণনাম-ধনঃ কৃষ্ণনাম-গ্রাহী সদা নরঃ। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণমাপ্নোতি কৃষ্ণনামপ্রিয়ো জনঃ ॥ হিত্বা গোবিন্দনামানি সর্ব্বং কর্ম্ম করোতি যঃ। বন্ধায় তস্য তত্ কর্ম্ম ন মোক্ষায় তু নারদ ॥ সর্ব্বং কর্ম্ম পরিত্যজ্য হরিনাম স্মরেৎ সদা। যত্তস্য কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ কৃষ্ণনাম-প্রসঙ্গতঃ ॥ কামাংস্ত্যক্ত্বা মনোভোগান্ বিষয়াংশ্চ চরন্তি যে। তেষাং দদ্যাৎ পরাং ভক্তিং হরির্নামপরায়ণান্ ॥ হরিনামরতো ভূত্বা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যজেৎ। স সর্ব্বপাপান্মুক্তো যঃ পদ্মং হিত্বোদকং যথা ॥ কৃষ্ণনামৈব যচ্চিত্তে দেবর্ষে তস্য কর্ম্ম চ। স লোকান্ সকলান্ জিত্বা তত্ত্বতঃ কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥ হরিনাম সদা গীত্বা বিচরন্তি মহীতলে। ন প্রাপ্নুবন্তি তদ্ভাগং দেবা ইন্দ্রাদয়ো ঽপরে ॥ শ্রদ্ধয়া হেলয়া যে তু হরিনাম সুমঙ্গলং। গায়ন্ত্যেকান্তিন-শ্চিত্তে ঽচ্যুতস্তিষ্ঠতি সন্ততঃ ॥ একান্তিনঃ কৃষ্ণনামাশ্রয়া যে চ হরেঃ প্রিয়াঃ। যদি স্যুরন্ত্যজা বেদপারগা ন তথা মুনে ॥ কৃষ্ণ নামানি গায়ন্তি, তস্য সেবাদি কর্ম্ম চ। সদা কুর্ব্বন্তি যে বিপ্র তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ স্তেয়ী গুর্ব্বঙ্গনাগামী ব্রহ্মঘ্নো মদ্যপঃ খলঃ। তত্ পাপেভ্যঃ স মুক্তো ঽত্র শ্রীহরের্নাম যত্তপঃ ॥ পূর্ব্বজন্মপরিত্যক্তো হ্যালক্তঃ কৃষ্ণনামসু। যথাত্মা ভৌতিকাদ্দেহাৎ স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ ॥ হরিনাম [illegible] যস্য হরিনাম চ যত্তপঃ। স্বয়ং ভবার্ণবাৎ ত্রাতা গোবিন্দো [illegible] শ্রদ্ধয়া ঽবিরতং কৃষ্ণনাম-গান-রতো জনঃ। কুর্য্যাৎ [illegible] ভক্তিস্তাং কৃপয়া ঽচ্যুতঃ ॥ মাত্‌সর্য্য-লোভ-মোহৈশ্চ কাম [illegible]। সর্ব্বাপহারী তন্মুক্তঃ কৃষ্ণনামৈব যত্তপঃ ॥ সর্ব্ব-[illegible] ব্যাধশ্চা-ঽশেষপাতকৈঃ। মুক্তঃ স বৃজিনাদস্মাৎ

কৃষ্ণনাম্নৈব যত্তপঃ ॥ স্বধর্ম্মবর্জ্জিতঃ পাপো জীবদ্রোহী চ হিংসকঃ। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ কৃষ্ণনাম্নৈব যত্তপঃ ॥ বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাঃ সঙ্করান্ত্যজ-জারজাঃ। কানীনা গোলকাশ্চৈব পিতুর্জ্জাতাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ ॥ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা। যদ্যেতে পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনো ঽপি বা ॥ উপপাতকিনশ্চাতিপাপিনোঽস্থ ঽনুপাপিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ পাষণ্ডাঃ স্ব-স্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতাঃ ॥ জীবহত্যারতা ব্রাত্যা নিন্দকাশ্চা ঽজিতেন্দ্রিয়াঃ। পশ্চাজ্জ্ঞানসমুৎপন্না গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদতঃ ॥ ততস্তু যাবজ্জীবন্তি হরিনাম-পরায়ণাঃ। শুদ্ধাস্তে ঽখিলপাপেভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যো হি নারদ ॥ নামাদেশং রটন্তস্তু শ্রীহরেঃ স্মৃতি-পূর্ব্বকম্। মহদ্ভয়ং যমং জিত্বা পরং গোবিন্দমাপ্নুয়ুঃ ॥ গৃহান্ধকূপপতিতাঃ সর্ব্বদোষৈস্তু সংপ্লুতাঃ। সংসারবাসনালিপ্তাঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ ॥ মুক্তাস্তে সর্ব্বতস্তস্মাদুচ্চরন্তো হরের্দ্বিজ। মৃত্যোর্মহদ্ভয়ে নাম যান্তি গোবিন্দমব্যয়ং ॥ হরিনামানি তিষ্ঠন্তি সন্তি বক্ত্রাণি প্রাণিনাং। ভবন্তি কর্ম্মসম্বদ্ধা লোকা নরকগামিনঃ ॥ বিসৃজ্য কৃষ্ণনামানি* কর্ম্মমার্গরতা নরাঃ। পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুং ভ্রমন্তঃ স্যুস্ততস্ততঃ ॥ কৃষ্ণনামানি গায়ন্তি কুর্ব্বন্তি তস্য সেবনং। তে যান্তি বাসুদেবস্য স্থানং পরমমব্যয়ম্ ॥ বর্ণাশ্রমস্থিতা বিপ্র হরিনামপরায়ণাঃ। তেষাং বক্তুং ন শক্নোমি মহিমানমহং যদি ॥ হিত্বা গোবিন্দনামানি কর্ম্মা-ঽশেষং করোতি যঃ। পথমপ্রাপ্য কৃষ্ণস্য ভ্রমতে কর্ম্মবর্ত্মনি ॥ মায়া মোহিতচিত্তেন পাপিষ্ঠাস্তে নরাধমাঃ। ত্যক্ত্বা কৃষ্ণস্য নামানি ভ্রমন্তে সর্ব্বযোনিষু ॥ যদৃচ্ছয়াশয়া নাম শিক্ষয়া যঃ স্মরেদ্ধরেঃ। সর্ব্বাঘমুক্তো দেবর্ষে সততং কৃষ্ণনামতঃ ॥ যেন তেন প্রকারেণ মুকুন্দ-নামজল্পকঃ। ঘোরান্তবার্ণবাৎ পূতো মুক্তঃ স কৃষ্ণনামতঃ ॥ দৃষ্ট্বা প্রণামং কুর্ব্বন্তি হরের্নামাশ্রয়ং জনং। সকলাদংহসো মুক্তা মানবাঃ সাধুবজ্জনাঃ ॥ কৃষ্ণনাম সদা নীত্বা বিচরেৎ কৃষ্ণসন্নিধৌ। তথ্যং বদামি তে বিপ্র ক্রীতস্তস্য জনার্দ্দনঃ ॥ নীত্বা করোতি নামানি শ্রীহরেঃ করতালিকাং। বিক্রীতোঽহমৃতং তস্য বদামি তব নারদ ॥ একান্তী নাম নীত্বা তু সন্নিধৌ নর্ত্তয়েদ্ধরেঃ। সত্যং তস্য হরিঃ ক্রীতো দেবতানাঞ্চ কা কথা ॥ যে ভাবগদ্গদা ভূত্বা রুদন্ত্যচ্যুতসন্নিধৌ। তেষাং [illegible] পদ্মি-

ক্রীতো ব্রহ্মাদীনাঞ্চ কা কথা॥ যে পতন্ত্যবনৌ গীত্বা হরের্নামানি গদ্গদাঃ। ভাবেন তেষাং গোবিন্দঃ ক্রীতো নারদ নান্যথা॥ জন্মনা যে ন গৃহ্নন্তি কৃষ্ণ-দীক্ষাং সতো গুরোঃ। তেষাং ন দর্শনং কার্য্যং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ কদাচিৎ যো ন গৃহ্নাতি কৃষ্ণনাম ভবামৃতং। মৃতঃ শ্ব-খর-কোলানাং স তু যোনিষু জায়তে॥ দেবর্ষে হরিনামানি ভবনিস্তারহেতুনি। ন গৃহ্নীয়াত্তু যো মোহান্মৃতে স্যাত্তদধোগতিঃ॥ গুণকর্ম্মাণি নামানি ন গৃহ্নাতি চ যো হরেঃ। দর্শন-স্পর্শনে চৈব ধ্রুবং তস্য বিবর্জ্জয়েৎ॥ মনুষ্যজন্ম সংপ্রাপ্য ন নামগ্রহণং হরেঃ। কুর্য্যাৎ কদাপি স্বপ্নে বা হৃদ্দুষ্টঃ স নরাধমঃ॥ ধ্যানং সত্যযুগে বিষ্ণোঃ, ত্রেতায়াং যজ্ঞ-সাধনং। অর্চ্চনং দ্বাপরে বিষ্ণোর্হরিনাম কলৌ মুনে॥ ধ্যানং তপঃ সত্যযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞ-কর্ম্মচ। দ্বাপরে পূজনং দানং, হরের্নাম কলৌ যুগে॥ কলৌ ভবার্ণবোত্তীর্ণো মানবো মুনিপুঙ্গব। বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ সর্ব্বলোকো জিতস্তেন কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ সনাতনঃ। সকৃদুচ্চারিতং যেন হরের্নাম চিদাত্মকং॥ ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ। জিতং তেন জিতং তেন জিতং তেনেতি নিশ্চিতং। বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরেনাম মঙ্গলম্। পরং স্বস্ত্যয়নং নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ইতি শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যে ৯৮ অধ্যায়ঃ॥ *॥

শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৮ অধ্যায়ে শ্রীসদাশিব ও শ্রীনারদের সম্বাদে, শ্রীসদাশিবের উক্তিতে আছে যে,

হে নিষ্পাপ নারদ! তোমার প্রশ্নে, এই উত্তম প্রসঙ্গই উপস্থিত করিলে। পূর্ব্বে একদা পার্ব্বতী আমাকে জিজ্ঞাসা করায় যথাযথ বলিয়াছিলাম, উহাই তোমাকে বলিতেছি॥ বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, শম ও দম এই সমুদয়ই হে দেবর্ষে, শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের সহস্র ভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে॥ জ্ঞান, দেবার্চ্চনাকরা, ধ্যান, ধারণা, নিয়ম, যম, প্রত্যাহার ও সমাধি ইহাদের কেহই শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের সমান গণ্য হইতে পারে না॥ হে মুনি! ত্যাগ, ব্রত,

কি কোনও উত্তম সঙ্কল্প, কিম্বা শুদ্ধাচারও, অথবা পুণ্যকর্ম্ম কিম্বা তজ্জন্য উত্তম ফল, বা ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ্য, গার্হস্থ্য, বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস কি কোন ধর্ম্ম বা সদাচারই শ্রীহরির নামকীর্ত্তনের তুল্যই নহে॥ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন, কি, চারি প্রকার মুক্তি, ও, কি মহত্তপশ্চর্য্যা আদি, কোনও সৎকর্ম্মই, শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের তুল্যই হয় না॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই পরম-মুক্তি, পরম গতি, পরম পুণ্য, পরম ফল, পরম ধর্ম্ম, পরম তপস্যা, পরম শান্তি, পরম স্তুতি, পরম ভক্তি, পরম স্মৃতি, পরম যজ্ঞ, পরম মতি, পরম জ্ঞান, পরম স্থিতি, পরম দান, জগতের প্রিয়কারক, পরম শ্রাদ্ধ, পিতৃলোকের সর্ব্বদাই পরম তর্পণ, পরম-প্রীতি-সম্পাদক ও পরম প্রভু। শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই জগতে সমস্ত জন্তরই সত্যতা প্রতি-পাদক পরম কারণ, জীবন, শরণ এবং উহাই বিপুল ধন, জগতের বন্ধু, জগতের বীজ, পরম গুণ, বিশ্বাধার ও জগতের পরম পবিত্রতা বিধায়ক জানিবে॥ শ্রীকৃষ্ণনাম হইতেই সচরাচর জগতের জন্ম ও ধারণ ও পালন হয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ও ঐ নাম হইতেই হয়॥ শ্রীকৃষ্ণনাম পরায়ণ ব্যক্তি যে কিছু কর্ম্ম করেন উহাই কর্ম্ম, এবং ভগবান্ শ্রীহরিও সেই সকল কর্ম্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ সকল যুগেই শ্রীহরির নাম লওয়াই প্রশস্ত। শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করা ব্যতিরেকে কদাচ কখনও কোনও সিদ্ধি হয় না॥ হে দেবর্ষি! বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনামই কেবল গতি, ঐ নামকীর্ত্তন ব্যতিরেকে লোকের অন্য প্রকারে কোনও গতি নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। দেখ শ্রীহরিনাম-পরায়ণ ব্যক্তি শান্তি পায়, এবং ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিজের সহস্রকুলকে সহচর করতঃ একযোগে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়॥ * ॥ কোনও লোকের শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীহরিদাস ও শ্রীগোবিন্দদাস ইত্যাদি শ্রীহরিনাম-পর্য্যায়ক শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায় আহ্বান করিলে ও সঙ্কেতে শ্রীহরিনাম উচ্চারণকারী সেই পাপাচারীরও সমুদয় পাতক দূরীভূত হয়॥ শ্রীহরিনাম-প্রিয় ব্যক্তির শ্রীগোবিন্দনাম উচ্চারণ দ্বারা দশ সহস্র হত্যা, সহস্র উগ্র অপেয় পান, কোটি গুর্ব্বঙ্গনা নিষেবন, অনেকানেক চৌর্য্য, প্রভৃতি সমস্ত পাতক রাশিরও সদ্যই বিনাশ হয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে॥ যদৃচ্ছাক্রমে

হঠাৎ না জানিয়া ও যেমন অগ্নিস্পর্শে দগ্ধ হয়, সেই প্রকার শ্রীহরিনাম-তত্ত্বের অজ্ঞাতা লোকের মুখে উচ্চারিত শ্রীহরিনামে, সমুদয় পাপই দগ্ধ হইয়া যায়॥ হে মুনি! কপটতাভাব পরিত্যাগ পুরঃসর, হে! হরে! হা! কৃষ্ণ! এই নাম একবার উচ্চারণকারীকেও যমের অধিকারে আর যাইতে হয় না॥ অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কিম্বা দস্যুভাব বশতঃই হউক ঐ শ্রীকৃষ্ণনাম যাহার চিন্তায় আইসে, সেইজন পরম পদ পাইয়া থাকে॥ ব্রহ্ম-ঘাতক, মদ্য-পায়ী, অপহারক, এবং অজ্ঞানবশতঃ গুরুতল্পগামী জনও শ্রীহরিনামপরায়ণ হইলে পরিণামে ভবসাগর পার হইয়া যায়॥ মাতার, পিতার, নরপতির, গোপগুরু এবং স্ত্রীলোকের হত্যা করা প্রভৃতি ঘোর-মহা-পাতককারী বা অন্যান্য পাপকারীরাও শ্রীগোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করিলেই সমুদয় পাপের স্খালন পূর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া যায়॥ অজ্ঞান বশতঃ যে পাপ হইয়াছে কিম্বা হইতেছে বা হইবে, এইভাবে ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সকল পাপই এক শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে দগ্ধ হইয়া যায়, হে নারদ! ইহা ধ্রুব জ্ঞান করিও॥ সর্ব্বদাই সকল জীবের দ্রোহকারী, আত্মঘাত-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী ও নিন্দনীয়-তাবৎ-কুকর্ম্মকারী লোকেও, শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিলে, পবিত্র এবং ধন্যজন্মা হইয়া যায়॥ শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ যাত্রার এবং তপস্যা, দান, ব্রত ও অর্চ্চনার, যে কিছু ফল, ও সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের যে শক্তি, কিম্বা অধ্যাত্ম-বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞানে যে মুক্তি, দৈব মহত্ত্বের জ্ঞানে, যে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক ফল, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে এবং ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুঃ আশ্রমের, বিহিত বিধান অনুসারে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি বেদ-স্মৃত্যুক্ত যাবতীয় বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের এবং সমস্ত যোগাদি সাধনের যে কিছু ফল আছে, সে সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বাগ্রে সমাকর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রহ করতঃ, সর্ব্বপাপ-হর নিজ-নামেতেই একত্র সহযোগে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ত্রৈলোক্যে যাবতীয় ধর্ম্ম্য কর্ম্মের ফল এবং যাবতীয় পুণ্য সমুদয়ই, শ্রীহরিনাম অনুকীর্ত্তনের তুল্য হইতে পারে না। এক শ্রীহরিনামের কীর্ত্তনের যত পরিমাণে পাপ বিনাশ করিতে যাদৃশ শক্তি আছে, এমন কোনও পাতকী মনুষ্যই নাই, যে সে একা, তত ও তাদৃশ পাপ,

করিয়া উঠিতে পারে॥ হে মুনি! শ্রীকৃষ্ণনাম অনুকীর্ত্তনে যত পাপ হরণ করিতে পারে, কুক্কুরমাংসভোজী অতিহীন-জাতি চণ্ডালও প্রয়াস করিয়াও তত পাপ করিতে সমর্থ হয় না॥ মানসিক বা কর্ম্ম-জন্য কিম্বা বাক্য-জন্য তাদৃশ এমন কোনও পাপই ব্রহ্মাণ্ডে নাই, যাহা, সকল-প্রকার-অমঙ্গলনাশক ও সকল-প্রকার-মঙ্গলদাতা শ্রীহরিনামের কীর্ত্তনে বিনষ্ট না হয়। একবার শ্রীহরিনামের কীর্ত্তনে পাপরাশি হইতে যেমন শুদ্ধি হয়, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ-প্রভৃতি বহু প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারাও মনুষ্যের কিছুতেই তেমন শুদ্ধি আর হয় না॥ যে জিহ্বায় অতিশয় মঙ্গল-বিধায়ক শ্রীহরিনাম একবারও কীর্ত্তন করা হয়, উহা বৈষ্ণবী জিহ্বা, উহাতে আর, অকারণ অন্য কথা কহিতে চেষ্টা করাও উচিত নহে॥ 'হরি' এই দুইটি অক্ষরের সঙ্কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি মূর্খ হইলেও তাহাকে ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব এই চতুর্বেদের অধ্যয়ন-কারী পণ্ডিতের তুল্যবোধে মান্য করা কর্ত্তব্য॥ পাপীলোকেরা যেমন শ্রীহরিনামের সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকে, সকল পাপসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও অসংলক্ষ্যক্রমে তেমনই সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ হইতে থাকে॥ হে নারদ! মনুষ্যমাত্রেরই একবার শ্রীনারায়ণ-নামের উচ্চারণে তিনশত কল্প পর্য্যন্ত শ্রীগঙ্গাদি-সকল-তীর্থস্নানের ফল সিদ্ধ হয়॥ হে মুনি! বেদ পুরাণ ও আগম শাস্ত্রের পাঠ এবং সমুদয় তীর্থে অবগাহন-স্নান প্রভৃতির যথোক্তফলও শ্রীগোবিন্দনাম-সঙ্কীর্ত্তন-ফলের এককলার শত অংশের এক অংশের তুল্যও কদাপি গণ্য হইতে পারে না॥ হে ব্রাহ্মণ! ঋক্, যজু ও সাম পাঠ করিবার প্রয়াসে ও বৃথা পরিশ্রমে আর কি প্রয়োজন আছে? গানের যোগ্য, ন্যায্য, বিধেয় ও আবশ্যক এবং নিতান্ত উপযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি শ্রীহরির নাম, নিত্য নিত্য গান করিতে থাক॥ চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ-কালীন কোটি গো-দান করিলে, শ্রীপ্রয়াগ-তীর্থে শ্রীগঙ্গাজল-সন্নিধানে কল্প-বাস করিলে এবং যতির আচার সহকারে মেরুপর্ব্বত-তুল্য-পরিমাণ-সুবর্ণদান করিলেও যে ফল, তাহা শ্রীগোবিন্দনামসঙ্কীর্ত্তন-ফলের এক শত অংশের এক অংশের তুল্য হয় না॥ যাহার জিহ্বাগ্র-ভাগে 'হরি' এই দুইটি অক্ষর বর্ত্তায়, তাহার শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীকাশীতে

বা পুষ্করতীর্থে পর্য্যটনে কি প্রয়োজন ? অনেকানেক বহুবিধ তীর্থের নাম, বিশেষমতে শাস্ত্রে উক্ত হইলেও, সে সদমুয় তীর্থযাত্রাদি অনুষ্ঠানের ফলও, শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনফলের কোটি অংশের এক অংশ তুল্যও হইতে পারে না॥ ইষ্টাপূর্ত্তাদি সকল যজ্ঞকর্ম্মের সুবহু-প্রকার অনুষ্ঠান করিলেও, সে সমুদয়ই পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়, কিন্তু শ্রীহরিনামের সঙ্কীর্ত্তন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ যাঁহারা পরিহাস বা হাস্যাদির ছলেও শ্রীবিষ্ণুর নাম গ্রহণ করেন, সেই মনুষ্যেরাও কৃতার্থ, এবং ইহলোকে তাঁহারা নিত্যই নমস্য বুঝিয়া মানিবে॥ স্ত্রীলোক বা শূদ্রজাতীয়পুরুষ, অথবা অন্য যে কোনও পাপযোনিজ লোকই হউক, সে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন করিলেই ইহলোকে ও নিত্য-নমস্যশ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত বোধে মানিবে॥ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে লোভ জন্মিলে আর দেশ কালের বিধি নিয়ম নাই, এবং উচ্ছিষ্টমুখ আদি দৈহিক অশুচিতেও নিষেধ নাই॥ সকল প্রদেশে সকল কালেই শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন করা বিহিত, নামসঙ্কীর্ত্তনে কোনও অশৌচই বাধে না। শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনই নিজের পরমপবিত্রকারী বিধায় তাহাতে কালাকালের এবং স্থানাস্থানের বা শৌচাশৌচের বিধি-নিষেধ নিয়ম কিছুই নাই॥ হে নারদ! শ্রীহরিনামের সঙ্কীর্ত্তন করিলেই জীবের সকল বন্ধনের মোচন হয়॥ এই পৃথিবীতলে স্নান-ক্রিয়ায়, ও দানকর্ম্মবিষয়ে এবং জপ ও যজ্ঞ আদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও কালের নিয়ম আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনে কালাকালের কোনও নিয়মই নাই॥ সাংখ্যযোগে কি যজ্ঞে কিম্বা তপস্যাতেই বা কি করিতে পারে ? ভব-বন্ধনের মোচন ও ভক্তি পাইবার অভিলাষে কেবল শ্রীগোবিন্দ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনই করা বিধেয়॥ পরদাররত, পাপাত্মা, পরহিংসক এবং পরাপকারী প্রভৃতি পাপীরাও শ্রীহরিনামের অনুকীর্ত্তন দ্বারা সকলপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সম্যক্ শুদ্ধাচারী সাধুর তুল্য গণ্য ও মান্য হয়॥ শ্রীকৃষ্ণনাম যাঁহার ধনসম্পত্তিতুল্য ও যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বজন-প্রিয়কারী শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, সেই মনুষ্য যথার্থই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়েন॥ হে নারদ, শ্রীগোবিন্দ-নাম ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রই বন্ধের কারণ হয়, কোনও মতেই মোচনের কারণ হইতে পারে না॥

কর্ম্ম-কাণ্ডমাত্রকেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রীহরির নাম স্মরণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণনামের প্রসঙ্গেই সকল কর্ম্মসিদ্ধির ফল আপনা আপনিই উপস্থিত হইয়া থাকে॥ মনের বিষয় ও ভোগের আশয় এবং সকল প্রকার কামনাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনামপরায়ণভাবে বিচরণশীলদিগকে শ্রীহরি, নিজের পরমা ভক্তি প্রদান করেন॥ শ্রীহরিনামে রত হইয়া, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, জল ভেদ করিয়া পঙ্কজ পদ্মপুষ্পের প্রকাশের তুল্য, সমস্ত পাপ উদ্ভেদপূর্ব্বক উদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হয়॥ হে দেবর্ষি! শ্রীকৃষ্ণনামই মনে কেবল বিরাজমান এবং কর্ম্মের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণই কেবল কর্ম্ম, এতাদৃশ-ভাবুক-ব্যক্তি, সকল লোক জয় করিয়া যথার্থই শ্রীকৃষ্ণকে পায়॥ এই ভূতলে যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গান করেন, স্বর্গের ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এবং অপর দেবতাগণও তাঁহাদের সেই ভাগ্য পাইতে পারে না॥ শ্রদ্ধায় বা হেলায় হউক, সুমঙ্গল শ্রীহরির নাম একান্তভাবে গান করিলেই একান্ত-ভক্তের চিত্তে সর্ব্বদা, সেই অচ্যুত শ্রীহরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন॥ হে নারদ মুনি! অন্ত্যজ নীচ জাতি লোকও একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়-ভক্ত হইলে যেমন শ্রীহরির প্রিয় হয়, বেদপারগ ব্রাহ্মণেরাও তাদৃশ প্রিয় হইতে পারে না॥ যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম গান ও সেবা-আদি কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই বিপ্র, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার নিত্য নমস্কার॥ ওহে, শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ তপস্যার প্রভাবে, ব্রাহ্মণস্বামিক অশীতি রতিস্বর্ণের অপহরণ, গুরুপত্নীগমন, ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, এবং খলতা, এই সমুদয়পাপ হইতেও উন্মোচন হয়। পূর্ব্বজন্মের দেহ পরি-ত্যাগে আত্মা যেমন ভৌতিক দেহ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তর বা অবস্থান্তর পাইয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণনামে আসক্ত ব্যক্তি, সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, ভাগবতী-তনু পাইয়া থাকে॥ হে মুনিপুঙ্গব! শ্রীহরির নাম যাঁহার ব্রত এবং তপস্যা, স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই তাঁহাকে ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ করেন॥ শ্রদ্ধা-সহকারে অবিরত শ্রীকৃষ্ণের নাম গানে রত থাকিলে, শ্রীঅচ্যুতহরিই কৃপা করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধানার্থে চিন্তা করেন॥ [illegible],

ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য-যুক্ত কিম্বা তাহার যে কোনও একটির বা বহুদোষের আশ্রয়ও সর্ব্বস্বাপহরণকারী লোকেও মহত্তপস্যাবোধে, শ্রীহরির নামের সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়॥ হে বিপ্র! শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ তপস্যা-দ্বারা সর্ব্বদোষকারী বা অশেষপাপে ব্যাপ্ত লোকও সমস্ত দোষ ও পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ তপস্যাবোধে শ্রীকৃষ্ণনামের সঙ্কীর্ত্তনকারী জনের স্বকীয় জাতি ও আশ্রমের বিহিত ধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করার জন্য, কি পাপাচারণ জন্য, কিম্বা জীবদ্রোহ কি জীবহিংসা-আদি-জন্য যাবতীয় পাপসমূহ হইতেই মুক্তি দেন॥ অবিবাহিতা-বস্থায় কন্যাগর্ভজাত কানীন, বা বিধবাগর্ভজাত জারজ-গোলক-ব্যক্তি, বা পতির জীবদ্দশায় জারজ কুণ্ড ব্যক্তি, কিম্বা নিজ পতির অনু-মতিক্রমে অন্যপুরুষের ঔরসে জারজ জনমাত্রেই, কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ঔরসাদিতে জাত যে কোনও বর্ণশঙ্কর জাতীয় লোক, কিম্বা অন্ত্যজ হউক, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, এবং যতি যে কেহ হউক না কেন, হে বিপ্র! উহারা পাতকী, মহাপাতকী, উপপাতকী, অতিপাতকী, অনুপাতকী, সদাচারপরিভ্রষ্ট, পাষণ্ড, নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, জীব-হত্যায় রত, ব্রাত্য অর্থাৎ স্বস্বজাতি ও বর্ণের শাস্ত্রবিহিত-সংস্কার-বিবর্জ্জিত, নিন্দক, এবং অজিতেন্দ্রিয় হইলেও গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের পরমকরুণাপূর্ণ-প্রসাদ-বশতঃ জ্ঞানলাভে পশ্চাত্তাপ-পুরঃসর, যাবজ্জীবন শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-পরায়ণ হইলেই, হে নারদ! তাহারা জন্মাবচ্ছিন্নে পূর্ব্বকৃত অসীম পাতক-পুঞ্জ অর্থাৎ কূট বীজ ও ফলোন্মুখ সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়তঃ শুদ্ধি লাভ করিয়া শ্রীহরি-নাম-গুণ-মাহাত্ম্য দেশবিদেশে রটনা করিতে করিতে এবং নিজেও শ্রীহরির নাম-ব্রহ্মের কৃপা-প্রসাদ স্মরণ সহকারে ঘোর ও মহাভয়ঙ্কর যমের অধিকার অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীগোবিন্দপদ প্রাপ্ত হয়॥ হে দ্বিজ! সংসাররূপ অন্ধকূপে পতিত লোকেরা নানাবিধ দোষে বিশেষমত আপ্লুত এবং সংসারে নানাবিধ বাসনায় লিপ্ত, সুতরাং সকল ধর্ম্ম হইতেই বহিষ্কৃত হইয়াও, মৃত্যু মহাভয়েও ভয়কারী শ্রীহরির নামের উচ্চারণ প্রভাবে মুক্ত হইয়া অব্যয় শ্রীগোবিন্দ-

পদ লাভ করে॥ এতাদৃশ শ্রীহরির নাম আবহমান কাল বর্ত্তমান আছে, এবং প্রাণীদিগের উচ্চারণ করিবার জন্য বদনও আছে, তথাপি কর্ম্ম-পাশে বিশেষমত বদ্ধ হইয়া কেনই বা জীবসকলে নরকগামী হয়? মনুষ্যেরা শ্রীকৃষ্ণ নামের উচ্চারণকে বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত হওয়াতে পুনর্জ্জন্ম ও পুনর্ম্মৃত্যুতে ইতস্তত করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে॥ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নামসকল গানকরতঃ শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীবাসুদেবের অক্ষয় অব্যয় পরম পদ লাভ করেন॥ হে বিপ্র! স্ব স্ব জাতির এবং আশ্রমের বিধানানুযায়ী-ভাবে অবস্থিতি করতঃ যাঁহারা শ্রীহরিনামপরায়ণ হয়েন, আমার পঞ্চবদনেও তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতে সক্ষম হই না॥ যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দের নাম পরিত্যাগ করিয়া অশেষবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সে শ্রীকৃষ্ণপদপ্রাপ্তির পথ না পাইয়া কর্ম্মমার্গেই ভ্রমণ করিতে থাকে॥ মায়ামোহিতচিত্ত বশতঃ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন ত্যাগ করাতেই সকল প্রকার যোনিতে জন্মিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে॥ হে দেবর্ষি! যদৃচ্ছাক্রমে হঠাৎ কিম্বা কোনও আশার বশে অথবা পক্ষী প্রভৃতিকে শিক্ষাদেওয়ার প্রসঙ্গবশতঃ শ্রীহরির নাম উচ্চারণ বা স্মরণ করিলেও ঐ নামের প্রভাবে সততই সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি হয়॥ যে কোনও বিধায় হউক না কেন, মুক্তিদায়ক শ্রীহরিনামের সঙ্কীর্ত্তন করিলে সেই শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যে পবিত্র হইয়া ঘোর ভবসমুদ্র হইতে মুক্তিলাভ হয়॥ শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তনে আস্থাবান্ ব্যক্তিকে দেখিলেও ঐ নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে শ্রদ্ধা হয়, তাহাতে সে ব্যক্তিও ঐ শ্রীকৃষ্ণ-নাম গায়কের প্রভাবেই পরম-বৈষ্ণব-ধামে যায়॥ পাপী লোকেরাও শ্রীহরিনামাশ্রিত ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রণাম করিলে, পাপমুক্ত হইয়া, সাধুজনের তুল্য সম্মানিত হয়॥ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির সন্নিধানে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করিলে, হে বিপ্র! আমি তোমাকে তথ্য কথা বলি শুন, এই নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা যেন শ্রীভগবান্ হরি তাহার ক্রীতবস্তুতুল্য নিজাধিকৃত সম্পত্তি হইয়া যান্॥ কর-তালিকা দিয়া শ্রীহরির নাম গাইলে, ওহে নারদ! তোমাকে বলিতেছি, এই আমি মহাদেব সত্যই তাঁহার নিকটে নিজে বিক্রীত হইয়া থাকি॥

একান্তভাবে শ্রীহরির সন্নিধানে শ্রীহরির নাম গাইয়া বিচরণ করিলে, সত্য সত্য শ্রীহরি স্বয়ংই তাঁহার কাছে ক্রীত হইয়া থাকেন। অন্যান্য দেবতাদিগের কথা কি আর বলিব ? ভাবে গদগদ হইয়া শ্রীঅচ্যুতের সন্নিধানে শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনে রোদন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিশেষভাবে ক্রীত হইয়া তাহার নিকটে থাকেন, তবে আর ব্রহ্মা আদি দেবতাগণের কথা কি বলিবার বাকি রহিল ? হে নারদ ! শ্রীহরির নাম গদগদ-ভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অবনীতলে পতিত হইলে, সেই গানের ভাবে শ্রীগোবিন্দ নিজে ক্রীত হয়েন, ইহার অন্যথা হয় না॥ জন্মিয়া যাহারা সদ্‌গুরু হইতে শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ না করে, তাহাদিগকে দর্শন করাই উচিত নহে, তাহাদিগকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত॥ সংসারসাগরের অমৃতস্বরূপশ্রীকৃষ্ণনামকে যে মনুষ্য কদাচিৎও লয় নাই, তাহাকে মরণান্তে, কুক্কুর ও গর্দ্দভ এবং বিড়্‌ভোজী শূকরের যোনিতে জন্মিয়া ভ্রমণ করিতে হয়॥ হে দেবর্ষি ! এই ভবসংসারে নিস্তারের নিদান শ্রীহরির নাম মোহবশতঃ না লইলেই অধোগতি হয়॥ শ্রীহরির নাম, গুণ, এবং লীলাকথার গান বা শ্রবণ না করিলেই, সেই মনুষ্যের দর্শন এবং স্পর্শন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রকারে নিশ্চয়ই পরিবর্জ্জন করিবে॥ মনুষ্যজন্ম পাইয়া স্বপ্নেও যে ব্যক্তি কখনও শ্রীহরির নাম গ্রহণ করে নাই, সে নরাধমকে দেখিলেও পাতক হয়, সুতরাং তাহাকে দেখাও অনুপযুক্ত॥ সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ-যাজন, এবং দ্বাপর যুগে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনাই সাধন, কলিযুগে শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তনই সাধন॥ সত্যযুগে ধ্যান ও তপস্যা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞকর্ম্ম, দ্বাপরে পূজা এবং দান, কলিযুগে শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! শ্রীহরিনামের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে, জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই দুইটি অক্ষর বর্ত্তমান থাকিলেই কলিকালে ভব-সমুদ্র হইতে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবেক, শ্রীহরির চিন্ময়-নাম-ব্রহ্ম উচ্চারণ করিলেই সকল ভুবন জয় করিয়া সনাতন শ্রীকৃষ্ণ-পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই দুটি অক্ষর বর্ত্তমান আছে, তিনি নিশ্চয়ই ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ত্রিভুবন জয় করিয়াছেন॥ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, সহস্র-বদন-অনন্তও তাহার ফল বলিতে সক্ষম হইতে পারেন

না, আমি পঞ্চমুখে কতইবা কি বলিব ? হে বিপ্র ! কলিযুগে শ্রীহরির নামই মঙ্গলজনক এবং পরম স্বস্ত্যয়ন, ইহাই সত্য ॥ জীবগণের শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতিরেকে অন্যথা গতি আর কোনো প্রকারেই নাই ॥ শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মাহাত্ম্যে ৯৮ অধ্যায় ॥ * ॥

ঐ শ্রীহরি-নামের কীর্ত্তন ও শ্রবণই শ্রীহরিভক্তি-সাধনের মূলনিদান ও মূলভিত্তি উপাদান প্রেমভক্তি-কল্পবৃক্ষের জীবনাধায়ক জীবিত-সঞ্চারক সুধাধারাস্বরূপ, যাহা দ্বারা সেকের অভাব হইলে শ্রীচরণে আরোহিত প্রেমভক্তি-কল্পতরুও শুষ্ক হইয়া নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ-গোস্বামীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে উক্তি আছে ; যথা, "ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনও ভাগ্যবান জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥ উপ-জিয়া বাঢ়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা-ব্রহ্মলোক-ভেদি পরব্যোম পায় ॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহা মালী নিত্য সিঞ্চে শ্রবণাদি-জল ॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা ॥ তারে মালী যত্ন করি করে আবরণ। অপরাধ-হস্তি যৈছে না হয় উৎপন্ন ॥ কিন্তু লতার সঙ্গে যদি উঠে উপ-শাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীবহিংসন। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখা গণ ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥ প্রেম-ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন ॥ এইত পরম-ফল পরম-পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥" সেই ভক্তিকল্পলতার প্রধান উপাদান ও সাধনাঙ্গ শ্রীশ্রী৺নামসঙ্কীর্ত্তন উহা হইতেই উদ্ভাবিত—শ্রীহরিভক্তি যথা।—

শ্রীসূত উবাচ। বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেত্তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥ মহতঃ শ্রেয়সো মূলং প্রদীবঃ

পুণ্যসন্ততেঃ। জীবিতস্য ফলং স্বাদু দদাতি স্মরণং হরেঃ॥ ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি-সাধন-ভূয়সী॥ তে ভক্তা লোকনাথস্য নামকর্ম্মাদিকীর্ত্তনে। মুঞ্চন্ত্য-শ্রূণি সংহর্ষাৎ যে চ হৃষ্টতনূরুহাঃ॥ জগদ্ধাতুর্মহেশস্য দিব্যাজ্ঞাচরণাব্যয়াঃ। ইহ নিত্যক্রিয়াঃ কুর্য্যুঃ স্নিগ্ধা যে বৈষ্ণবাস্তু তে॥ প্রণাম-পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্যা যো বদেৎ বৈষ্ণবো হি সঃ। তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনং॥ তৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বর-নেত্রাঙ্গবিক্রিয়া। যেন সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণৌ ভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ॥ বিপ্রেভ্যীশ্বরদৃষ্টিশ্চ মহাভাগবতো হি সঃ। বিষ্ণোশ্চ-কারণং নিত্যং তদন্নং দম্ভবর্জ্জিতং॥ স্বয়মভ্যর্চ্চনঞ্চৈব যো বিষ্ণুং বোপ-জীবতি। ভক্তিরষ্টবিধা হেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছে ঽপি বর্ত্ততে॥ স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স জাতঃ স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ স্মৃতঃ সংভাষিতো বাঽপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমঃ। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালো ঽপি যদৃচ্ছয়া॥ প্রণতায় প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো বদেৎ। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদ্যাদেতদ্ব্রতং হরেঃ॥ মন্ত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগাঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥ ঐকান্তিকাশ্চ পুরুষাঃ গচ্ছন্তি পরমং পদম্। একান্তিনা সমো বিষ্ণুর্যস্মাদেষাং পরায়ণঃ॥ তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবত-চেতসঃ। প্রিয়ানামপিসর্ব্বেষাং দেবদেবস্য স প্রিয়ঃ। আপৎস্বপি সদা যস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী॥ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। বিষ্ণুং সংস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নোপসর্প্তু॥ অন্তর্গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তপি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥ নাধীতবেদশাস্ত্রোঽপি ন কৃতং চাপসব্যবৎ। যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥ যজ্ঞানাং ক্রতুমুখ্যানাং সর্ব্বেষাং পারগা অপি। ন তাং যান্তি গতিং ভক্তা যাং যান্তি মুনিসত্তম!॥ যঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারো ঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥ যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাস্তথা॥ তেঽপি যান্তি পরং স্থানং নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥ দৃঢ়া জনার্দ্দনে ভক্তির্য-দৈবাব্যভিচারিণী। তদা কিয়ৎ স্বর্গসুখং সৈব নির্ব্বাণহৈতুকী॥ ভ্রাম্যতাং তত্রিসংসারে নরাণাং কর্ম্ম-দুর্গমে। হস্তাবলম্বনোহ্যেকো ভক্তি-তুষ্টো

জনার্দ্দনঃ ॥ ন শৃণোতি গুণান্ দিব্যান্ দেব-দেবস্য চক্রিণঃ। স নরো বধিরো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ ॥ নাম্নি সংকীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসো ন জায়তে। শরীরং পুলকোল্লাসি তদ্ভবেৎ কুণপোপমম্ ॥ যস্মিন্ স্মৃতে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! মুক্তিরপ্যহচিরাদ্ভবেৎ। বিষ্ণৌ নিবিষ্ট-মনসাং কিং পুনর্ব্বৃজিন-ক্ষয়ঃ ॥ স্ব-পুরুষমভিবীক্ষ্য পাশ-হস্তং, বদতি কিল তস্য কর্ণ-মূলে। পরিহর মধু-সূদন-প্রপন্নান্, প্রভুরহমন্য-নৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥ অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। বিপ্রেন্দ্র! প্রতিজানীহি বিষ্ণু-ভক্তো ন নশ্যতি ॥ ধর্ম্মার্থ-কামৈঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। সমস্ত-জগতাম্ মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা হরৌ ॥ দৈবী হ্যেষা গুণময়ী হরের্ম্মায়া দুরত্যয়া। তমেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ কিয়দারাধনে পুংসাং শিষ্যতে হরি-মেধসঃ। ভক্ত্যৈবারাধ্যতে বিষ্ণুর্নান্যত্তত্রোপকারকম্ ॥ নদানৈর্ব্বিবিধৈর্দত্তৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ। তোষমেতি মহাত্মাসৌ যথা ভক্ত্যা জনার্দ্দনঃ ॥ সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে। কদাচিৎ কেশবে ভক্তিস্তদ্ভক্তৈর্ব্বা সমাগমঃ ॥ পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু সৎসু, তোয়েষু লভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যেক-লভ্যে পুরুষে পুরাণে, মুক্ত্যৈ কথং ন ক্রিয়তে প্রযত্নঃ? ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রনৃত্যন্তি পিতামহাঃ। বৈষ্ণবো-হস্মৎ-কুলে জাতঃ স নঃ সন্তারয়িষ্যতি ॥ অজ্ঞানিনঃ সুর-বরং সমধিক্ষিপন্তি, যে পাপিনোঽপি শিশুপাল-সুযোধনাদ্যাঃ। মুক্তিং গতাঃ স্মরণ-মাত্র-বিধূত-পাপাঃ, কঃ সংশয়ঃ পরম-ভক্তিমতাং জনানাম্ ॥ শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যান-যোগ-বিবর্জ্জিতাঃ। তেঽপি মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্ বৈষ্ণবম্ পদম্ ॥ ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে শ্রীভগবদ্ভক্তিঃ ২৩১ অধ্যায়ঃ ॥*॥ নাম্নোচ্চারণেন নমস্কারাদিকম্ ভক্তি-সাধনং তত্রৈব ২৩২। ২৩৩। ২৩৪ অধ্যায়েষু দ্রষ্টব্যম্ ॥ * ॥ শ্রীহরের্নামাখ্যান-বিবরণমুচ্চারণ-মাহাত্ম্যঞ্চ যথা,—ন কালনিয়মস্তত্র ন দেশ-নিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধকঃ ॥ জ্ঞানং দেবার্চ্চনং ধ্যানং ধারণা নিয়মো যমঃ। প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ, হরি-নাম-সমং ন চ ॥ ইতি শ্রীপাদ্মীয়োত্তর-খণ্ডে ৯৮ অধ্যায়ঃ ॥ অপিচ, হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ইতি শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসস্থ

১১ বিলাসোদ্ধৃত শ্রীবৃহন্নারদীয়-পুরাণ-বচনম্ ॥*॥ তত্রৈব গ্রন্থে অন্যানি চ শ্রীহরি-নাম-মাহাত্ম্যাদি-সূচকানি প্রমাণ-বচনানি তথা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ-প্রভৃতি-গ্রন্থেষু ভূরিশো দ্রষ্টব্যানি ॥

পুরাণান্তরেচ এতদ্বচনমুল্লিখিতম্ তত্র শ্রীচৈতন্য-চরিত-মৃতোদ্ধৃত-শ্লোকমালা-টীকা। যথা, হরের্নামেত্যাদি, শ্লোকদ্বয়েনান্বয়স্তদেবাহ। কৃতে সত্য-যুগে, ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। ত্রেতায়াং ত্রেতা-যুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তদ্ যজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। দ্বাপরে দ্বাপর-যুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি স্ম, কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্যথা ধ্যানতো গতিরন্যথা, যজ্ঞাদিতো গতিরন্যথা পরিচর্য্যাতো গতিঃ, কলৌ নাস্ত্যেব, কলৌ তত্-প্রাপণং হরি-নাম-কীর্ত্তনাৎ। হসন্ রুদন্ গায়ন্ নর্ত্তনাৎ হরিঃ প্রাপ্যতে ॥

শ্রীচৈতন্যচ-রিতামৃতে আদি-খণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশুক্লাম্বরের অন্ন-ভক্ষণের পর ঐ শ্লোকের স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, যথা—"তবে শুক্লাম্বর কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ। হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থবিবরণ ॥ কলি-কালে নাম-রূপে কৃষ্ণ-অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব-জগৎ নিস্তার ॥ দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম-উক্তি তিনবার। জড়-লোক বুঝাইতে পুনরেবকার। কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয়করণ। জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম-তপ-আদিনিবারণ ॥ অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার। নাই নাই নাই তিন, তিন এবকার ॥ * ॥" "তৃণহৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান ॥ তরু-সম-সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ॥ তাড়ন-ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিবে ॥ কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়ে। শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়ে ॥ এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে। অযাচিত-বৃত্তি কিবা শাক ফল খাবে ॥ সদা নাম লইবে যথা-লাভেতে সন্তোষ। এইত আচার করে ভক্তি ধর্ম্ম-পোষ ॥"

তথাহি শ্রীপদ্যাবলীগ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রণীতপদ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুশ্রীমুখ-বিনিঃসৃতোপদেশঃ।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ইতি॥ অস্য টীকা যথা—

অমানিনা মান-হীনেন জনেন কর্ত্তৃ-ভূতেন সদা হরিঃ গোবিন্দঃ কীর্ত্তনীয়ঃ শরণীয়োভবেদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন মানদেন অন্যেভ্যো মানং সম্মানং দদাতীতি তেন। পুনঃ কথম্ভূতেন তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুনা সহন-শীলেন। পুনঃ কথম্ভূতেন তৃণাৎ প্রাণ-হীন-তৃণ-সকাশাৎ সুনীচেন সূক্ষ্ম ভূতবৎ হিংসা-রহিতেন। এবম্ভূতেন জনেন ইত্যর্থঃ॥ ইতি॥

"ঊর্দ্ধ-বাহু করি কহি শুন সর্ব্ব-লোক। নাম-সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক। প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোকাচরণ। অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥" শ্রীকৃষ্ণ-দাস-কবিরাজ-গোস্বামী॥

শ্রীগরুড়মহাপুরাণে শ্রীশ্রীহরি-ভক্তি-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীসূত-মহাশয়ের উক্তিতে শ্রীহরি-ভক্তির বিশেষ-রূপে বিবরণ আছে যে, ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ হরির যেমন সন্তোষ হয়, তেমন সন্তোষ অন্য আর কিছুতেই হয় না। শ্রীহরি-নাম-স্মরণই মহা-মঙ্গলের মূল ও পুণ্য-সন্ততির প্রসূতি, এবং উহাদ্বারা জীবনের সুস্বাদু অমৃতফল পাওয়া যায়॥ 'ভজ' ধাতু সেবন অর্থের প্রত্যায়ক বলিয়া পণ্ডিত-গণ সেবনকরাকেই ভক্তির বহুল-সাধন বলিয়া সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ সমস্ত-জগতের বিধান-কর্ত্তা-শ্রীমহেশ্বরের এই প্রকাশ্য-আজ্ঞাঅনুসারি আচরণে অব্যয় ও অক্ষয় ভাবাপন্ন-লোকদিগের নিখিল-লোক-নাথ-শ্রীহরির নাম, লীলা ও গুণ-আদির কীর্ত্তনে, শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং নয়ন-যুগল হইতে আনন্দ-বারি-ধারা বিনির্গত হয়, এই প্রকার নিত্য ভজন-সাধন-ক্রিয়ানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিরাই শ্রীহরির প্রীতিপাত্র-বৈষ্ণব॥ ক্ষমা-গুণ-স্বভাবে প্রণাম-পূর্ব্বক বাক্যালাপ করা, শ্রীহরি-ভক্ত-জনে বাৎসল্য করা, শ্রীহরি ও হরি-ভক্তের কথা-শ্রবণে প্রীতি এবং কণ্ঠ-স্বর বিকৃত হইয়া গদ্গদভাব, নেত্রে আনন্দাশ্রু-মোচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ উদ্গত হওয়া, এই সকল শ্রীহরিভক্তি-পদ্ধতির সর্ব্বথা সর্ব্বতো-ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া জানিবে, আর শ্রীহরি-নামের কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই শ্রীহরি-ভক্তির মূলীভূত উপাদান কারণ॥ ব্রাহ্মণকে ঈশ্বর-ভাবে দর্শন ও নিত্য বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রস্তুত অন্ন দত্ত-পরিত্যাগ-পুরঃসর

যে ব্যক্তি স্বয়ং সর্ব্ব-প্রকারে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক উপজীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তিও মহা-ভাগবত॥ এই অষ্ট-প্রকার ভক্তির অঙ্গ ম্লেচ্ছেতেও বর্ত্তাইলে সেই ম্লেচ্ছ-ব্যক্তিও জাতি-কুল-সম্পন্ন, শ্রীমান, বেদোজ্জ্বল-বুদ্ধি-সম্পন্নউত্তমসদ্‌ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মানাস্পদ হইয়া যায়। তাঁহাকে দান করা বিধেয় এবং তাঁহা হইতে গ্রহণ করা উচিত, অধিক আর কি বলিব? সেই শ্রীহরি-ভক্ত ম্লেচ্ছ-ব্যক্তিও শ্রীহরির তুল্য পূজনীয় হয়। উল্লিখিত শ্রীহরি-ভক্তি-সম্পন্ন-চণ্ডাল-জাতীয়-ব্যক্তিকেও যদৃচ্ছা-ক্রমে স্মরণ বা সম্ভাষণ কিম্বা পূজা করিলে দ্বিজোত্তমের তুল্য পবিত্রতা বিধান করে॥ প্রণত হইয়া "আমি তোমার হইলাম" এই বাক্যে ভাববশতঃ শরণাগত সমস্ত প্রাণীকেই অভয় প্রদান করাই ভগবান্-শ্রীহরির প্রতিজ্ঞা করা নিয়ত ব্রত॥ দেখ, সহস্র-সহস্র-মন্ত্রযাজী-ব্যক্তি হইতে সর্ব্ব-বেদান্ত-পারগেরা শ্রেষ্ঠ, কোটি-কোটি-সর্ব্ব-বেদান্ত-বেত্তা হইতে একবিষ্ণু-ভক্ত বিশেষপ্রকারে শ্রেষ্ঠ॥ শ্রীহরির ঐকান্তিক-ভক্ত মহাপুরুষেরা পরম-পদ পাইয়া থাকেন, ভগবান্-শ্রীহরিও, একান্ত-ভক্ত-পরায়ণ, এবং একান্ত-ভক্তেরাও, শ্রীহরি-পরায়ণ; সুতরাং উভয়ই সম-তুল্যমাননীয়॥ অতএব শ্রীভগবান্-শ্রীহরিতে একান্ত-ভাবে সমর্পিত-চিত্তব্যক্তিগণ ঐকান্তিক-ভগবদ্ভক্ত, এবং উহারাই দেব-দেব ভগবান্-শ্রীহরির প্রিয়সকল বস্তুহইতেও অতিশয় প্রিয়তম। সমূহআপদে বিপন্ন-অবস্থাতেও ঐকান্তিক-ভক্তদিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা শ্রীহরিতে অব্যভিচারিণী-ভক্তি অচল-ভাবে বিরাজমানা থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, বিবেক-রহিত-ব্যক্তি-দিগের বিষয়েতে প্রীতি, যেমন অবিনশ্বর-ভাবে স্থির থাকে, সেইমত বিষ্ণু-বিষয়ক অচলা প্রীতি তাঁহাদিগের হৃদয়কে ছাড়িয়া যায় না, অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম-লীলা-কর্ম্ম ও গুণ সর্ব্বদাই সম্যক্-ভাবে স্ফূর্ত্তি-সহকারে স্মরণ হইতে থাকে॥ বেদের অন্তর্গত ভাব-তাৎপর্য্যার্থ-পর্য্যালোচনা-সহকারে বেদার্থ-পরিজ্ঞাতা এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-বেত্তা হইয়াও, সর্ব্বেশ্বর-শ্রীহরির ভক্ত না হইলে অজ্ঞানী অধম-পুরুষ-মধ্যে গণ্য হয়॥ বেদের অধ্যয়ন কিম্বা বৈপরীত্য-বোধে যজ্ঞাদি-কর্ম্ম না করিলেও, বিষ্ণুতে এক-মাত্র-ভক্তি করাতেই উক্তসমুদয় কার্য্যই সুবিহিতমতে

স্বতঃই সুসম্পাদিত হইয়া যায়॥ ওহে মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরম-সাধু তুমি নারদ! শ্রীহরি-ভক্তিদ্বারা যে গতি পাওয়া যায়, যাগ, যজ্ঞ ও মুখ্য-মুখ্য সমস্ত-ব্রত সম্যক্‌বিধানবিধায় সম্পূর্ণ-সম্পাদন করিয়াও, সেই গতি পাওয়া যাইতে পারে না॥ এই ব্রহ্মাণ্ডে কপট-আচারী বা আশ্রয়-ভ্রষ্ট হইলেও বৈষ্ণবব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের তুল্য পাপান্ধকার-নাশ-পূর্ব্বক সকল-লোককে পবিত্র করিয়া থাকে। নৃশংস (নিষ্ঠুর) দুরাত্মাও পাপাচার-রত হইয়া শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ হওয়া প্রযুক্ত পরম-স্থানে চলিয়া যায়॥ শ্রীজনার্দ্দনে সুদৃঢ়া-অব্যভিচারিণী-ভক্তি হইলে স্বর্গ-সুখও তুচ্ছ বোধ হয়; যেহেতু সেই ভক্তিই সমুদয়-পাপ ও তাপের নির্ব্বাণের কারণ হয়॥ কর্ম্ম-কাণ্ড-দুর্গম, এই সংসার-মার্গে ভ্রমণশীল-জীবের পক্ষে, ভক্তিদ্বারা তুষ্ট-জনার্দ্দনই এক-মাত্র সুদৃঢ় অবলম্ব॥ যে ব্যক্তি দেব-দেব শ্রীচক্রপাণির দিব্য-গুণ শুনিয়াও শুনে না, সে ব্যক্তি কর্ণেন্দ্রিয়-রহিত বধির, এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিস্কৃত বলিয়া জানিবে॥ শ্রীহরির-নাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যে শরীর পুলকিত না হয়, উহা পূতি-গন্ধ-যুক্ত-মৃত-দেহতুল্যই জানিবে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! যাঁহার নাম-স্মরণ-মাত্রেই অচিরাৎ মুক্তি হয়, সেই বিষ্ণুতে চিত্ত-নিবেশ করিলে যে সমুদয় মহা-পাতকের ক্ষয় হয়, তাহা আর কি বলিবার আছে? ধর্ম্ম-রাজ-যম, হস্তে পাশ-ধারী নিজদূত-পুরুষের কর্ণ-মূলে ইহা নিশ্চয়ই বলিয়া দিয়া থাকেন যে, দেখ সাবধান! শ্রীহরির শরণাগতব্যক্তি-দিগকে পরিহার করিও, যেহেতু বৈষ্ণবের উপর আমার কোনও প্রভুত্ব-অধিকার নাই। তবে বৈষ্ণবভিন্ন আর সমুদয়লোকের পক্ষে যথা-বিহিত কার্য্যসম্পাদন করিও। ভগবান্ নিজে আজ্ঞা করিয়াছেন,—অতিশয়দুরাচারীও অনন্য হইয়া একান্ত-ভাবে আমাকে ভজনা করিলেই সেই লোকই সাধু বলিয়া সম্মানিত হইবেক। যে হেতু আমাকে ভজনা করাতেই তাহার সমুদয়সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানই সুসম্পাদিত হইয়া যায়, সুতরাংই সাধুদিগের সম্মানের হেতু সকল-সদ্ব্যবসায়ই সম্পন্ন হইয়া সুসিদ্ধ হইল। দুরাচারীদিগের শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবার একমাত্র এই উপায় যে, শ্রীহরির নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন-রূপ ভজন করা, উহাতেই নিরন্তর সমুদয়শান্তিলাভ হয়।

হে বিপ্রেন্দ্র ! দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার, যে বিষ্ণু-ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না। সমস্ত-জগতের মূলীভূত-শ্রীহরিতে অচলাভক্তিসম্পন্ন-জনের চতুর্ব্বর্গের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান-মুক্তিই হস্ত-গত হওয়া বিধায় ধর্ম্ম, অর্থ বা কামে আর তাঁহার কি আবশ্যক বা প্রয়োজনই বা কি? শ্রীভগবান্ হরির ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়িনী-গুণময়ী-মায়া উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু শ্রীহরির শরণাগত হইলেই অনায়াসেই ঐ মায়া উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। শ্রীহরিপরায়ণ-জনের আরাধনাংশে অন্য কিছুই অবশেষ থাকে না, যেহেতু, শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ ভজনদ্বারাই সমুদয়-সিদ্ধি-সাধন হইয়া যায়॥ শ্রীহরির আরাধনা করিতে কেবল এক-মাত্র ভক্তিই আবশ্যক, তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই আবশ্যক করে না, কেবল এক-মাত্র ভক্তি-ভিন্ন আর কিছুতেই উপকার সাধিতে পারে না॥ দেখ, সেই শ্রীভগবান-হরির এতাদৃশ-উদারাশয় যে মানসিক ভক্তি-ভাব দ্বারা যাদৃশ-সন্তোষ হয়, বিবিধ-প্রকারে-দেয়-দান করিলে কিম্বা পুষ্প বা চন্দনআদি অনুলেপন দিলেও তাদৃশ-সন্তোষ আর কিছুতেই হয় না। বিষ-বৃক্ষ-স্বরূপ সংসারের দুইটি ফল অমৃত-ফলের সমান, যে কোন সময়ে হউক, শ্রীহরিতে ভক্তি একটি, আর শ্রীভগবদ্ভক্তের সহিত সমাগম এই একটি॥ তুলসী ও আমলকী প্রভৃতির পত্র ও বিহিত-পুষ্প সকল এবং বিহিত-ফল সকল থাকিতে এবং সর্ব্বদা সুলভ বিহিত-জলপ্রভৃতি পূজার উপকরণ-দ্রব্য যথা-কাল ও যথা-স্থান-লভ্য বিদ্যমান থাকিতে ও দেশ-কাল-পাত্রানপেক্ষ, কেবল একমাত্র ভক্তিদ্বারালভ্য সেই পুরাণ-পুরুষ-শ্রীহরির নিকট কি কারণেই বা কর্ম্ম-পাশ-বন্ধনের পাশ হইতে উন্মোচন বিষয়ে বিশেষ-যত্ন করে না? অহো! আমাদিগের কুলে বৈষ্ণব জন্মিয়াছে, সেই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করিবে, এই বলিয়া বিষ্ণু-ভক্তের পিতৃ-গণ বাহু আস্ফোটন এবং পিতামহগণ প্রমোদ-সহকারে নৃত্য করিতে থাকেন॥ বিবেচনা করিলে শিশুপাল ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি যখন বিদ্বেষ-ভাবে শ্রীহরিকে স্মরণ ও তাঁহার নামশ্রবণ এবং উচ্চারণ করাতেই সমস্ত-পাপ-পঙ্ক ক্ষালিত হওয়াতে মুক্তি পাইয়াছিল, তখন পরম-ভক্তিমান-জনদিগের শ্রীহরি-ভজনে যে পরম-পদ-প্রাপ্তি হয়, ইহাতে আর কোন-

ওরূপ সংশয় নাই জানিবে॥ ধ্যান-যোগ-বিবর্জ্জিত-ব্যক্তিরাও শ্রীহরির শরণাগত হইলেই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সেই সুপ্রসিদ্ধ-বৈষ্ণব-পদ পায়, ইহাও নিঃসংশয়॥ এই শ্রীহরি-ভক্তির কথা শ্রীগরুড়-পুরাণে ২৩১ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেক। আর শ্রীহরিনাম উচ্চারণ-সহকারে তাঁহাকে নমস্কার করা প্রভৃতিও যে, ভক্তির সাধন, উহাও ঐ পুরাণেই ২৩২। ২৩৩ ও ২৩৪ অধ্যায়ে আছে দেখিয়া লইবে॥ শ্রীহরির নাম-মাহাত্ম্য-বিবরণ এবং তাঁহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যথা— শ্রীপদ্ম-পুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৮ অধ্যায়ে। শ্রীহরি-নামের শ্রবণ ও কীর্ত্তনের বিষয়ে, কোনও কালাকালের নিয়ম নাই, কোনও স্থানাস্থানের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টাদিজন্য অশুচিতায় প্রতিবন্ধকতা-স্বরূপেও বা কোনও-রূপে কথঞ্চিৎ কুত্রাপি কদাচ কোনও বাধা নাই॥ তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরির নামের শ্রবণ ও কীর্ত্তনে দেশ-কাল ও পাত্রের কোনও অপেক্ষাই নাই॥ তত্ত্ব-জ্ঞান, দেব-পূজা, ধ্যান, ধারণা, যম, নিয়ম, প্রত্যাহার ও সমাধি, এ সমুদয়ওই শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সমানই নহে॥ আর শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১বিলাসে উদ্ধৃত-শ্রীবৃহন্নারদ-পুরাণীয়-শ্রীসদাশিবের উক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, কলি-যুগে শ্রীহরি-নামের শ্রবণ করা ও কীর্ত্তন করা প্রভৃতি ব্যতিরেকে অন্য কোনও সাধনেই কোনও বিধায়ই কোনওরূপ সদ্‌গতিই হয় না। কলি-যুগে চিত্তের চাঞ্চল্য-বশতঃ ধ্যানের অসম্ভাবনা-হেতুক সত্য-যুগে ধ্যানে যে গতি হইত, উহাও কলিতে হইতে পারে না, সুতরাং সত্য-যুগীয় সাধনদ্বারা কলিতে গতি হইবার নহে, কেবল শ্রীহরির নামেই সদ্গতি; কলি-যুগে বেদ-আদি-বিহিত-মন্ত্রের উচ্চারণে অনভিজ্ঞতা ও অসামর্থ্য এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত আবশ্যক ধ্যানাদির অসম্ভাবনা-বশতঃ ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা যাগ করিলে যে গতি হইত, উহাও কলিতে হয় না, সুতরাং ত্রেতা-যুগীয়-সাধনদ্বারা কলি-যুগে সে গতি হইবেক না, কেবল শ্রীহরি-নাম-মাত্রই সদ্গতি-দায়ক। দ্বাপর-যুগের প্রধান-সাধন যে পরিচর্য্যা (অর্চ্চনা) উহার প্রধানতম অঙ্গ ধ্যান অতিশয় আবশ্যক, অথচ ধ্যানে মনের স্থিরতাই একমাত্র-মূলীভূত-কারণ, কলি-যুগে প্রায়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য-বশতঃ ধ্যানের সম্পূর্ণ-রূপে অসম্ভাবনাই স্বতঃসিদ্ধ আছে। সুতরাং পরিচর্য্যা

দ্বারা এই কলিতে সদ্গতি হইবার নহে। অতএব কলি-যুগে সদ্-গতির সাধন-শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভিন্ন অন্য আর কিছুই উপায় নাই। তাবে তাবেই শ্রীহরির নাম, শ্রীহরির নাম, শ্রীহরির নামই কেবল সদ্গতিদায়ক। তদ্ব্যতিরেকে কলি-যুগে আর অন্য কোনও বিধায় সদ্গতি নাই। অন্য কোনও বিধায় সদ্গতি নাই। অন্য কোনও বিধায় সদ্গতি নাই। ইহা স-বিশেষ-নিঃসংশয়-মীমাংসিত-স্থির-সিদ্ধান্ত-নির্ণয় করিয়া মনে রাখিবে॥ বেদ-পুরাণ প্রভৃতি এতাদৃশ কোনও ধর্ম্ম-শাস্ত্রই নাই যে, যাহাতে শ্রীহরি-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের সূচক ও নির্দ্দেশক বচন নাই॥ তথা হি,—

বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥
ইতি পুরাণসমুচ্চয়বচনমেবঞ্চ,
শ্রুতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষন্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণংহরিম্॥ ইতি॥

বেদ, রামায়ণ, পুরাণ এবং মহাভারত-প্রভৃতি-সমুদয়-শাস্ত্রই পুণ্যোৎ-পাদক। ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই আদি, মধ্য, এবং অবসান সর্ব্বত্রেই শ্রীহরিরই গুণ কর্ম্ম ও নামের শ্রবণ ও কীর্ত্তন-করার বিধান সুবিহিত আছে। যে শ্রীহরির গুণ-কর্ম্ম ও নাম, স্মরণ করিলে জীব-মাত্রেই সকল-মঙ্গলালয় হইয়া যায়, জন্ম-রহিত নিত্য-পুরাণ-পুরুষ সেই শ্রীহরির শরণাগত হই চল॥

শাস্ত্রবিহিত-বৈধ-আচার-ব্যবহারেও সুস্পষ্ট-লৌকিক-প্রণালী-পদ্ধতি-প্রথায় ইহাই দেখা-শুনা ও করা যায় যে, বেদ-পাঠের প্রারম্ভে ও অবসানে "ওঁ শান্তি হরিরোঁ শান্তিঃ হরিরোঁ শান্তি" ইহা তিনবার উচ্চারণ করার বিধান হয়। এবং বৈদিক-আচমনেও "ওঁ বিষ্ণুঃ" ইহা তিনবার, দ্বিজাতি-পক্ষে। আর শূদ্রের-পক্ষে "নমো বিষ্ণুঃ" ইহা বারত্রয় উচ্চারণ-পূর্ব্বক গণ্ডূষ-মাত্র-জল-পানা-নন্তর দ্বিজ-পক্ষে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্" ইত্যাদি মন্ত্রো-চ্চারণ-সহকারে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি অঙ্গ স্পর্শ করার বিধান

আহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য-শ্রীরঘুনন্দন-দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও প্রচারিত রহিয়াছে। ইহা জ্ঞান-কাণ্ড ও কর্ম্ম-কাণ্ড উভয়-কাণ্ডেরই প্রকাণ্ড প্রথা আবহমান-কাল প্রচলিত আছে। আবার কর্ম্ম-কাণ্ডে বিশেষ ব্যাপার,এই রীতিতেই প্রচরদ্রূপে ব্যবহৃত হয়। যে কোনও নিত্য নৈমিত্তিক, বা কাম্য শ্রাদ্ধ-ব্রত-প্রভৃতি-যাবতীয় বৈধ-কর্ম্মের-আরম্ভেই "নমো বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ-সহকারে গণ্ডূষ-মাত্র-জল-পানানন্তর "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ-শুচিঃ।" এই মন্ত্র-পাঠে এবং মধ্যেও অনেক-বিধায় অনেকবার নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিধান আছে। অবশেষে ঐ কর্ম্মের সমুদয়-অঙ্গের সহিত সম্পূর্ণতা-সুসম্পাদন-বিধানার্থ "কৃতৈতৎ-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথা-সম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে" ইত্যাদি ; দক্ষিণা-সম্প্রদান-পর্য্যন্ত-কার্য্য সম্পাদিত করতঃ, সাঙ্গ-সম্পূর্ণ, করা হয়। পরে পুনর্ব্বার "কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে" এই মন্ত্র উচ্চারণ-করতঃ ঐ বৈধ-কর্ম্মের বৈগুণ্যদোষ-নিবারণের জন্য "শ্রীবিষ্ণুঃ"এই নাম দশ-বার উচ্চারণ ও স্মরণ-সহকারে সম্পাদিত হয়। ইহা শাস্ত্রজ্ঞ-পুরোহিত-যাজক ব্রাহ্মণের আদেশ অনুযায়িক বৈধ-কর্ম্মের আচরণে অজ্ঞ-যজমানের পক্ষে যে, সকল দোষেরই ক্ষালন হইল বটে, কিন্তু শ্রীহরি-নাম-কীর্ত্তন-ব্যতিরেকে কলি-যুগে কোনও সাধনই নাই যে, তাহাতে সদগতি হইতে পারে, ইহা শাস্ত্রালোচনাদিদ্বারা অবগত হইয়াও ঐ কর্ম্ম-কাণ্ডে অপর লোককে প্রবর্ত্তিত করার জন্য দোষের দূরীকরণাভিপ্রায়ে সমুদয় অঙ্গ-সহিত সম্পূর্ণ-সাঙ্গভাবে নির্ব্বাহ-করণের কারণ "যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাঽপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ"॥ এই

মন্ত্র, অর্থাৎ জানিয়া জ্ঞান-বশতঃ কিম্বা বিশেষ তথ্য না জানিয়া অজ্ঞান-বশতঃ অঙ্গ-হীন-অসাঙ্গ-কর্ম্ম যাহা করা হইল; সে সমুদয়েরই শ্রীহরি-নামের অনুকীর্ত্তন (অর্থাৎ আমি নাম-কীর্ত্তন করিতেছি, আমার সহ-যোগে বা আনুগত্যে যথাশ্রুত উহা কীর্ত্তন) করাতে সর্ব্বাঙ্গীন-সম্পূর্ণতার বিধান-সহকারে সাঙ্গ হউক, ইহা পাঠ করাইয়া "হরিবোল-হরিবোল-হরিবোল" এইরূপ ভাবে শ্রীহরি-নাম-কীর্ত্তন-করার ব্যবহার প্রচলিত আছে॥ শ্রীসনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ববপ্রমাণ-শিরোমণি-ভূত-শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য-খণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহা-প্রভুর নিজ-শ্রীমুখের আদেশ-বচনও উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন। সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ"॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগ-বতে ১১ একাদশ-স্কন্ধে ৫ পঞ্চম অধ্যায়ে উনত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীজনকং প্রতি শ্রীকরভাজন-বাক্যম্।" কৃষ্ণ-বর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কী-র্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ইতি॥ (ইহার টীকা এবং বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা-বিবরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পূর্ণিমা-প্রকরণে প্রকাশিত হইবেক॥) "নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ। সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"

তথাহি, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রমহাপ্রভু-প্রণীত-পদ্য যথা "চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনম্ ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনম্, শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণম্ বিদ্যা-বধূ-জীবনম্। আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনম্ প্রতিপদম্ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্, সর্ব্বাত্ম-স্নপনম্ পরম্ বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥ এই শ্লোক পদ্যাবলী-গ্রন্থে

শ্রীনামমাহাত্ম্য-প্রকরণে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত উল্লেখে ২২ অঙ্কে ধৃত।

অথাঽস্য শ্রীজগন্মোহনকৃত-বৈষ্ণবপ্রিয়ানাম্নী টীকা যথা, "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানা মিচ্ছতামকুতোঽভয়ম্॥ যোগিনাং নৃপ! নির্ণীতং হরের্নামা-ঽনুকীর্ত্তনম্॥" "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ইত্যাদি-প্রমাণেষু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বাঽনর্থনাশনং সর্ব্বশুভোদয়ং শ্রীকৃষ্ণে পরমোল্লাসঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ হর্ষেণ স্বয়মেব তদাহ, চেতো-দর্পণমিত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বিজয়তে সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীর্ত্তনং নাম কিং তৎ? "নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা-প্রকীর্ত্তনম্" ইতি দিক্। কিম্ভূতং চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনম্, যদ্যপি চেতসঃ স্বতঃ স্বচ্ছতা, তথাপি কাম-লোভ-ক্রোধ-দ্বেষাদিনা মালিন্যং, তস্য মার্জ্জনং শুদ্ধীকরণং যস্মাৎ॥ পুনঃ কীদৃশং, ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্। ভবেঽস্মিন্ সংসারে বা, কিম্বা ভব এব মহাদাবাগ্নিস্তাপত্রয়রূপস্তং নির্ব্বাপয়তি ইতি চ শান্তিকরমিত্যর্থঃ॥ পুনঃ কীদৃশং, শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণম্ শ্রেয় এব কৈরবঃ শুভ্র-কুমুদকুসুমং তস্য চন্দ্রিকা-বিতরণং জ্যোৎস্না-প্লাবনং, তস্য প্রকাশনমিত্যর্থঃ॥ পুনঃ কীদৃশং, বিদ্যা-বধূ-জীবনম্, বিদ্যা পঞ্চ-পর্ব্বা, "সাঙ্খ্য-যোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চ-পর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেৎ"। ইতিবচনবলাৎ। যৈব বিদ্যা সৈব বধূস্তস্যাঃ জীবনং জীবনোপায়ঃ॥ পুনঃ কীদৃশং, আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনম্, আনন্দানামম্বুধিঃ প্রেমভক্তি-সমুদ্রস্তস্য বর্দ্ধনং তরঙ্গায়িতমিত্যর্থঃ॥ পুনঃ কীদৃশং, প্রতিপদং পূর্ণাঽমৃতাস্বাদনম্, প্রতিপদং প্রতিক্ষণং। যদ্বা "হরি-গোবিন্দ" ইত্যেবং যথাস্যাত্তথা, পূর্ণাঽমৃতস্য আস্বাদনং ব্রহ্মানন্দামৃতাদপ্যুৎকৃষ্টাস্বাদনমনুভবনীয়ম্। "যা নির্বৃতিস্তনুভৃতা"-মিত্যাদ্যুক্তেঃ॥ পুনঃ কীদৃশং, সর্ব্বাত্ম-স্নপনম্, সর্ব্বাত্মা, মন-আদি, তৃপ্তীকরণম্, সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমাদীনামপি আত্ম-স্নপনং মনস্তৃপ্তীকরণম্। ননু কথং স্থাবরাদীনাং তৃপ্তীকরণং? উচ্চারণাভাবাৎ; সত্যং, প্রতিধ্বন্যেতি তাৎ॥ *॥

অথ, সুপ্রসিদ্ধা আনন্দচন্দ্রিকানাম্নী-টিপ্পনী যথা, চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন

রিত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং রাম-কৃষ্ণ-গোবিন্দেতি নামোচ্চারণং, পরং সর্ব্বোৎকর্ষং বিজয়তে। কথম্ভূতং কীর্ত্তনম্? চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং চিত্ত-রূপদর্পণস্য মার্জ্জনম্ মলাপকর্ষণম্॥ পুনঃ কীদৃশং, ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্, সংসার-রূপ-মহাদাবাগ্নি-বিনাশনম্॥ পুনঃ কীদৃশম্? শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণম্, মঙ্গলরূপ-কৌমুদী-জ্যোৎস্না-বিস্তারিত-শীলম্॥ পুনঃ কীদৃশম্, বিদ্যাবধূজীবনম্, বিদ্যারূপা যা বধূস্তস্যাঃ প্রাণম্॥ পুনঃ কীদৃশম্, আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনম্ আনন্দ-রূপ-সমুদ্রস্য-বৃদ্ধি-করণম্॥ পুনঃ কীদৃশম্, প্রতিপদং পূর্ণা-মৃতাস্বাদনম্, পদং পদং প্রতি সকল-রসাস্বাদকারণম্॥ পুনঃ কীদৃশং, সর্ব্বাত্মস্নপনম্ আত্ম-মন-ইন্দ্রিয়গণ-তৃপ্তি-জনক-শীলম্॥ ইতি॥

অথাঽস্য পদ্যস্যাঽস্মৎকৃত-ব্যাখ্যান-বিবৃতির্যথা। "কলের্দোষনিধে রাজন্! অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে॥" "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" "নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্। সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম॥" "শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ॥" "মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্নিশং হরিম্। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥" "ন শাম্য ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি। হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥" "আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥" "সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপ-দ্রব-নাশনম্। শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরিনামানুকীর্ত্তনম্॥" "সর্ব্বপাপ-প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্। সর্ব্ব-দুঃখ-ক্ষয়-করং হরিনামানুকীর্ত্ত-নম্॥" "মন্ত্রতন্ত্রব্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হ্যবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং [illegible]কীর্ত্তনং তব॥" "[illegible]লিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। [illegible] সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" "স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজং-[illegible]স্তিষ্ঠন্ [illegible]। যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো-নমঃ॥" "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥" "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমে-[illegible]॥" "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥" "এবংব্রতঃ স্ব-প্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥" "কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্" ইত্যাদি শ্রীশুক-প্রোক্ত-শ্রীপরমহংস-সংহিতাখ্য শ্রীমদ্ভাগবতীয়-প্রমাণ-বচনানি, তথাচ শ্রীপদ্মপুরাণীয়-বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযম-ব্রাহ্মণসম্বাদে। "অবমত্য চ যে যান্তি ভগবৎ-কীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥" "ইত্যাদীনি বহুশঃ প্রমাণ বচনানি সন্তি ॥ শ্রুতয়শ্চ, "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণোঃ সুমতিং ভজামহে ॥ ২১৪ ॥ ওঁ তত্ সত্, ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্য বশ্রব আপন্নমৃক্তং নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞীয়ানি ভদ্রায়ন্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ ॥ ২১৫ ॥ ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণোঃ সুমতিং ভজামহে।" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২১৬ ॥ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ১১ বিলাসে উদ্ধৃতাঃ ॥ তত্রৈব চ নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো ঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ২৬৯ ॥ ইত্যাদিপুরাণাগমতন্ত্র-শ্রুতি-স্মৃতি-ধর্ম্মশাস্ত্রীয়প্রমাণবচনেষু শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনেন সর্ব্বানর্থনিবারণং সকলমঙ্গলোদয়ং পরমোল্লাসং পরিণামে প্রেমানন্দপ্রাপ্তিশ্চানুভূয় স্বেচ্ছয়েব সর্ব্বান্ জীবান্ প্রদর্শ্য কলিযুগ-পাবন-প্রকাশ-পতিতপাবনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুঃ হর্ষেণ স্বয়মেব শ্রীস্বরূপ-দামোদর-শ্রীরামানন্দরায়-মুখান্ প্রতি, শ্রীত্বোপদিশন্নাহ, চেতোদর্পণেত্যাদিপদ্যঃ, পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্যপ্রকরণে ২২ দ্বাবিংশতিতমাঙ্কিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতং তথৈবচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ২০ পরিচ্ছেদে হি উদ্ধৃতঃ ॥

অথৈতচ্ছ্লোকস্যাস্য টীকাকার-ব্যাখ্যাতাতিরিক্ত-ব্যাখ্যাদিবৃত্তিঃ প্রদর্শ্যতে ॥ তত্র প্রথমং চেতস্ শব্দার্থ-বিবরণম্। চেতস্-শব্দস্ত, চিতী সংজ্ঞানে ইত্যস্য চিত-ধাতোঃ করণে অসুন্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ নপুংসক লিঙ্গশ্চায়ম্। "চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ", ইত্যমরঃ। "চেতো নন্দং কামযন্তে মনীষিণঃ"। ইতি। সন্তি চ প্রয়োগাঃ শ্রীহর্ষকবে-রেতদ্ব্যতীতান্যোত্তানেকত্রৈব নৈষধকাব্যে। "গচ্ছতি পুরঃ শরীরং

ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।" ইতি শকুন্তলায়াং কালিদাসঃ। চিত্তবৃত্তৌ ইতি নিঘণ্টুঃ। চিত্তবৃত্তেঃ সাংখ্যমতে পৌরুষেয়বোধকরণত্বাৎ তথাত্বম্॥ কর্ত্তরি অসুন্ কৃতে ত্রিলিঙ্গঃ। জ্ঞাতরি ৩। ভাবে অসুন্ কৃতে নপুংসকলিঙ্গঃ। চৈতন্যে ৪। প্রজ্ঞায়াম্ ৫। "তৎসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো নিরুদ্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ" ইতি। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। "সত্ত্বমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরাবিষ্টচিত্তো ন তবায় কল্পতে"। ইত্যাদি-শ্রীমদ্ভাগবতাদি-মহাপুরাণবচনানি॥ অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিরিতি বেদান্তঃ। "তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্দ্বিধা। মনো বিমর্ষরূপং স্যাদ্ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা" ইতি। "সংশয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ"॥ ইতি পঞ্চদশী-বেদান্তসারয়োঃ সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা-মনোময়ঃ ইতি চ পঞ্চদশ্যাম্॥ "যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদং। যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকং। স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা॥ ইতি চ শ্রীমদ্ভাগবতে॥ অস্যার্থঃ, অধিভূতস্বরূপেণ তস্যৈব মহানিতি সংজ্ঞা অধ্যাত্মরূপেণ চিত্তং, উপাস্যরূপেণ বাসুদেবঃ অধিষ্ঠাতা তু তস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ। ইতি শ্রীধরস্বামিপাদেন ব্যাখ্যাতম্॥ ভাষাপরিচ্ছেদমতে দ্রব্যান্তর্গতনবমং দ্রব্যং মনঃ, তথাচ "ক্ষিত্যপ্ তেজোমরুদ্ব্যোম কালাদিগ্দেহিনো মনঃ। দ্রব্যানি"॥ ইতি॥ অন্তঃকরণং, অন্তরভ্যন্তরস্থং করণং ইতি কর্ম্মধারয়সমাসঃ। তদ্বৃত্তিপদার্থানাং সুখাদীনাং করণং জ্ঞান-সাধনমিতি ষষ্ঠী-তৎপুরুষো বা। জ্ঞানসুখাদিসাধনে আভ্যন্তরে মনোবুদ্ধিচিত্তাদিপদাভিলপ্যমানে ইন্দ্রিয়ে, তচ্চান্তঃকরণং বেদান্তিমতে চতুর্ব্বিধং। "মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" ইত্যুক্ত-কার্য্যভেদাৎ। বেদান্তপরিভাষায়াং শ্রীধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রস্ত নিজ-প্রণীত-গ্রন্থে নির্ণীতমস্তথৈবেতি তল্লিখিতং প্রদর্শ্যতে যথা,—

"জ্ঞানপ্রত্যক্ষপ্রমাণিনিরূপণে মন এব করণম্" প্রত্যক্ষপ্রমা চাত্র চৈতন্যমেব, "যত্ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" ইতিশ্রুতেঃ। অপরোক্ষাদিত্যস্য অপরোক্ষমিত্যর্থঃ। ননু চৈতন্যমনাদি তত্ কথং চক্ষুরাদেস্তত্ করণত্বেন প্রমাণত্বমিতি, "উচ্যতে," চৈতন্যস্যানাদিত্বেঽপি তদভি-

ব্যঞ্জকান্তঃকরণবৃত্তিরিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিনা জায়তে ইতি বৃত্তিবিশিষ্টং চৈতন্য মাভিমদিত্যুচ্যতে। জ্ঞানাবচ্ছেদকত্বাচ্চ বৃত্তৌজ্ঞানত্বোপচারঃ, তদুক্তং বিবরণে, "অন্তঃকরণবৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারাদিতি"। নমু নিরবয়বস্যান্তঃ করণস্য পরিণামাত্মিকা বৃত্তিঃ কথং? ইথং ন তাবদন্তঃকরণং নিরবয়বং সাদিদ্রব্যত্বেন সাবয়বত্বাৎ, সাদিত্বঞ্চ "তন্মনোঽসৃজত" ইতিশ্রুতেঃ। বৃত্তিরূপজ্ঞানস্য মনোধর্ম্মত্বে চ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরেতত্ সর্ব্বং মন এবেতি" শ্রুতিঃ প্রমাণম্। ধীশব্দেন বৃত্তিরূপজ্ঞানাভিধানাৎ অতএব কামাদেরপি মনোধর্ম্মত্বম্। নমু কামাদেরন্তঃকরণধর্ম্মত্বে অহমিচ্ছামি অহং বিভেমি, অহং জানামীত্যাত্মনুভবঃ, আত্মানুভবমবগাহমানঃ কথমুপপদ্যতে? উচ্যতে, "অয়ঃ-পিণ্ডস্য দগ্ধৃত্বাঽভাবেঽপি দগ্ধৃত্বাশ্রয়বহ্নিতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ, যথা অয়োদহতীতি ব্যবহারঃ, তথা সুখাদ্যাকারপরিণাম্যন্তঃকরণৈক্যাধ্যাসাদহংসুখীঅহং দুঃখীত্যাদিব্যবহারঃ। নমু অন্তঃকরণস্য ইন্দ্রিয়তয়া অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ কথং প্রত্যক্ষবিষয়তেতি, উচ্যতে নতাবদন্তঃকরণমিন্দ্রিয়মিত্যত্র মানমস্তি। "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানিতি" শ্রীভগবদ্গীতাবচনং প্রমাণমিতিচেৎ, ন, অনিন্দ্রিয়েণাপি মনসা ষট্ত্ব-সঙ্খ্যা-পূরণাবিরোধাত্। নহি ইন্দ্রিয়গত সঙ্খ্যা-পূরণমিন্দ্রিয়েণৈবেতিনিয়মঃ, "যজমানপঞ্চমা ইড়াংভক্ষয়ন্তী" ত্যত্র ঋত্বিগ্গতপঞ্চত্ব-সংখ্যায়া অনৃত্বিজাঽপি যজমানেন "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" ইত্যাদৌচ বেদগত-পঞ্চত্বসঙ্খ্যায়াঃ অবেদেনাপি ভারতেন পূরণদর্শনাত্, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা। মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বাবগমাচ্চ। নচৈবং মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বে সুখাদিপ্রত্যক্ষস্য সাক্ষাত্বং ন স্যাদিন্দ্রিয়াজন্যত্বাদিতি বাচ্যং? ন হি ইন্দ্রিয়জন্যত্বেন জ্ঞানস্য সাক্ষাত্বং অনুমিত্যাদেরপি মনোজন্যতয়া সাক্ষাত্বাপত্তেঃ, ঈশ্বরজ্ঞানস্যাজন্যস্য সাক্ষাত্বানাপত্তেশ্চ। সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্ব প্রযোজকং কিমিতি চেৎ। কিংজ্ঞানগতস্য প্রত্যক্ষত্বস্য প্রযোজকং পৃচ্ছসি কিম্বা বিষয়গতস্য? আদ্যে প্রমাণচৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যাভেদ ইতি ব্রূমঃ। তথাহি ত্রিবিধং চৈতন্যং বিষয়চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যঞ্চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং বিষয়চৈতন্যম্, অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যম্, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং

চৈতন্যম্ প্রমাতৃচৈতন্যম্ ॥ যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি তথা তৈজসমন্তঃ-করণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণ-মতে ; স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে। অনুমিত্যাদিস্থলে তু অন্তঃ করণস্য ন বহ্ন্যাদিদেশগমনং বহ্ন্যাদেশ্চক্ষুরাদ্যসন্নিকর্ষাৎ। তথাচায়ং ঘট ইত্যাদিপ্রত্যক্ষস্থলে ঘটাদেস্তদাকারবৃত্তেশ্চ বহিরেকত্রদেশে সমবস্থানাৎ তদুভয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকমেব, বিভাজকয়োরপ্যন্তঃকরণবৃত্তিঘটাদিবিষয়-য়োরেকদেশস্থিতত্বেন ভেদাজনকত্বাৎ। অতএব মঠান্তর্ব্বর্ত্তিঘটাবচ্ছিন্না-কাশো ন মঠাকাশাদ্ভিদ্যতে। তথাচায়ং ঘটইতি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাকার বৃত্তের্ঘটসংযোগিতয়া ঘটাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাৎ তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্নস্যাভিন্নতয়া তত্র ঘটজ্ঞানস্য ঘটাংশেপ্রত্যক্ষত্বং, সুখাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য তদ্বৃত্ত্য-বচ্ছিন্নচৈতন্যস্য চ নিয়মেনৈকদেশস্থিতোপাধিদ্বয়াবচ্ছিন্নত্বান্নিয়মেনাহং সুখীত্যাদিজ্ঞানস্য সুখাদ্যংশেপ্রত্যক্ষত্বম্। ইত্যাদিনৈয়ায়িকাদিবাদি মতখণ্ডনানন্তরম্ অহঙ্কারটীকায়াং শঙ্করাচার্য্যৈরহমাকারান্তঃকরণবৃত্তি-রঙ্গীকৃতা। ইতি তন্মতমবলম্ব্য, অতএব প্রাতিভাসিকরজতস্থলে রজতা-কারা অবিদ্যাবৃত্তিঃ সাম্প্রদায়িকৈরঙ্গীকৃতেত্যুল্লিখিতম্। তথাচান্তঃ করণতদ্ধর্ম্মাদিষু কেবলসাক্ষীবেদ্যেষু বৃত্ত্যোপহিতত্বঘটত্বলক্ষণস্যসত্ত্বান্না-ব্যাপ্তিঃ॥ অয়ং নির্গলিতার্থঃ। স্বাকারবৃত্ত্যুপহিতপ্রমাতৃচৈতন্যসত্তাতি-রিক্তসত্তাকত্ব শূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্। তত্র সংযোগ সংযুক্ততাদাত্ম্যাদীনাং সন্নিকর্ষাণাং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকবৃত্তিজনকে বিনি-য়োগঃ॥ সাচবৃত্তিশ্চতুর্ব্বিধা সংশয়োনিশ্চয়ো গর্ব্বঃস্মরণমিতি। এবং বৃত্তি-ভেদেন একমপ্যন্তঃকরণং মনইতি বুদ্ধিরিত্যহঙ্কার ইতি চিত্তমিতি চাখ্যায়তে। তদুক্তম্। "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঙ্করণমান্তরম্। সংশয়ো-নিশ্চয়োগর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" তত্র প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং সবিকল্পক নির্ব্বিকল্পকভেদাৎ। তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং যথা ঘটমহং জানামীত্যাদিজ্ঞানম্। নির্ব্বিকল্পকন্তু সংসর্গানবগাহিজ্ঞানম্, যথা সোহয়ং দেবদত্তঃ তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানম্॥

উক্ত প্রত্যক্ষং প্রকারান্তরেণদ্বিবিধম্। ইন্দ্রিয়জন্যং তদজন্যঞ্চেতি। তত্র ইন্দ্রিয়াজন্যং সুখাদিপ্রত্যক্ষং মনস ইন্দ্রিয়ত্বনিরাকরণাৎ। ইন্দ্রিয়াণি

পঞ্চ, ঘ্রাণ-রসন চক্ষুস্ত্বক্-শ্রোত্রা-খ্যকানি। সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি স্বস্ব-বিষয়-সংযুক্তান্যেব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানং জনয়ন্তি! তত্র ঘ্রাণ-রসন-ত্বগিন্দ্রিয়াণি স্বস্বস্থানস্থিতান্যেব গন্ধরসস্পর্শোপলম্ভান্ জনয়ন্তি। চক্ষুঃ-শ্রোত্রে তু স্বত এব বিষয়-দেশং গত্বা স্ব-স্ব-বিষয়ং গৃহ্নীতঃ। শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুরাদিবত্-পরিচ্ছিন্নতয়া ভের্য্যাদি-দেশগমন-সম্ভবাত্। অতএবানুভবো ভেরী-শব্দো-ময়া শ্রুত ইতি। বীচীতরঙ্গন্যায়েন কর্ণ-শষ্কুলীপ্রদেশে হনন্তশব্দোত্পত্তি-কল্পনায়াং গৌরবং, ভেরীশব্দো ময়া শ্রুত ইতি প্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্ব-কল্পনায়াং গৌরবঞ্চ স্যাত্। অন্যত্র ব্যক্তমুক্তম্। "যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং তদা ভবেত্তন্মন-ইত্যভিখ্যম্। স্যাদ্বুদ্ধিসংজ্ঞং চ যদা তু বেত্তি সুনিশ্চিতং সংশয়রূপ-হীনম্॥ অনুসন্ধানরূপন্তচ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।" "অহঙ্কৃত্যাত্ম-বৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্॥" ইতি চ॥ এতদনুসারেণ শ্রীশারদায়ামুক্তম্, "অন্তঃকরণমাত্মনঃ। মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি প্রকীর্ত্তিতম্" ॥ ইতি॥ তস্য তু জ্ঞানাদি-প্রত্যক্ষকরণত্বাদন্তঃকরণত্বম্। তত্সাধকমনুমানঞ্চেত্থং, জ্ঞানসুখাদিপ্রত্যক্ষং স্বগ্রাহকেন্দ্রিয়সাপেক্ষং প্রত্যক্ষত্বাৎ রূপাদি-প্রত্যক্ষবৎ॥ "ন চ চক্ষুরাদীনাং তত্করণত্বং সম্ভবতি রূপাদি-স্বাভাবাদিত্যন্তঃ-করণসিদ্ধিরিতি" নৈয়ায়িকাদয়ঃ। "সাক্ষাৎকারে-সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে"। ইতি ন্যায়ে ভাষাপরিচ্ছেদঃ॥ সাংখ্যা-দয়স্তু মহত্তত্ত্বাপর-পর্য্যায়মেবান্তঃকরণমঙ্গীচক্রুঃ। পঞ্চতন্মাত্রেভ্যো ভূতেভ্যশ্চাহঙ্কাররূপদ্রব্য-সিদ্ধিমুক্ত্বা "তেনান্তঃকরণস্যেতি" সাংখ্য-সূত্রে তত্-সিদ্ধিরুক্তা। তদনুমানে চ ভাষ্য-প্রবচনে এবং প্রয়োগাদিকং দর্শিতম্। "অহঙ্কার-দ্রব্যং নিশ্চয়বৃত্তিমদ্-দ্রব্যোপাদানকং নিশ্চয়কার্য্য-দ্রব্যত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা পুরুষাদিরিতি। অত্রাপ্যয়ং তর্কঃ, সর্ব্বোঽপি লোকঃ পদার্থমাদৌ স্বরূপতো নিশ্চিত্য পশ্চাদভিমন্যতে, অয়মহং ময়েদং কর্ত্তব্যমিত্যাদিরূপেণেতি, তাবৎ সিদ্ধমেব॥ তত্রাহঙ্কারদ্রব্যকারণা-কাঙ্ক্ষায়াং বৃত্ত্যোঃ কার্য্যকারণভাবেন তদাশ্রয়য়োরেব কার্য্য-কারণ-ভাবো লাঘবাৎ কল্প্যতে কারণস্য বৃত্তি-লাভেন কার্য্যবৃত্তিলাভ-স্যোৎসর্গিকত্বাদিতি। যদ্যপ্যন্তঃকরণমেকং তথাপি বংশপর্ব্বস্থিবা-বান্তরভেদমাশ্রিত্যান্তঃকরণ-ত্রয়ে ক্রমঃ কার্য্যকারণভাবশ্চোক্তঃ, যোগো-পযোগি-শ্রুতি-স্মৃতি-পরিভাষানুসারাদিতি মন্তব্যম্॥ তদুক্তং শ্রীযোগ-

বাশিষ্ঠে। "অহমাত্মাদয়ো যোঽয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ। এতচ্চিত্ত-ক্রমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে ! এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদঙ্কুরোঽ ভিনবাকৃতিঃ। নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে॥ অস্যা বুদ্ধ্যভিধানস্য যা হঙ্কুরস্থ প্রপীণতা। সঙ্কল্প-রূপিণী তস্যাশ্চিত্ত-চেতো-মনোঽভিধা।" ইতি॥ অহমর্থোঽন্তঃকরণসামান্যম্। অত্র বাক্যে বীজাঙ্কুরন্যায়েনৈকস্যৈবান্তঃকরণবৃক্ষস্য বৃত্তিমাত্ররূপেণ চিত্তাদ্যবস্থাভেদাঃ ক্রমিকাস্ত্রিবিধাঃ পরিণামা উক্তাঃ॥ ইতি॥ সাঙ্খ্যশাস্ত্রে চ চিন্তনাবৃত্তিকস্য চিত্তস্য বুদ্ধাবেবান্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারস্য চাত্র বাক্যে বুদ্ধাবন্তর্ভাবঃ" ইতি॥ কারিকায়ামপি "অন্তঃকরণং ত্রিবিধং, দশধা বাহ্যং ত্রয়স্যবিষয়াখ্যমিতি" ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা "সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাত্তস্মাত্ত্রিবিধং, দ্বারি, দ্বারাণি শেষাণীতি" তত্রয়স্য প্রাধান্যমুক্তম্॥ এবঞ্চ পুরুষস্য সন্নিধিমাত্রাদধিষ্ঠাতৃত্বং গৌণং, মুখ্যমধিষ্ঠাতৃত্বন্তু অন্তঃকরণস্যৈব, যথোক্তম্ "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্" ইতি সাঙ্খ্যসূত্রম্॥ সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল-প্রভৃতিদর্শনাদৌ ভূরিশস্তদ্বিবৃতির্দ্রষ্টব্যা।

পরন্তু শ্রীমচ্ছঙ্করানন্দাচার্য্যশিষ্যেণ নিজপ্রণীত-পঞ্চদশীনামক-বেদান্তগ্রন্থে মনোময়কোষস্য আত্মাবরকতয়া নির্দ্দেশঃ কৃতঃ এবঞ্চ সপ্তদশাবয়বাত্মকলিঙ্গদেহাঙ্গতমাঙ্গতয়া চ মনসো নির্দ্দেশঃ কৃতঃ॥ তথাহি, "অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ" ॥ ইতি ॥ "বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রাণপঞ্চকৈর্মনসাধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে" ॥ ইতি ॥

অথ, দর্পণ-শব্দার্থ-বিবরণম্। দৃপধাতোঃ ল্যু প্রত্যয়েন। চুরাদিসন্দীপনার্থদৃপধাতোর্বা। পুংলিঙ্গঃ, ক্লীবলিঙ্গশ্চ। প্রতিবিম্বস্বরূপদর্শনাধারঃ। আয়্না আর্শি ইতি চ ভাষা। তত্পর্য্যায়ঃ মুকুরঃ ২, আদর্শঃ ৩, ইত্যমরঃ। আত্মদর্শঃ ৪, নন্দরঃ ৫, দর্শনম্ ৬, প্রতিবিম্বাতম্ ৭, ইতি শব্দরত্নাবলী॥ কর্কঃ ৮, কর্করঃ ৯, ইতি জটাধরঃ॥ অস্য গুণাঃ। আয়ুঃ-শ্রী-কারিত্বং পাপনাশিত্বঞ্চ ইতি রাজবল্লভঃ॥ হর্ষে, গর্ব্বে, চ ইতি চ কবিকল্পদ্রুমঃ। দৃপ্ ধাবনে ইতি চ কবিকল্পদ্রুমঃ। দৃপধাতুস্তুদাদিঃ ধাবনার্থে পরস্মৈপদী সকর্ম্মকঃ সেট্। হর্ষে গর্ব্বে চ দিবাদিঃ অকর্ম্মকঃ সেট্। "দৃপ্যন্দানব-

দূরমান-দিবিষদ্দুর্ব্বার-দুঃখোপসাম্” ইতি শ্রীগীত-গোবিন্দে শ্রীজয়দেবঃ। নপুংসক-মাত্র-লিঙ্গে তু চক্ষুরিতি জটাধরঃ। সন্দীপনম্-ইতি দৃপধাত্বর্থ-দর্শনাত্॥ অহঙ্কারার্থক-পর্য্যায়ঃ, গর্ব্বঃ ২, অহঙ্কারঃ ৩, অবলিপ্ততা ৪, অভিমানঃ ৫, মমতা ৬, মানঃ ৭, চিত্তোন্নতিঃ ৮, স্ময়ঃ ৯। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ উত্সাহে চ। “তেজো-বিহীনং বিজহাতি দর্পঃ”। ইতি কিরাতার্জ্জুনীয়ে, তট্টীকায়াম্, “দর্পঃ উৎসাহঃ” ইতি শ্রীমল্লিনাথঃ। অহঙ্কারে মোহকারকে ত্রিলিঙ্গঃ ইতি কেনচিত্॥ পর্ব্বত-ভেদঃ। নদ-বিশেষঃ। যথা ঔর্ব্ব উবাচ। ততঃ পূর্ব্বং মহারাজ দর্পণো নাম পর্ব্বতঃ। কুবেরো যত্র বসতি ধনপালৈঃ সমং সদা। যস্মিন্নাস্তে মধ্য-ভাগে রোহিণো রোহিতাকৃতিঃ। যস্মিন্ লোহাদিকং স্পৃষ্টং স্বর্ণতাং যাতি তত্ক্ষণাৎ॥ যন্নাতি দূরে স্রবতি দর্পণো নাম বৈ নদঃ॥ হিমাদ্রিপ্রভবো নিত্যং লৌহিত্য-সদৃশঃ ফলে॥ সমুৎপন্নং হি লৌহিত্যং সর্ব্বৈর্দেবগণৈর্হরিঃ। সর্ব্বতীর্থোদকৈঃ সম্যক্ স্নাপয়ামাস তং সুতম্। তস্য স্নানসমুদ্ভূতঃ পাপ-দর্পস্য পাটনঃ। তেনায়ং দর্পণো নাম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ। তস্মিন্ স্নাত্বা নদবরে যোঽর্চ্চয়েদ্দর্পণাচলে। কুবেরং প্রতিপত্তিথ্যাং কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষতঃ। স যাতি ব্রহ্মসদনমিহভূতিশতৈর্যুতঃ ইতি শ্রীকালিকা-পুরাণে একাশীতিতমাধ্যায়ে॥ দৃপধাতোর্ভাবে ঘঞ্ কর্ত্তরি অচ্ বা॥ দর্পঃ, অহঙ্কারে ১, বরাবধীরণাহেতৌ গুরুনৃপাত্যতিক্রামকে চিত্তবৃত্তি-ভেদে ২, উচ্ছৃঙ্খলত্বে ৩। ইতি নীলকণ্ঠঃ। কস্তূরী ৪। ইতি মেদিনী। উষ্মা ৫। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। গর্ব্বে ৬। ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ॥ অহঙ্কারশ্চ-সর্ব্বেষাং পাপবীজমমঙ্গলম্। ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষাং গর্ব্ব-পর্য্যন্তমুন্নতিঃ। যেষাং যেষাং ভবেদ্দর্পো ব্রহ্মাণ্ডেষু পরাৎপরে। বিজ্ঞায় সর্ব্বং সর্ব্বাত্মা তেষাং শাস্তাঽহমেব চ। ক্ষুদ্রাণাং মহতাঞ্চৈব যেষাং গর্ব্বো ভবেৎ প্রিয়ে। এবম্বিধমহং তেষাং চূর্ণীভূতং করোমি চ। চকার দর্পভঙ্গঞ্চ মহাবিষ্ণোঃ পুরা বিভুঃ। ব্রহ্মণশ্চ তথা বিষ্ণোঃ শেষস্য চ শিবস্য চ। ধর্ম্মস্য চ যমস্যাপি শাম্বস্য চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। গরুড়স্য চ বহ্নেশ্চ গুরোর্দুর্ব্বাসসস্তথা॥ দৌবারিকস্য ভক্তস্য জয়স্য বিজয়স্য চ। সুরানামসুরানাঞ্চ ভবতঃ কাম-শক্রয়োঃ। লক্ষ্মণস্যার্জ্জুনস্যাপি বাণস্য চ ভৃগোস্তথা। সুমেরোশ্চ-সমুদ্রাণাং বায়োশ্চ বরুণস্য চ। সরস্বত্যাশ্চ দুর্গায়াঃ পদ্মায়াশ্চ ভুবস্তথা।

সাবিত্র্যাশ্চৈব গঙ্গায়া মনসায়াস্তথৈব চ। প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেব্যাশ্চ প্রিয়ায়াঃ প্রাণতোঽপি চ। প্রাণাধিকায়া রাধায়া অন্যেষামপি কা কথা। হত্বা-দর্পঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রসাদঞ্চ চকার সঃ। ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে দর্পণ-লক্ষণ-বিষয়-ভেদাদিকমুক্তম্।

অথ মার্জ্জন-শব্দার্থ-বিবরণম্। মৃজ-ধাতুঃ শোধনে ভূষণে চ, বা চুরাদিঃ, উভয়-পদী, পক্ষে অদাদিঃ সকর্ম্মকঃ সেট্। ইত্যস্মাৎ ল্যোট্-প্রত্যয়েন নিষ্পন্নো নপুংসক-লিঙ্গো মার্জ্জন-শব্দঃ। প্রোঞ্ছনাদিনা নির্ম্মলীকরণম্। যুচ্। তত্রৈবার্থে স্ত্রী। সা চ মুরজ-ধ্বনৌ, মৃদঙ্গ-শব্দে, ইতি হেমচন্দ্রঃ। মার্জ্জ-ধাতুঃ মার্জ্জনে সকর্ম্মকঃ, ধ্বনৌ অকর্ম্মকঃ চুরাদিঃ উভয়-পদী সেট্।

অথ চেতোদর্পণমার্জ্জনমিত্যস্যার্থপ্রকরণম্। চেতসো মনসঃ অন্তঃ-করণস্য, হৃৎপদ্মগোলকেস্থিতস্য ব্রহ্মতালু-দেশে মূর্দ্ধমধ্য-স্থল-স্থিতস্য বা দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষস্য সুখ-দুঃখাদি-সাক্ষাৎকার-করণ-দ্বার-ভূতস্য ইতি যাবত্। দর্পণস্ত অহঙ্কারগর্ব্বাপরপর্য্যায়-মান-প্রাপক-মলাদেঃ, মার্জ্জনং যস্মাৎ, তচ্ শোধনকরণকারণ-মৌপাদানিকমিতিনিষ্কর্ষার্থঃ অতি সংক্ষিপ্তঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনমিত্যস্যার্থ-বিবরণম্। শ্রিয়া প্রেমসম্পত্ত্যা কর্ষতি সর্ব্বানি বস্তূনি এবম্ভূতং যৎ সঙ্কীর্ত্তনম্। ইতি তু শেষঃ নিষ্কর্ষার্থঃ॥ তত্র শ্রিয়া প্রেম-সম্পত্ত্যা ইত্যস্য ব্যাখ্যা-বিবৃত্তৌ শ্রীশব্দার্থ-বিবরণম্ যথা, শ্রিঞ সেবনে, ভ্বাদিঃ উভয়পদী সকর্ম্মকঃ সেট্। ইতি শ্রি ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। স্ত্রীলিঙ্গঃ। অর্থঃ। লক্ষ্মীঃ ১। লবঙ্গং ২। ইত্যমরঃ। বেশরচনা ৩। শোভা ৪। বাণী ৫। সরস্বতী ৬। সরল-বৃক্ষঃ ৭। ধর্ম্মার্থকামত্রিবর্গঃ ৮। সম্পত্তিঃ ৯। প্রকারঃ ১০। বিধা ১১। উপকরণম্ ১২। বিভূতিঃ ১৩। মতিঃ ১৪। বুদ্ধিঃ ১৫। ইতি মেদিনী॥ অধিকারঃ ১৬। প্রভা ১৭। কীর্ত্তিঃ ১৮। ইতি ধরণিঃ। দেবাদি-নাম্নঃ পূর্ব্বং শ্রী-শব্দপ্রয়োগঃ কর্ত্তব্যঃ। যথা,দেবং গুরুং গুরু-স্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্। সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ।" ইতি রাঘবভট্টধৃত-প্রয়োগ-সার-দর্শনাৎ। স্বর্গগামিত্যাদিনা সিদ্ধো ঽধিকারো যেষাং নরাণাং ইত্যুক্তেন জীবতাং শ্রী-শব্দাদিত্বং ন্যায়ঃ। ন তু মৃতানাং তথেতি-শিষ্টাচারঃ। ইতি সংস্কারতত্ত্বে স্মার্ত্তশ্রীরঘুনন্দনঃ। ইত্যাদি প্রমাণ-

বচনাৎ দেবাদীনাং নামোচ্চারণাদ্বোপাধিভেদঃ ১৯। রাগভেদঃ ২০। পুংলিঙ্গঃ স তু, শ্রীহনুমন্মতে ষড়্-রাগান্তর্গত-পঞ্চমরাগঃ। পৃথিব্যা নাভিতো নির্গতঃ। অস্য জাতিঃ সম্পূর্ণা। তস্য স্বরাবলিঃ। ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। অস্য গৃহং ষড়্‌জস্বরঃ। হেমন্তর্ত্তৌ অপরাহ্ণে গান-সময়ঃ॥ "হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ-কুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥" ইতি শ্রীভাগবতম্। তত্রৈব ঋতৌ অভিসার-সময়াদব্যবহিতপূর্ব্বমেবৈতত্‌স্বরেণ সঙ্গীতং বোধ্যম্॥ রাগমালায়াং অস্যাকারঃ। সুন্দরঃ পুরুষঃ, শুক্লবস্ত্রপরীধানঃ। সঙ্গীত-দামোদর-মতে রক্তবস্ত্রপরীধানঃ। স্ফাটিক-পদ্মরাগ মণিমালা-গলঃ, পদ্মপুষ্পহস্তঃ, বিচিত্র-সিংহাসনারূঢ়ঃ, অস্য সম্মুখে গায়ন্তি,গায়কাঃ। শ্রীহনুমন্মতে অস্য ভার্য্যাঃ পঞ্চ। যথা। প্রথমা মালশ্রীঃ। তস্যাঃ সম্পূর্ণা জাতিঃ। অস্যাঃ স্বরাবলিঃ। ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। অস্যাঃ গৃহং ষড়্‌জস্বরঃ। হিমর্ত্তৌ দ্বিতীয়-প্রহরে দিবসে গান-সময়ঃ। রাগমালায়াং তস্যাঃ স্বরূপম্। রক্তবর্ণা স্ত্রী। কোমলাঙ্গী। পীতবর্ণ-বস্ত্র-পরীধানা। কৌতুকাদ্ভ্রমন্তী-সতী নায়কাদ্ বিভিন্না সখীগণেন সহ হাস্যযুক্তাম্র-তরুতলোপবিষ্টা ১। দ্বিতীয়া মারবা অথবা মালবা॥ অস্যাঃ ষাড়ব-জাতিঃ। অস্যাঃ স্বরাবলিঃ। ষ, প, গ, ম, ধ, নি। অস্যা গৃহঃ ষড়্‌জ-স্বরঃ। হিমর্ত্তৌ শেষবেলায়াং গান-সময়ঃ। রাগ-মালায়াং তস্যাঃ স্বরূপং যথা। স্বর্ণ-বস্ত্র-পরীধানা। পুষ্প-মাল্য-ধরা। নায়কমেলনার্থমেকাকিনী সঙ্কেত-স্থানোপবিষ্টা॥ ২॥ তৃতীয়া ধানশ্রীঃ। অস্যাঃ ষাড়ব-জাতিঃ। অস্যাঃ স্বরাবলিঃ। ষ, প, ধ, নি, ঋ, গ। গৃহঃ ষড়জ-স্বরঃ। হিমর্ত্তৌ দ্বিতীয়-প্রহর-দিবসে শেষ-বেলায়াং গান-সময়ঃ। রাগমালায়াং তস্যাঃ স্বরূপম্। বিয়োগিনী নারী। রক্ত-বস্ত্র-পরীধানা। বিয়োগজসন্তাপেন দুঃখিতা হৃতিকৃশা একাকিনী রোরুদ্যমানা। বকুলতরুতলোপবিষ্টা॥ ৩॥ চতুর্থী বসন্ত-রাগিণী॥ অস্যাঃ সম্পূর্ণা জাতিঃ। অস্যাঃ স্বরাবলিঃ। ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। অস্যাঃ গৃহং ষড়্‌জস্বরঃ। হিমর্ত্তৌ মধ্যাহ্নে বসন্তর্ত্তৌ দিবামাত্রে চ গান-সময়ঃ। রাগ-মালায়ামেতস্যাঃ স্বরূপম্, সুন্দর-পুরুষাকৃতিঃ। কস্যচিন্মতে শ্যামবর্ণা॥ রক্ত-বসনা। ময়ূরপুচ্ছ-শিখা। আম্র মুকুল-হস্তা। যৌবন-মদন-মত্তা। পুষ্পমাল্যগলদেশা। পুষ্পোদ্যানে সহনর্ত্তকী সুস্বর-গায়নীভিঃ

সুখেন রাগ-রঙ্গ-যুতা। বাম হস্ত-ধৃত-তাম্বুল-বীটিকা। স্ত্রীগণ-সহিত-হাস্য-কৌতুক-ক্রীড়া-নৃত্য-গীত-বাদ্যাসক্তা। রাগমালান্তরে, উক্তগুণযুক্তা-শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিসদৃশ-মূর্ত্তিলিখিতা ॥ ৪ ॥ পঞ্চমী, আশাবরী। অস্যা ঔড়ব-জাতিঃ। অস্যাঃ স্বরাবলিঃ। ধ, নি, ষ, ম, প। অস্যাঃ গৃহঃ ধৈবত-স্বরঃ। হিমর্ত্তৌ দ্বিতীয়-প্রহর-দিবসে-গান-সময়ঃ। রাগমালায়াং অস্যাঃ স্বরূপম্। শ্যামবর্ণা স্ত্রী। কোমলাঙ্গী। শ্বেত-সাটী-পরীধানা। কর্পূরানু-লেপনা ॥ হস্তপদয়োর্ব্বৃহৎ-সর্প-বেষ্টিতা কেশৈর্ব্বদ্ধচূড়া। জল-মধ্যস্থ-পর্ব্বত-গুহায়ামুপবিষ্টা। রাগমালান্তরে উক্তগুণযুক্তা বৃক্ষ-পত্র-বদ্ধ-কটি-দেশা নগ্না লিখিতা ॥ ৫ ॥ অস্য পুত্রা অষ্টৌ যথা। সিন্ধুঃ ১। মালবঃ ২। গৌড়ঃ অথবা গোণ্ডঃ ৩। অত্রৈব স্থানে কেচিৎ কল্যাণঃ, ইতি কেচিচ্চ হামীর ইতি পঠন্তি ॥ গুণ-সাগরঃ ৪। কুম্ভঃ ৫। গম্ভীরঃ ৬। শঙ্করঃ অথবা আগড়ঃ ৭। বিহাগরঃ ৮ ॥ * ॥ কল্লিনাথ-মতে। শ্রীরাগঃ প্রথমঃ রাগঃ। অস্য ভার্য্যাঃ ষট্ যথা ॥ গৌরী ১। গোলাহলী ২। ধরলী ৩। রুদ্রাণী ৪। মালকোশ অর্থাৎ কৌশিকী ৫। দৈবগান্ধারী ৬। তন্মতে পুত্রাঃ অষ্টৌ শ্রীহনুমন্মত-তুল্যাঃ কিন্তু গৌড়-শঙ্কর-বিহাগর-স্থানে কল্যাণ-আগড়া বিগড়া-লিখিতাঃ ॥ * ॥ সোমেশ্বর-মতেঽপি প্রথমরাগো ঽয়ং। অস্য রাগিণ্যঃ ষট্। যথা। মালবী অথবা মরবা ১। ত্রিবেণী অথবা তিরবণী ২। গৌরী ৩। কেদারা ৪। মধুমাধবী ৫। পাহাড়িকা কিম্বা পাহাড়ী ৬। অস্য পুত্রাঃ পূর্ব্বোক্ত-মত-দ্বয়-সমাঃ। এতন্মতেঽস্য রাগস্য রাগিণী-সহিতস্য শিশিরর্ত্তৌ গান-সময়ঃ ॥ * ॥ শ্রীভরত-মতে পঞ্চম-রাগোঽয়ং অস্য রাগিণ্যঃ পঞ্চ, যথা। সিন্ধুবী ১। কাফী ২। ঠুমরী ৩। পূর্ব্বদেশে বিস্তার ইতিখ্যাতা। বিচিত্রা ৪। শিরহটী অথবা সোরঠী ৫। তন্মতে অস্যাষ্টপুত্রাঃ যথা শ্রীরমণঃ ১। কোলাহলঃ ২। সারঙ্গঃ ৩। শঙ্করণঃ ৪। রাকেশ্বরঃ ৫। খটরাগঃ ৬। বড়হংসঃ ৭। দেশকারঃ ৮। এতেষাং ভার্য্যা যথা। বিয়া ১। ধাষ্যা ২। কুন্তা ৩। সুহনী ৪। শরদা ৫। ক্ষেমা ৬। শশরেখা ৭। সুরসতী ৮। ইতি নানাসঙ্গীতশাস্ত্রতঃ সংগৃহীতম্ ॥ শ্রীরাগস্তুসর্ব্বরাগমূলাশ্রয়ঃ ॥

অথ কৃষ্ণ-শব্দার্থ-বিবরণম্ কৃষ্ণ ইতি। কৃষ্ঙ বিলেখনে ১, আকর্ষণে ২, (আকর্ষণঞ্চ বিষয়ান্তরতো নয়নম্) ভ্বাদিঃ, পরস্মৈপদী সকর্ম্মকঃ

অনিট্‌। কৃষ+নক্‌=কৃষ্ণ পুং। শ্রীদেবকী-নন্দন-শ্রীযশোদানন্দন-রূপে পরব্রহ্মণি ১—"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃত্তি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যম্‌ পরম্‌ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে" ইতি পুরাণোক্তেঃ। সচ্চিদানন্দশরীর-বতি গোবিন্দে পরমেশ্বরে ২—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ-সর্ব্বকারণ-কারণম্‌"। ইতি শ্রীব্রহ্ম-সংহিতোক্তেঃ। কৃষ্ণ-শব্দস্যান্যদ্বিস্তৃত-বিবরণম্‌ শ্রীমদ্ভাগবত-বিশ্বপ্রকাশাদৌ ভূরিশো দ্রষ্টব্যম্‌। তথা, শ্রীহরিবংশাদৌ ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত-শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভপ্রভৃতিগ্রন্থেষু তত্ত্বনিরূপণ-পূর্ব্বকং স্বরূপনির্ণয়াদিবিবরণং সুধীভিঃ পর্য্যালোচ্য পরিদর্শনীয়ম্‌, এতদ্‌গ্রন্থবাহুল্যভয়ান্নোদ্ধৃতম্‌।

অথ সঙ্কীর্ত্তন-শব্দার্থ-বিবরণম্‌। সম্‌ শব্দঃ, অব্যয়ম্‌ উপসর্গঃ। প্রকর্ষ-শ্লেষ-নৈরন্তর্য্য-ঔচিত্যাভিমুখ্যেষু। ইতি মুগ্ধ-বোধটীকায়াং দুর্গাদাসঃ। সমিত্যুপসর্গপূর্ব্বক-কৃত ঞ ক সংশব্দে ইত্যস্মাচ্চুরাদ্যন্তরপদি সকর্ম্মক-সেট্‌-ধাতোরনট্‌-প্রত্যয়েন সিদ্ধঃ। কৃতধাতোঃ কীর্ত্তাদেশঃ সৌত্রঃ॥ কীর্ত্তধাতোর্ব্বা ভাববাচ্যে ল্যুট্‌ প্রত্যয়েনসিদ্ধঃ॥

চেতস্‌-শব্দের বাঙ্গালায় অর্থ। "সম্যকৃজ্ঞান" এই অর্থের প্রতীতি-কারক-চিতধাতুর উত্তরকরণবাচ্যে অসুন্‌ কিম্বা মতান্তরে অস প্রত্যয়দ্বারা চেতস্‌ এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা দ্বারা সম্যক্‌-অনুভব হয়, সেই অনুভূতির সাধনীভূত, দ্রব্য বা পদার্থকে চেতস্‌ বা অন্তঃকরণ কহা যায়। চেতস্‌ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। অমরসিংহস্বকৃতনামলিঙ্গানুশাসননামককোষে; চিত্তং, চেতস্‌, হৃদয়ং, স্বান্তঃ, হৃত্‌, মানসং এবং মনস্‌, এই কয়টি মনের পর্য্যায়-মধ্যে, নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ এই সকল শব্দেরই তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সম্যকৃজ্ঞান-সম্পাদনের একমাত্র-প্রধান-উপায়-স্বরূপ॥ "আমার চিত্ত, নলরাজাকে কামনা করিতেছে"। শ্রীহর্ষ-কবির নৈষধ-কাব্যে ইহা এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক-স্থলেই উল্লিখিত অর্থে বহুল প্রয়োগ আছে॥ "পূর্ব্বে শরীরটি গমন করে, পরে অব্যবস্থিত-ভাবে চিত্ত ধাবিত হয়।" ইহা শ্রীকালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলাতে প্রয়োগ আছে॥ "চিত্ত-বৃত্তি" চেতস্‌শব্দের অর্থ ইহা বেদ-নির্ঘণ্টুতে আছে॥ সাঙ্খ্য-মতে চিত্ত-বৃত্তির পৌরুষেয়-বোধকরাণপ্রযুক্ত তাদৃশ অর্থ হইল॥ উক্ত-ধাতুর পর কর্ত্তৃবাচ্যে অসুন্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন যে চেতস্‌-শব্দ

উহা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ, এই তিন লিঙ্গেই প্রয়োগ হয়। উহার অর্থ। জ্ঞান-কর্ত্তা ৩। ভাববাচ্যে অসুন্‌। অর্থ-চৈতন্য ৪। প্রজ্ঞা ৫॥ এই অর্থ-প্রতিপাদনে নপুংসকলিঙ্গ॥ "উহা সঙ্কল্পবিকল্পকাত্মক মনকে বুঝায়, উহার নিরোধ করিলেই অভয় হইয়া যায়।" "মনুষ্যের মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ"। "শ্রীকৃষ্ণের পদার-বিন্দ-যুগলে একবার আবিষ্ট-চিত্ত-ব্যক্তির পুনঃসংসার হয় না।" ইত্যাদি, শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণাদিতে বহুল প্রমাণ বচন আছে॥ "অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিই (মন)।" ইহা বেদান্ত-দর্শনের সম্মত। এবং সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনাদিতে উক্ত আছে যে, "সেই সমুদয়ের দ্বারা বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দুই প্রকার, অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তিকে মন এবং অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি কহা যায়।" সাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিমর্ষাত্মাকে মনোময়-কোষ কহা যায়", অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দময় এই পঞ্চ কোষে আবৃত হইয়া বিস্মরণেই সংসারে গতি হয় ইহাও ঐ বেদান্ত পঞ্চদশীতে উক্ত আছে। বেদান্ত-পরিভাষাকার শ্রীধর্ম্ম রাজাধ্বরীন্দ্রও নিজ-প্রণীত-গ্রন্থে বৃত্তি-শব্দের অর্থ-নিরূপণ করিয়াছেন যে, জলাশয়ের জল ছিদ্রাদি হইতে নির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালী (পয়নালা) দ্বারা আলবালের মধ্যগত-শস্যাদি ক্ষেত্রে গিয়া প্রবেশকরতঃ যেমন সেই ক্ষেত্রের অনুরূপ চতুষ্কোণ আদি আকার ধারণ করে, ঐ পরিণামকেই বৃত্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ষট্‌-প্রমাণবাদী-বেদান্ত পরিভাষাকার সর্ব্ব-প্রমাণের মূলীভূত প্রত্যক্ষপ্রমার করণকে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশের পর প্রত্যক্ষ-প্রমাকে চৈতন্যস্বরূপ ইহার স্থিরসিদ্ধান্ত-নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন যে, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ এই পদের প্রত্যক্ষ এই অর্থ॥ প্রত্যক্ষপ্রমাকে চৈতন্য বলিলে চৈতন্যের আদি নাই, সুতরাং চক্ষুঃ আদি, উহার করণ হইয়া প্রমাণ হইতে পারেনা—এই আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু চৈতন্য অনাদি হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণের যে বৃত্তি, উহা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষাদি দ্বারা জন্মায়, অতএব বৃত্তি-বিশিষ্ট চৈতন্যের আদি আছে বলা অসঙ্গত নহে। জ্ঞানাবচ্ছেদক-বৃত্তিকে জ্ঞান আরোপের স্বীকার, বেদান্ত-

বিবরণাচার্য্যও কহিয়াছেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিতে জ্ঞানের উপচার মানিলে, নিরবয়ব-অন্তঃকরণের পরিণামাত্মিকা বৃত্তিই অনস্তব হয়। এই আশঙ্কাও হইতে পারে না যে, অন্তঃকরণের আদি আছে, সুতরাং ইহা নিরবয়ব নহে, যেহেতু "মনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন" ইহা শ্রুতিপ্রমাণ-সমর্থিত। অন্তঃকরণের সাদিত্ব-প্রযুক্ত সাবয়ব-বৃত্তি-রূপ-জ্ঞান মনের ধর্ম্ম হইল। এবং "কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, ভয়, এই সমুদয়ই মন" এইশ্রুতি-প্রমাণদ্বারা সমর্থিত। ধী-শব্দ দ্বারা বৃত্তিরূপজ্ঞানের অভিধান হওয়া প্রযুক্তকামাদিও মনের ধর্ম্ম হইয়া থাকে। এবং কামাদি, অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম হইলে, আমি ইচ্ছা করিতেছি, আমি ভয় পাইতেছি, এবং আমি জানি, ইত্যাদি অনুভব, আত্মানুভবকে অবগাহন করিয়া কিরূপে জন্মাইতে পারে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, লৌহ-পিণ্ডে দাহ-করিবার শক্তির অভাব থাকিলেও দাহকারি বহ্নিতাদাত্ম্যের আরোপ-হেতুক সন্তপ্ত-লৌহ-পিণ্ড যেমন এই বস্ত্রকে ভস্ম করিতেছে ব্যবহার হয়, সেইরূপ সুখাদির আকারে পরিণামপ্রাপ্ত অন্তঃকরণের সহিত একতার অধ্যাস-হেতুক আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি ব্যবহার হয়। অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় মানিলে অতীন্দ্রিয়তা-প্রযুক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় কিরূপে হইতে পারে? এ আশঙ্কাও হইতে পারে না, যে হেতু অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার কোনও প্রমাণ নাই, যেহেতু "মনঃ-ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়গণ" শ্রীভগবদ্গীতায় এই বচনকেও প্রমাণ বলিতে পার না। অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারাও ষট্‌ত্ব-সঙ্খ্যা পূরণের বিরোধ হয় না। "যজমান-পঞ্চম পুরোহিতগণ ইড়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন" এই স্থলে যজমানদ্বারা-পুরোহিতগত-পঞ্চত্ব-সঙ্খ্যার পূরণ এবং "মহাভারত যাঁহাকে পঞ্চম সেই সকল বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছেন" ইত্যাদি-স্থলেও চারি-সঙ্খ্যক বেদের সহিত, যাহা বেদ নহে এইরূপ মহাভারত দ্বারা পঞ্চম সঙ্খ্যা-পূরণের প্রয়োগ আছে। এবং "ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন অর্থ, ও অর্থ হইতে ভিন্ন মন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মন যে ইন্দ্রিয় নহে উহা প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। অথচ ইন্দ্রিয়গত সঙ্খ্যার পূরণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হইবারও নিয়ম নাই। বিশেষতঃ মনকে ইন্দ্রিয় না বলিলে ইন্দ্রিয়াজন্যত্ব-হেতুক সুখাদি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই

আশঙ্কাও অসঙ্গত ও অতি অযৌক্তিক, যেহেতু ইন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞান-মাত্রই সাক্ষাত্ প্রত্যক্ষ বলিলে, অনুমিত্যাদিরও মনো-জন্যতা-নিবন্ধন সাক্ষাত্ প্রত্যক্ষ প্রতিপাদিত হইয়া যায় এবং অজন্য-ঈশ্বর-জ্ঞানের সাক্ষাত্-প্রত্যক্ষতাপাদন ঘটিয়া যায়। সুতরাং এই সকল পরিহার পূর্ব্বক বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-পক্ষে প্রত্যক্ষের প্রযোজক কি? ইহাই নির্ণয় করিতেছি, জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের ও বিষয়গত প্রত্যক্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রযোজক, তন্মধ্যে জ্ঞান প্রত্যক্ষের সম্বন্ধে প্রমাণ-চৈতন্যের বিষয়-গত-চৈতন্যের অভেদই প্রযোজক॥ ঘটাদিগত-চৈতন্য বিষয়-চৈতন্য। অন্তঃকরণ-বৃত্তি-গত-চৈতন্য প্রমাণ-চৈতন্য। এবং অন্তঃকরণোপগত-চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য। এই ত্রিবিধ চৈতন্য। যেমন জলাশয়ের জল ছিদ্রদ্বারা নির্গত হইয়া পয়ঃ-প্রণালী অবলম্বনে কেদারে প্রবেশ করতঃ কেদারসদৃশ চতুষ্কোণাদি আকারে পরিণত হয়, সেই প্রকার তৈজস অন্তঃকরণও চক্ষুরাদি দ্বারা ঘটাদি-বিষয়-স্থলে যাইয়া ঘটাদি-বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। সেই পরিণামকেই বৃত্তি কহা যায়। অনু-মিতি-প্রভৃতি স্থলে, বহ্নি-আদি চক্ষুরাদির সন্নিকর্ষাভাবে বহ্নি প্রভৃ-তিতে অন্তঃকরণের গতি হয় না। এই ঘট ইত্যাদি-প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাদি এবং তদাকার-বৃত্তিরও, বাহিরে একদেশে সমবস্থান-জন্য সেই উভয়-চৈতন্যই অভিন্ন। বিভাজক অন্তঃকরণের বৃত্তি, এবং ঘটাদি-বিষয়ের একদেশ-স্থিতি-নিবন্ধন অভেদ হয়। যেমন মঠ-মধ্যবর্ত্তী যে ঘট উহার মধ্যস্থিত যে ঘটাকাশ, সে মঠাকাশ হইতে ভিন্ন নহে। তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান ঘট, এই প্রত্যক্ষ-স্থলে ঘটাকার-বৃত্তির ঘট-সংযোগ প্রযুক্ত ঘট-বিষয়গত-চৈতন্য হইতে তদ্বৃত্তি-বিশিষ্ট-চৈতন্যের অভিন্নতা নিব-ন্ধন ঘটজ্ঞান ঘটাংশে প্রত্যক্ষ হয়। সুখাদিবিষয়গত-চৈতন্যের এবং তদ্বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্যের উক্ত নিয়মপ্রযুক্ত একদেশস্থিত উপাধিদ্বয়বিশিষ্ট-ত্বাদি নিয়ম দ্বারা আমি সুখী ইত্যাদি জ্ঞানে সুখাদি প্রত্যক্ষ হয়"। এই সকল যুক্তিতে নৈয়ায়িকাদি-বাদীর মত খণ্ডনের পর, অহঙ্কারের ব্যাখ্যানে অহমাকার অন্তঃকরণের বৃত্তি,শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই মত অবলম্বন করিয়া প্রাতিভাসিক রজতস্থলে রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি সাম্প্রদায়িকেরা অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা উল্লিখিত

হইয়াছে ॥ পরে তদ্রূপ, কেবল সাক্ষি-বেদ্য অন্তঃকরণ এবং তদ্ধর্ম্মাদেতে বৃত্তিদ্বারা উপস্থিত বলিয়া ঐ লক্ষণে সত্তা-নিবন্ধন অব্যাপ্তি হইল না ॥ সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব, এবং স্মরণ ভেদে সেই বৃত্তি চারি ভাগে বিভক্ত। এই সমুদয় বৃত্তির ভেদে এক অন্তঃকরণের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত ইত্যাদি সংজ্ঞা হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত এই সমুদয়ই অন্তঃকরণ, যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব এবং স্মরণ এই চারিটি তাহাদিগের বিষয় ॥ সবিকল্পক নির্ব্বিকল্পক ভেদেই সেই প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ! তাহাতে সবিকল্পক বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান। যেমন ঘট আমি জানি ইত্যাদিজ্ঞান। নির্ব্বিকল্পক সংসর্গানবগাহিজ্ঞান। যেমন সেই এই দেবদত্ত, সেই তুমি হও ইত্যাদি বাক্য জন্য প্রত্যাভিজ্ঞান। উক্ত প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়-জন্য এবং তদজন্য। সে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অজন্য সুখাদি প্রত্যক্ষ। যেহেতু মনকে ইন্দ্রিয় বলাব বিষয় খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ইন্দ্রিয় ৫ পাঁচটি বা ঘ্রাণ, রসন, চক্ষুঃ, ত্বক্ এবং শ্রোত্র। সকল ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। তন্মধ্যে ঘ্রাণ, রসন এবং ত্বগিন্দ্রিয় নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই গন্ধ রস ও স্পর্শ জন্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, চক্ষুঃ আর শ্রোত্র নিজেই বিষয়স্থানে যাইয়া নিজ নিজ বিষয়কে গ্রহণ করে, শ্রোত্রেরও, চক্ষুরাদির মত পরিচ্ছিন্নতা বলিয়া ভেরী প্রভৃতির স্থানে গমন সম্ভব হেতুক ভেরীর শব্দ আমি শুনিয়াছি এই অনুভব হয়। বীচীতরঙ্গন্যায়ে কর্ণরন্ধ্রগত আকাশ প্রদেশে অনন্ত-শব্দের উৎপত্তি-কল্পনায় মহানুগৌরব এবং আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি, এই প্রত্যক্ষজ্ঞানও ভ্রম-কল্পনা আদিতে দূষিত হইতে পারে ॥

"সেই যে সুনির্ম্মল স্বান্তঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ শ্রীভগবানের আস্পদ-স্বরূপ যাহার মহদাত্মক বাসুদেব সংজ্ঞা, সেই চিত্তের সুনির্ম্মলতা অবিকারিতা এবং শান্ততা প্রভৃতি প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যেমন জলের নির্ম্মলত্বাদি স্বাভাবিকী পরা প্রকৃতি"। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ইহার শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃত অর্থ "অধিভূত স্বরূপে তাহারই মহান্ এই নাম, অধ্যাত্মরূপে চিত্ত অধিদেবরূপে বাসুদেব এবং তাহার অধিষ্ঠাতাই ক্ষেত্রজ্ঞ"। বৈশেষিক, ও ন্যায়দর্শনের মতে

আত্মাপরিচ্ছেদ-কার "নিজগ্রন্থে মনকে দ্রব্য-নির্দ্ধারণ করতঃ দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত নবম-দ্রব্য-স্থলে অবশেষে বিন্যাস করিয়াছেন।

"অন্তঃকরণশব্দের" অভিধেয় অর্থ এই যে, অন্তর্গত অর্থাৎ মধ্যস্থিত যে করণ,সাধন উপায় ইন্দ্রিয়। এই কর্ম্মধারয়-সমাসে, শরীরের অভ্যন্তরীণ আত্মবৃত্তি-সুখাদি-বিষয়ক-সাক্ষাৎকারের করণ অর্থাৎ অনুভবের সাধন" এইপ্রকার অর্থের প্রতীতি, ষষ্ঠীতৎ পুরুষ-সমাসেও হইতে পারে। জ্ঞান এবং সুখাদি সাক্ষাৎকারের সাধনীভূত বুদ্ধি, এবং চিত্ত প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্য, আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়-বিশেষকে, (পৌরাণিক-মতে) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষকে, মন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

৲ মনস্ ১, বুদ্ধি ২, অহংকার ৩, এবং চিত্ত ৪ এই চারিটিই অন্তঃকরণ (অন্তরিন্দ্রিয়) শব্দ-বাচ্য। সংশয় ১, নিশ্চয় ২, গর্ব্ব ৩, এবং স্মরণ ৪ এই চারিটি উহাদের বিষয়, এবং কার্য্যও সকলেরই বিভিন্ন॥ কোনও কোনও বৈদান্তিকদিগের মতে, উল্লিখিত ঐ অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় বলিয়াই পরিগণিত হয় না। শ্রীধর্ম্ম-রাজাধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্ত-পরিভাষা-প্রভৃতি অন্যান্য বেদান্তদর্শনগ্রন্থে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, "যত্‌কালে উহার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক-কার্য্য তখন মনস্ সংজ্ঞা হয়। নিঃসংশয় বা নিশ্চিত ভাবে থাকিলে বুদ্ধি, অনুসন্ধানাবস্থা হইলে চিত্ত এবং আত্ম-বৃত্তি-কার্য্য-দ্বারা অহঙ্কার করিলেই অহঙ্কার সংজ্ঞা হয়॥ শ্রীশারদাতিলকেও অন্তঃকরণকে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং চিত্ত নামে কথিত হইয়াছে এবং সুখাদি-জ্ঞানের প্রত্যক্ষকরা-নিবন্ধন তাহার অন্তঃকরণ-সংজ্ঞা হয়। তাহার সাধক ব্যাপ্তি-গ্রহও দৃষ্টান্তের সহিত অনুমানের রীতি এই,যেমন রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি উহার করণ হয়, সেইমত প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান ও সুখাদি, উহার প্রত্যক্ষীকরণে, স্বগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকও অপেক্ষা করে, রূপাদি না থাকায় চক্ষুঃ আদি, করণ হইতে পারে না। এই প্রণালীতে অন্তঃকরণের সিদ্ধি হয়, বলিয়া নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকেরা মনকে অন্তঃকরণ অর্থাত্ আভ্যন্তরীণ-ইন্দ্রিয়-স্বীকার-পূর্ব্বক মনকে সুখজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভবের সাধনীভূত উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। "সুখাদির সাক্ষাত্কারবিষয়ে অর্থাৎ সুখাদিপ্রত্যক্ষ-অনুভব করা

বিষয়ে যে সাধক হয়, তাহাই মন বলিয়া উক্ত"। "ইহা ভাষাপরিচ্ছেদে এবং উহার টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ পৌরাণিক ও সাংখ্যাদি-দার্শনিকেরা, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং ঐ অহঙ্কারাত্মক অন্তঃকরণকে মহত্তত্বের পর্য্যায়ান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত-দ্রব্যের সিদ্ধি বলিয়া "সেই জন্য অন্তঃকরণের" এই সাংখ্য-সূত্রে অন্তঃ-করণের সিদ্ধি কথিত হইয়াছে। তাহার ভাষ্য-প্রবচনে অনুমানের এইরূপ প্রয়োগাদি প্রদর্শিত হইয়াছে, যে পদার্থের উপাদান নাই, উহা দ্রব্য হইতে পারেনা, যেমন পুরুষাদি। এইরূপ নিশ্চয়কার্য্য-দ্রব্যত্ব-হেতুক অহঙ্কার-দ্রব্য, নিশ্চয়-বৃত্তি-যুক্ত-দ্রব্যই উহার উপাদান কারণ হয়। তাহাতেও এই তর্ক সর্ব্বত্র 'এই আমি' 'আমার ইহা কর্ত্তব্য' ইত্যাদিরূপে পূর্ব্বে পদার্থকে স্বরূপেতে নিশ্চয় করিয়া পরে অপর-জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে, ইহা প্রায় প্রসিদ্ধই আছে। কারণের বৃত্তি-লাভ-দ্বারা কার্য্য-বৃত্তি-লাভের স্বাভাবিকতা বশতঃ সেই অহঙ্কার-দ্রব্যের কারণের আকাঙ্ক্ষায় কার্য্য-কারণ ভাবে তদাশ্রয়-বৃত্তিদ্বয়ের লাঘব-হেতুক ঐ পদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে। যদিও অন্তঃকরণ এক, তথাপি যোগের উপযোগী শ্রুতি, স্মৃতি, এবং পরিভাষা অনুসারে বাঁশের গাইটের তুল্য অবান্তর-ভেদ আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণ-ত্রয়ে উপক্রম এবং কার্য্যকারণ ভাবও কথিত হইয়াছে। শ্রীযোগবাশিষ্ঠেও উক্ত আছে "এই—যে অহং অর্থের উদয়, সেটিই বেদনাত্মক-চিত্তাত্মা, হে মহামতি! ইহাই চিত্ত-তরুর বীজ, প্রথম-প্রাদুর্ভূত, অহংতত্ত্ব হইতেই নিশ্চয়াত্মা ও নিরাকার অভিনবাকৃতি যে প্রকাশিত অঙ্কুর উহাই বুদ্ধি। ঐ বুদ্ধি সংজ্ঞক-অঙ্কুরের যে সঙ্কল্প-বিকল্প-রূপিণী প্রকৃষ্ট স্থূল অবস্থা, তাহারই চিত্ত, চেতস্ এবং মন এই সকল নাম। "অহং এই শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ-সামান্য। এই বাক্যে বীজাঙ্কুরের তুল্য এক অন্তঃ-করণ-বৃক্ষেরই বৃত্তিরূপে চিত্তাদি-অবস্থাভেদে ক্রমান্বয়ে ত্রিবিধ পরিণাম হয়। "সাংখ্য-শাস্ত্রেও চিন্তনা-বৃত্তিক-চিত্তের বুদ্ধিতেই অন্তর্ভাব এবং এই বাক্যে অহঙ্কারেরও বুদ্ধিতে অন্তর্ভাব হইয়াছে।" সাংখ্যকারিকাতেও ও "অন্তঃকরণ ত্রিবিধ, বাহ্যেন্দ্রিয় দশটি তিন প্রকার বিষয় নামক"

এই ত্রৈবিধ্য বলিয়া "সেই অন্তঃকরণিকা বুদ্ধি যে জন্য সকল বিষয়কে অবগাহন করে, অতএব ত্রিবিধ, দ্বার অর্থাৎ শেষ যাহা আছে। সেই তিনের ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট আছে। এই প্রকারে পুরুষের সন্নিধানে থাকাতেই অধিষ্ঠাতৃত্ব গৌণ, অন্তঃকরণই মুখ্য অধিষ্ঠাতা, তাহা উক্ত আছে, অন্তঃকরণের পুরুষ-সান্নিধ্যে উজ্জ্বলতা-নিবন্ধন, অগ্নিযুক্ত লৌহপিণ্ডের তুল্য অধিষ্ঠাতৃত্ব" এই সাংখ্য-সূত্র। সাংখ্য-পাতঞ্জল-দর্শনাদিতে এবং সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ও যোগভাষ্যেতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়া লইবে॥ ইহার অতিশয় বিস্তৃত বিবরণ। গ্রন্থের বাহুল্য বোধে উদ্ধৃত হইল না তত্তৎ গ্রন্থের উক্ত স্থলে দেখিয়া লইবে॥

অথ দর্পণ-শব্দের অর্থ। দৃপ ধাতু সন্দীপনার্থক চুরাদিগণীয়, ঐ দৃপ-ধাতু হইতে অনট্-প্রত্যয়-দ্বারা দর্পণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উহা পুং ও ক্লীং। অর্থ, প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ দেখিবার আধার (আয়্না, আর্শি)। তত্পর্য্যায় মুকুর ২, আদর্শ ৩। ইহা অমরসিংহ বলেন। আত্ম-দর্শ ৪, নন্দর ৫, দর্শন ৬, প্রতিবিম্বাত ৭। ইহা শব্দ-রত্নাবলীতে আছে। কর্ক ৮, কর্কর ৯, ইহা জটাধর বলেন। উহার গুণ, আয়ুঃ এবং শ্রী-বৃদ্ধিকারক, অথচ পাপনাশক। ইহা রাজবল্লভ বলেন। দৃপশ্ ধাবনে ইহা কবিকল্পদ্রুমে উক্ত আছে॥ দৃপ-ধাতু (তুদাদি) ধাবনার্থে পরস্মৈপদী সকর্ম্মক এবং প্রয়োগে যথাবিহিত স্থলে ইম্-যুক্ত হয়॥ হর্ষ ও গর্ব্ব অর্থে দিবাদি অকর্ম্মক সেট্। "গর্ব্বিত বা হৃষ্ট দানবগণের ভয়ে পরিতপ্ত-দেবগণের দুর্ব্বার-দুঃখের নাশক"। ইহা শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীজয়দেব গোস্বামী লিখিয়াছেন। এই দৃপধাতুর সন্দীপন অর্থ-দর্শন-হেতুক নপুংসক মাত্রলিঙ্গে চক্ষুঃ, এই অর্থ, জটাধর বলেন। অহঙ্কারের পর্য্যায়ে উক্ত, গর্ব্ব ২, অহঙ্কার ৩, অবলিপ্ততা ৪, অভিমান ৫, মমতা ৬, মান ৭, চিত্তোন্নতি ৮, স্মর ৯। ইহা হেমচন্দ্র বলেন॥ "দর্প অর্থ—উৎসাহ। "উৎসাহ-তেজো-বিহীন জনকে বিশেষপ্রকারে ত্যাগ করে"। কিরাতা, র্জ্জুনীয়-টীকাকার (শ্রীমল্লিনাথ) দর্প-শব্দের উত্সাহ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ অহঙ্কার মোহকারক (ত্রিলিঙ্গ) ইহা কেহ বলেন। পর্ব্বত এবং ময়বিশের, যথা—ঔর্ব্ব বলিয়াছেন, হে মহারাজ! তাহার পূর্ব্বে দর্পণ-নামক-পর্ব্বত। শ্রীকুবেরের ধনপালদিগের সহিত যে স্থানে

সর্ব্বদা বাস করেন, এবং যাহার মধ্যভাগে রোহিতের আকৃতি রোহিণ আছে॥ লৌহপ্রভৃতি যাহাতে স্পৃষ্ট হইলে তত্ক্ষণেই সুবর্ণ হইয়া যায়। এবং যাহার অনতিদূরে দর্পণ নামক নদ প্রবাহিত হইতেছে। হিমালয়-প্রভব সেই নদ শ্রীব্রহ্ম-পুত্রের সমতুল্য ফলপ্রদান করে। শ্রীহরি সকলদেবগণের সহিত সমস্ততীর্থের জলদ্বারা সেই পুত্র লৌহিত্যকে (ব্রহ্মপুত্রকে) স্নান করাইয়াছিলেন। তাঁহার স্নান-জলে সমুত্পন্ন এবং পাপ-দর্পের নাশক, অতএব পূর্ব্বকালে দেবতাগণ ইহার দর্পণ নাম দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপত্ তিথিতে সেই শ্রেষ্ঠ-নদে স্নান করিয়া শ্রীকুবেরের পূজা করে সে ইহলোকে শত শত বিভূতি-(ঐশ্বর্য্য)-যুক্ত হইয়া পরকালে ব্রহ্ম-সমীপে গমন করে, ইহা শ্রীকালিপুরাণীয় একাশীতিতম অধ্যায়ে আছে। দৃপ+ঘঞ্ ভাবে বা কর্তৃবাচ্যে অচ্=দর্প। অহঙ্কারে ১, বরাবধীরণা হেতুক গুরু এবং রাজাপ্রভৃতির অতিক্রামক চিত্ত-বৃত্তিবিশেষ ২, উচ্ছৃঙ্খলতা ৩। ইহা নীলকণ্ঠ। কস্তূরী ৪। ইহা মেদিনী। উষ্মা ৫। ইহা ত্রিকাণ্ডশেষ। গর্ব্ব ৬। ইহা কবিকল্পদ্রুমে উক্ত। অহঙ্কার সকল-পাপের বীজ ও অমঙ্গলজনক। ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে গর্ব্ব-পর্য্যন্তই সকলের উন্নতির শেষ। হে পরাত্পরে! ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে যার যার দর্প হয়, উহার সকল বিষয় জানিয়া সর্ব্বাত্মা আমিই তাহাদিগকে শাসন করি। হে প্রিয়ে ক্ষুদ্র বা মহতের মধ্যে যার যখন গর্ব্ব হয়, আমি এবম্বিধ তাহাদিগের সেই গর্ব্ব চূর্ণীভূত করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, যম, শাম্ব, চন্দ্র সূর্য্য, গরুড়, অগ্নি, বৃহস্পতি, দুর্ব্বাসা, ভক্ত-দৌবারিক জয় ও বিজয়, সুরগণ, অসুরগণ, তুমি, কাম, ইন্দ্র, লক্ষণ, অর্জ্জুন, বাণ, ভৃগু, সুমেরু, সমুদ্র, বায়ু, বরুণ, সরস্বতী, দুর্গা, পদ্মা, ভূমি, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনসা, এমন কি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী প্রাণ হইতেও প্রিয়া-দেবীপ্রাণাধিকা-শ্রীরাধারও দর্পভঙ্গ প্রভু করিয়াছেন, অন্যের আবার কথা কি? তিনি সকলের দর্পভঙ্গ করিয়া পুনরায় প্রসন্নতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে কথিত আছে॥ সেই দর্পকে (অহঙ্কারকে) যে পাওয়ায়, উহাই দর্পণশব্দের বাচ্য। গর্ব্ব ও অহঙ্কারের উপাদানহেতু

এবং নিমিত্তকারণের স্বরূপ যে, ভাব ক্রিয়া ও আচরণ প্রভৃতি অন্তঃকরণের সেই সকল অবস্থাকেই চিত্তদর্পণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়॥

মার্জ্জন-শব্দের অর্থবিবরণ। মৃজ-ধাতুর শোধন ও ভূষণ অর্থে বিকল্পে চুরাদি হয়, পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদীও হয়॥ এবং মৃজ ধাতু অদাদি ও হয়, ইহা সকর্ম্মক এবং যথাযথ প্রয়োগস্থলে ইম্‌প্রত্যয় হয়। এই মৃজ বা মার্জ্জধাতু+ল্যেট্ বা য্যু প্রত্যয়ে মার্জ্জনশব্দ নপুংসকলিঙ্গ। পুঁছিয়া ফেলা বা যে কোনও উপায়ে নির্ম্মল করা। উহা স্ত্রীলিঙ্গে মুরজ ধ্বনি ও মৃদঙ্গ-শব্দ অর্থ প্রতীতি করে॥ ইহা হেমচন্দ্রের অভিধানে ব্যাখ্যাত। মার্জ্জ-ধাতু মার্জ্জনে সকর্ম্মক, ধ্বনিতে অকর্ম্মক, চুরাদি উভয়পদী। যথাবিহিত-প্রয়োগস্থলে ইম্ প্রত্যয়-যুক্ত হয়। যেমন মার্জ্জিতপ্রভৃতিশব্দ নিষ্পন্ন হয়। করণবাচ্যে অনট-প্রত্যয়-দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন হইলে সম্মার্জ্জনী শব্দ, ঝাড়ু অর্থে প্রয়োগ হয়॥

"চেতো দর্পণ" ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীজগন্মোহন কৃত-বৈষ্ণব প্রিয়া নামী-টীকার বঙ্গানুবাদ—"হে রাজন! বিষয় হইতে নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) পাইতে এবং সর্ব্বতোভাবে ভয়-রহিত (অকুতোভয়) হইতে ইচ্ছা করিলে যোগীদিগেরও শ্রীহরিনামের অনুকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ও উচিত ইহা নির্ণীত হইয়াছে"। "সঙ্কীর্ত্তনরূপ-যজ্ঞদ্বারা সুমেধাগণ যাগ করিয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয়প্রমাণ-সমূহে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকল অনর্থের নাশ, সকল-মঙ্গলের উদয় এবং শ্রীকৃষ্ণভজনে পরম উল্লাস (আনন্দ) বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আহ্লাদ সহকারে নিজেই তাহা বলিয়াছেন, "চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনমিত্যাদি" শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন সবিশেষ সর্ব্ব-তোভাবে সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তাইয়া আছেন। শ্রীভগবানের নাম-লীলা এবং গুণ আদির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের নাম কীর্ত্তন। ঐ কীর্ত্তনদ্বারা চিত্ত-রূপ-দর্পণের আশির মার্জ্জন হয়, যদিও স্বভাবতই চিত্ত পবিত্র অর্থাৎ মলরহিত হয় বটে, কিন্তু তথাপি কাম-লোভ-ক্রোধ ও দ্বেষ আদির সংযোগে মালিন্য ঘটিয়া থাকে। তাহাহইতে শুদ্ধীকরণ নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন॥ ভবে অর্থাৎ এই জন্মে কিম্বা এই সংসারে, কিম্বা ভব অর্থাৎ ইহজন্মাবচ্ছিন্নে সংসারস্বরূপ যে তাপত্রয়-রূপী মহাদাবানল (আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক ত্রিতাপ)

তাঁহার নিঃশেষভাবে নির্ব্বাণ অর্থাৎ উৎপাটন যাহা হইতে নিষ্পাদিত হয়। মঙ্গলরূপশ্রেয়কুমুদকুসুমের জ্যোৎস্নাবন-প্রকাশক অর্থাৎ সর্ব্ব মঙ্গলের অভ্যুত্থান-কারক। সাংখ্য ১, যোগ ২, বৈরাগ্য ৩, তপস্যা ৪, এবং শ্রীকেশবে ভক্তি ৫, এই পঞ্চপর্ব্ব-বিদ্যা দ্বারা, বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীহরিভজনে প্রবেশ করিতে পারেন। সেই বিদ্যারূপিণী-বধূর জীবনের উপায়। আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধন-কারী অর্থাৎ প্রেমভক্তি-সমুদ্রের তরঙ্গ-উত্থান-কারক॥ পদে পদে প্রতিক্ষণে, কিম্বা, শ্রীহরি শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি প্রত্যেক পদের, উচ্চারণমাত্রেই পূর্ণামৃত, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অতি-পরম-আনন্দের অনুভব-কারক॥ মন-আদি সকল আত্মার বা স্থাবর-জঙ্গম-আদি সকলের আত্মার তৃপ্তিকর॥ স্থাবর-বৃক্ষ-আদি উচ্চারণ করিতে না পারিলেও প্রতিধ্বনি-প্রভাবেই তাহাদিগের জন্ম সফল হয়॥ সুপ্রসিদ্ধ-আনন্দ চন্দ্রিকা-নাম্নী-টিপ্পনীতেও প্রায় এই ভাবেই ব্যাখ্যান থাকা বিধায় পৃথক অনুবাদ করিয়া দেয়া হইল না॥

আমাদের ব্যাখ্যার বিবরণে—সর্ব্বাদৌ প্রথমতঃ কলি-জীবের সর্ব্ব-সাধন-সার-বোধে ইতিকর্ত্তব্যতায় নির্দ্ধারিত অনন্য-বৃত্তিভাবে শ্রীমদ্ভগবানের নামের সঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য-সহ যাহা শাস্ত্রপ্রমাণে সুব্যক্তমতে প্রচারিত আছে, উহার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া অবতরণিকা করা গেল॥ "হে রাজন্! দোষ-নিধি-কলির একটি মহাগুণ আছে যে, কলিকালে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সকল-স্বার্থ লাভ হয়।" "সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যাজন করিলে এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা (সেবা) করিলে যে ফলের লাভ হইত, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সেই মহৎফলের লাভ হয়॥" "হে দ্বিজোত্তম! শ্রীহরি-কীর্ত্তন-ভিন্ন প্রাণী-গণের পক্ষে সর্ব্ব-পাপের প্রকৃষ্টভাবে শান্তিকারক আর কিছুই দেখিতেছি না॥" "কলিকাল-কৃত-পাপরাশির শান্তির জন্য কেবল শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্ত্তনই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে॥" "মহাপাতক-যুক্ত ব্যক্তি অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়াও নিরন্তর শ্রীহরি-কীর্ত্তন করাতেই, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া, পংক্তিপবিত্রকারী হইয়া যায়॥" "হে পার্থ! ব্যাধিজাতগণ অন্য-ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে উপ-শমিত হয় না, শ্রীহরিনামরূপ-ঔষধি-পান করিলে নিঃসংশয়রূপে ব্যাধি

উন্মূলন করা উচিত ॥" "যাহার স্মরণ বা নামকীর্ত্তন করিলে, আধি ব্যাধি সমুদয়ই তৎক্ষণাৎ বিশেষপ্রকারে নাশ পায়, সেই শ্রীঅনন্ত-দেবকে আমি নমস্কার করি ॥" "শ্রীহরি-নামের অনুকীর্ত্তনে সকল রোগের উপশম, সকল-উপদ্রবের নাশ এবং সর্ব্ব-প্রকার অরিষ্টের শান্তি করিয়া দেয় ॥" "শ্রীহরি-নামের অনুকীর্ত্তন, সকল-পাপের প্রশমন, সকল উপদ্রবের নাশ এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখের ক্ষয় করিয়া দেয় ॥" "হে ভগবন্! মন্ত্র, তন্ত্র, দেশ, কাল এবং উপযুক্ত বস্তু আয়োজিত হইলেও অনুষ্ঠিত সর্ব্বকার্য্যেই যে ছিদ্র থাকে, উহা তোমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সমুদয়ই নিশ্ছিদ্র হইয়া যায় ॥" "যাহার অধিকারে শ্রীহরি-নামের সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারাই সকল স্বার্থের উপলব্ধি হয়, সারভুক্ গুণগ্রাহী আর্য্যগণ সেই কলিকালকেও প্রশংসা করিয়াছেন ॥" "শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশন, পশ্চাদুপবেশন, এবং বাক্যালাপন, আদি করতঃ যাহারা সতত শ্রীহরির নাম বলেন, নিত্য তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার ॥" "হে নৃপ! বিষয় হইতে নির্ব্বেদ পাইবার ও অকুতোভয় (সর্ব্বথা নির্ভয়) হইবার জন্য অভিলাষী যোগি-গণেরও পক্ষে শ্রীহরি-নামের অনুকীর্ত্তনই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ॥" "সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা সুমেধোগণ যাগ করিয়া থাকেন ॥" "পরমমঙ্গলকরচক্রপাণি শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম যাহা লোকে গীত হইয়াছে বা থাকে, তাহা শ্রবণ ও তদর্থক (শ্রীহরি-গোবিন্দ ইত্যাদি) নাম সমুদয় গান করতঃ সঙ্গরহিত এবং নির্লজ্জ হইয়া বিচরণ করিবেক ॥" "এইরূপ ব্রত ধারণ করতঃ নিজের প্রিয় শ্রীহরি, গোবিন্দ, কৃষ্ণ ইত্যাদি নামকীর্ত্তন বা শ্রীভগবানের প্রিয়-নাম মধ্যে যে কোন নাম কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে জাতানুরাগ-ব্যক্তি, দ্রবীভূত-চিত্ত হওতঃ উন্মাদের মত নির্লজ্জ হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য রোদন চীৎকার ও গান করিয়া অলৌকিকত্ব পায় ॥" "কলিকালে কেবল শ্রীকেশবের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই সদ্গতি পাইবে ॥" ইত্যাদি শ্রীশুক-প্রোক্ত-শ্রীপরম-হংস-সংহিতা-শ্রীমদ্ভাগবতীয়-প্রমাণবচন এবং শ্রীপদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে শ্রীযম-ব্রহ্ম-সম্বাদেও আছে যে, "যে সকল মনুষ্য শ্রীভগবৎকীর্ত্তনকে অবহেলা করিয়া যায়, উহারা সেই পাপকর্ম্মপ্রভাবে ঘোর নরকে

পড়িয়া যায়॥" ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রমাণ বচন আছে॥ শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা।—হে বিষ্ণো! এই মহামহিমান্বিত তোমার নাম জানিয়াই প্রাপ্তনির্ব্বেদ আমরা সুমতিকে ভজনা করিব, অর্থাৎ হে ভগবন্ বিষ্ণো! তোমার নাম জানিলেই জীবের সুমতি হইবে॥ ২৭৪॥ ও তৎসৎ এই বাক্যের ওঁ পদটি, দেববিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, যশোবিস্তারবিষয়ে বিস্তরতঃ প্রয়োগ কর, এই বিষ্ণুর যজ্ঞীয় নামগুলি গ্রহণ করিলে দৃশ্যমান জগতে তাহা কীর্ত্তন করতঃ আসন্ন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মঙ্গলের পাত্র হইবে॥ ২৭৫॥ যথাবত্-জ্ঞান-সম্পন্ন-স্তোত্র-পাঠকারীগণ জগত্ বিস্তারের জন্য যে সত্য-স্বরূপ-বিষ্ণুর গর্ভকে (অর্থাৎ বিষ্ণুর চিদাভাস-সম্পন্ন মায়াকে) বিস্তার করিয়াই সমস্ত পূর্ণ করিয়াছেন, হে বিষ্ণো! এই মহিমান্বিত তোমার নাম জানিয়াই নির্ব্বিঘ্ন (অর্থাৎ বিরাগী) হইয়া আমরা সুমতিকে ভজনা করিব, অর্থাৎ হে ভগবন্ বিষ্ণো! তোমার নাম জানিলেই জীবের সুমতি হয় সুতরাং নামই সফল সুমতির উপাদান কারণ॥২৭৬॥ ইত্যাদি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে॥ ঐ প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনাম, চিন্তামণি এবং রস-বিগ্রহ; অতএব নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রযুক্ত ঐ নামচিন্তামণিই পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত॥২৭৭॥ "হে রাজন্! বিষয়-বাসনামুক্ত হইয়া নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) পাইয়া ও অকুতোভয়ে (সর্ব্বথা নির্ভয়ে) থাকিতে ইচ্ছা করিলে যোগীগণের পক্ষেও শ্রীহরিনামের অনুকীর্ত্তনই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে॥" "সুমেধাগণই সঙ্কীর্ত্তনরূপ-যজ্ঞদ্বারা যাগ করিয়া থাকেন॥" ইত্যাদিপুরাণ-আগম-তন্ত্র-শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় প্রমাণ-বচনের আলোচনায় শ্রীহরির নামের সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই, সকল অনর্থের নিবারণ, সকল-মঙ্গলের অভ্যুদয়, পরম-উল্লাস ও পরিণামে প্রেমানন্দপ্রাপ্তি নিজে অনুভববশতঃ স্বয়ং নিশ্চিতভাবে ইহাই জীবদিগকে প্রদর্শন করাইয়া কলিযুগ-পাবন-প্রকাশ পতিত-পাবন-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীরামানন্দরায় প্রভৃতির প্রতি, অতিপরমপ্রীতিপ্রফুল্লিত-চিত্তে পরমানন্দ সহকারে উপদেশ করতঃ বলিয়াছেন,—চেতোদর্পন ইত্যাদি (৮টি শ্লোক) উপদেশ বাক্য শ্রীপদ্যাবলী গ্রন্থে নাম-মাহাত্ম্য-প্রকরণে ২২

দ্বাবিংশতিতম অঙ্কে—এই শ্রীমহাপ্রভু-কৃত-শ্লোক এবং উহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ২০ বিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে॥

শ্রী অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি সহকারে। শ্রী-শব্দের অর্থ, যথা, শ্রিঞ সেবনে, স্বাদী উভয়-পদী সকর্ম্মক-সেট্, এই শ্রি ধাতু কিপ্-প্রত্যয় দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে শ্রীশব্দ সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থ—লক্ষ্মী ১, লবঙ্গ ২, ইহা অমর বলেন। কেশ রচনা ৩, শোভা ৪, বাণী ৫, সরস্বতী ৬, সরল-বৃক্ষ ৭, ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ ৮, সম্পত্তি ৯, প্রকার ১০, বিধা ১১, উপকরণ ১২, বিভূতি ১৩, মতি ১৪, বুদ্ধি ১৫। ইহা মেদিনী অভিধানে। অধিকার ১৬, প্রভা ১৭, কীর্ত্তি ১৮। ইহা ধরণীর অভিধানে। বৃদ্ধি ১৯, সিদ্ধি ২০। ইহা শব্দরত্নাবলী অভিধানে।

রাঘব ভট্টধৃতপ্রয়োগসারের-প্রমাণ অনুসারে, দেবতা প্রভৃতির নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দের প্রয়োগ করার বিধান আছে, যথা—"দেবতা, গুরু, গুরুস্থান, ক্ষেত্র (তীর্থস্থান) ক্ষেত্রের (তীর্থস্থানের) অধিষ্ঠাতা দেবতা, সিদ্ধ এবং সিদ্ধাধিকার (জীবিত-মনুষ্যের নাম) শ্রী-শব্দটি পূর্ব্বে দিয়া উচ্চারণ করিবেক॥" "স্বর্গগামিত্ব প্রভৃতি দ্বারা সিদ্ধ অধিকার পাইলে মনুষ্যের," এই অর্থদ্বারা জীবিত-ব্যক্তির নামের পূর্ব্বেই শ্রী-শব্দের প্রয়োগ করিবে, মৃত্য-ব্যক্তিদিগের নামের পূর্ব্বে শ্রীশব্দ প্রয়োগের তেমন সদাচার নাই। ইহা সংস্কারতত্ত্বে স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য-শ্রীরঘুনন্দনের মত। এই প্রমাণ-বচন-নিবন্ধন দেবতাদির নাম উচ্চারণার্থে-উপাধি ভেদ॥ ২৪॥ রাগ বিশেষ (শ্রীরাগ) ২৫। পুংলিঙ্গ। হনুমানের মতে ঐ রাগ ৬ রাগের অন্তর্গত ৫ পঞ্চমরাগ। পৃথিবীর নাভি হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ জাতি। তাহার স্বরাবলি। ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। ইহার গৃহ ষড়্জ-স্বর। হেমন্ত ঋতুতে অপরাহ্নে গানের সময়॥ "হেমন্ত ঋতুতে প্রথম মাসে (অগ্রহায়ণে) শ্রীনন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন-ভোজন করতঃ শ্রীকাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।" * ইহা শ্রীভাগবতীয় প্রমাণ। সেই হেমন্ত ঋতুতে অভিসার-সময়ের অনুকূল শ্রীরাগে

* অদ্যাপি শ্রীধাম-বৃন্দাবন আদিতে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীকাত্যায়নীর ব্রত উপলক্ষে শ্রীরাগ দ্বারা গান করার প্রথা আছে।

গান করা অবসরোচিত প্রথা। রাগ-মালাতে ইহার আকৃতি আদি বর্ণিত আছে। সুন্দরপুরুষের আকার, শুক্ল-বস্ত্র পরীধান। সঙ্গীত দামোদরের মতে রক্তবস্ত্র পরীধান। উহার গলদেশে স্ফটিক-পদ্মরাগ-মণির মালা। হস্তে পদ্ম-পুষ্প। বিচিত্র-সিংহাসনে আরূঢ়। উহার সম্মুখে গায়কগণ গান করে। হনুমানের মতে উহার পত্নী ৫ পাঁচটি যথা, মালশ্রী ১ প্রথমা। তাহার সম্পূর্ণ জাতি। উহার স্বরাবলি। ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। ইহার গৃহ-ষড়্জস্বর। হিম ঋতুতে বেলা দ্বিতীয়-প্রহরে গানের সময়। রাগমালায় উক্ত, তাহার স্বরূপ—রক্ত-বর্ণা স্ত্রী, কোমলাঙ্গী, পীত-বস্ত্র-পরীধানা। কৌতুক-ছলে ভ্রমণ করতঃ নায়ক হইতে ভিন্ন ভাবে সখীগণের সহিত হাস্য-যুক্তা আম্রতরু-তলে উপবিষ্টা ॥ ১ ॥ ২ দ্বিতীয়া মারবা অথবা মালবা। ইহার ষাড়বজাতি। উহার স্বরাবলি—ষ, প, গ, ম, ধ, নি। ইহার গৃহ ষড়্জস্বর। হিম ঋতুতে শেষ-বেলায় গানের সময়। রাগমালাতে তাহার স্বরূপ-যথা,—স্বর্ণ-বস্ত্র-পরীধানা, পুষ্প-মাল্যধারিণী এবং নায়কের সহিত সম্মিলনের অভিপ্রায়ে একাকিনী সঙ্কেত-স্থানে উপবিষ্টা ॥ ২ ॥ ৩ তৃতীয়া ধানশ্রীঃ। ইহার ষাড়বজাতি। উহার স্বরাবলি ষ, প, ধ, নি, ঋ, গ। গৃহ ষড়্জস্বর। হিম ঋতুতে দ্বিতীয়-প্রহর-দিবসে এবং শেষ বেলায় গানের সময়। রাগমালায় তাহার স্বরূপ, বিয়োগিনী নারী, রক্ত-বস্ত্র-পরীধানা, বিয়োগ-জাত-সন্তাপ দ্বারা দুঃখিতা অতি কৃশা এবং একাকিনী রোরুদ্যমানা-বকুল-তরু-তলে উপবিষ্টা ॥ ৩ ॥ ৪ চতুর্থী বসন্তরাগিণী। ইহার সম্পূর্ণ জাতি, উহার স্বরাবলি,—ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। ইহার গৃহ ষড়্জস্বর। হিম ঋতুতে মধ্যাহ্নে এবং বসন্ত ঋতুতে দিবামাত্রেই গানের সময়। রাগমালায় উক্ত তাহার স্বরূপ, সুন্দর-পুরুষের আকৃতি। কাহারো মতে শ্যামবর্ণা, রক্তবসনা, ময়ূরপুচ্ছশিখা, হস্তে আম্র-মুকুল-ধারিণী, যৌবন-মদন-মত্তা, গল-দেশে পুষ্পমাল্য-ধারিণী, সুস্বরে গায়নশীলা-নর্ত্তকীগণের সহিত পুষ্প উদ্যানে সুখে রাগ-রস-যুক্তা, বামহস্তে তাম্বুল-বীটিকা-ধারিণী, স্ত্রী-গণের সহিত হাস্য-কৌতুক-ক্রীড়া-নৃত্য-গীত এবং বাদ্যে আসক্তা। রাগমালান্তরে, উক্ত-গুণ-যুক্তা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সদৃশ-মূর্ত্তি লিখিত আছে ॥৪॥

৫ পঞ্চমী-আশাবরী। ইহার ঔড়বজাতি। উহার স্বরাবলি ধ, নি, ষ, ম, প। ইহার গৃহ-ধৈবতস্বর। হিম ঋতুতে দ্বিতীয় প্রহর-দিবসে গানের সময়। রাগমালায় উহার স্বরূপ—শ্যামবর্ণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, শ্বেতশাটী-পরিধানা, কর্পূর-যুক্ত অনুলেপন-লিপ্তাঙ্গী, হস্ত এবং গলে বৃহৎ-সর্প-বেষ্টিতা কেশ দ্বারা বদ্ধ-চূড়া জলের মধ্য-স্থিত-পর্ব্বত-গুহায় উপবিষ্টা। রাগমালান্তরে—উক্ত গুণযুক্তা বৃক্ষপত্র-বদ্ধ-কটিদেশা নগ্না বলিয়া লিখিত আছে॥ ৫ ॥ ঐ শ্রীরাগের পুত্র ৮ আষ্টটি-যথা—সিন্ধু ১, মালব ২, গৌড় অথবা গোণ্ড ৩, এই স্থানেই (গৌড় বা গোণ্ডস্থানে) কেহ কল্যাণ, কেহ বা হাসীর এই পাঠ করেন। গুণসাগর ৪, কুম্ভ ৫, গম্ভীর ৬, শঙ্কর অথবা আগড় ৭, বিহাগর ৮ ॥ * ॥ কল্লিনাথের মতে শ্রীরাগ-প্রথম রাগ। ইহার ভার্য্যা ৬ ছয়টি-যথা—গৌরী ১, গোলাহলী ২, ধবলী ৩, রুদ্রাণী ৪, মালকোশ অথবা কৌশিকী ৫, দেবগান্ধারী ৬। তাঁহার মতে পুত্র ৮ আষ্টটি হনুমতের তুল্য কিন্তু গৌড়, শঙ্কর ও বিহাগর-স্থানে কল্যাণ, আগড় ও বিগড় লিখিত আছে॥ * ॥ সোমেশ্বরের মতেও শ্রীরাগটি প্রথম রাগ। ইহার রাগিণী ছয়টি-যথা—মালবী অথবা ১, ত্রিবেণী অথবা তিরবলী ২, গৌরী ৩, কেদারা ৪, মধুমাধবী ৫, পাহাড়িকা বা পাহাড়ী ৬। ইহার পুত্র পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়ের সমান। এই মতে শিশির ঋতুতে রাগিণী-সহিত শ্রীরাগ-গানের সময়॥ * ॥ ভরতের মতে এটি ৫ পঞ্চম রাগ। ইহার রাগিণী ৫ পাঁচটি যথা—সিন্ধুবী ১, কাফী ২, ঠুমরী ৩। পূর্ব্বদেশে বিখ্যাত। বিচিত্রা ৪। শিরহটী অথবা সৌরঠী ৫। তাঁহার মতে ইহার ৮ আষ্টটি পুত্র, যথা—শ্রীরমণ ১। কোলাহল ২। সামন্ত ৩। শঙ্করাণ ৪। রাকেশ্বর ৫। খটরাগ ৬। বড়হংস ৭। দেশকার ৮। ভার্য্যা, যথা—বিষ্যা ১। ধাষ্যা ২। কুম্ভা ৩। সুহনী ৪। সরলা ৫। কেমোভা ৬। সপরেখা ৭। সুরসতী ৮। ইহা বহু সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে॥* হিন্দুসঙ্গীতের প্রাচীনশাস্ত্র সমুদয়ই প্রায় হস্তলিপি সঙ্গীতার্ণব ১, সঙ্গীতনির্ণয় ২, সঙ্গীতদর্পণ ৩, সঙ্গীতসামোদর ৪, সঙ্গীতরত্নাকর ৫, সঙ্গীত-পারিজাত ৬, সঙ্গীত-রত্নাবলী ৭, রাগবিবোধ ৮, রাগসর্ব্বস্ব-সার ৯, রাগার্ণব ১০, শ্রীনারদ-সংহিতা ১১, সঙ্গীত-সময়-সার ১২,

ধ্বনিমঞ্জরী ১৩, সঙ্গীতনারায়ণ ১৪, শ্রীনারদীয়-শিক্ষা ১৫, শ্রীনারদ-সংবাদ ১৬, শ্রীনারদকৃতপঞ্চমসার-সংহিতা ১৭, সঙ্গীতশাস্ত্র ১৮, সঙ্গীতসার সংগ্রহ ১৯, হস্তিলরাগ-দর্পণ ২০, মতঙ্গ ২১, শ্রীনারদপুরাণ ২২, রাগার্ণব ২৩, সভাবিনোদ ২৪॥ বৈদিক-গান হইতে লৌকিক-গানের সৃষ্টি॥ পুরাকালে ত্রৈস্বর্য্যগান হইতে ১৯ স্বর হইয়াছে (শুদ্ধ ৭ ও বিকৃত ১২) ত্রৈস্বর্য্যগানের পর সপ্তস্বরের সৃষ্টি, কুশীলবের রামায়ণ গান সপ্তস্বরেই ছিল (ত্রৈস্বরী—উদারা, মোদরা, তারা—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার নির্ভর, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত্ এবং হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত—বৈখরী মধ্যমা প্রভৃতি) মার্গ ও দেশীভেদে সঙ্গীত দুই প্রকার, তন্মধ্যে মার্গ দেবলোকে ও দেশী মর্ত্ত্যলোকে। সা-ময়ূর। রে-বৃষভ ও পাপিয়া। গ-ছাগ ও মেষ। ম-শৃগাল বা বক। প-কোকিল। ধা-অশ্ব ও গর্দ্দভ। নি-হস্তী॥ মার্গ দেশী বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতম্। মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্॥ তত্তু দেশতয়ারীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকম্॥ইতিসঙ্গীতদর্পণে॥ গীতং, বাদ্যং, তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে। ধাতু-মাত্রা-সমাযুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। তত্র নাদাত্মকো ধাতুর্মাত্রা চাক্ষরসঞ্চয়ঃ॥ গীতঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং যন্ত্র-গাত্র-বিভাগতঃ। যন্ত্রং স্যাদ্বেণু-বীণাদি গাত্রন্তু মুখজং মতম্॥ সঙ্গীতশাস্ত্রম্॥ ময়ূর-বৃষভ-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-বাজিনঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥ ইতিসঙ্গীতদামোদরে॥ ময়ূর-চাতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দ্দুরাঃ। গজশ্চ সপ্ত-ষড়্জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী॥ ইতিসঙ্গীতরত্নাকরে॥ নাসাং কণ্ঠমুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্। ষড়্ভ্যঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ। ইতি সঙ্গীতসারসংগ্রহে॥ বায়ুঃ সমুদ্গতো নাভেঃ কণ্ঠ-শীর্ষ-সমাহতঃ। নানা-গন্ধ-বহঃ পুণ্যো গান্ধারস্তেনহেতুনা॥ ইতি সঙ্গীতদামোদরে॥ শিব-শক্ত্যোঃ সমাযোগাৎ রাগাণাং সম্ভবোঽভবৎ। পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চ রাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠশ্চ গিরিজা-মুখাৎ॥ সদ্যো বক্ত্রাত্তু শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ। অঘোরাদ্ভৈরবোঽভূত্তৎ পুরুষাত্ পঞ্চমোঽভবৎ॥ ঈশানাখ্যান্মেঘরাগো নাট্যারম্ভে শিবাদভূত্। গিরিজায়ামুখাল্লাস্যে নট্টনারায়ণোঽভবৎ॥ ইতি ব্রহ্মপ্রোক্তে। জম্বু-শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মলী-শ্বেত-নামসু। দ্বীপেষু পুষ্করে চৈতে জাতাঃ ষড়্জাদয়ঃ ক্রমাত্॥ ইতিসঙ্গীতরত্নাকরে। কৃষ্ণবর্ণোঽভবৎ ষড়্জ ঋষভঃ

শুক-পিঞ্জরঃ। কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যঃ কুন্দসমপ্রভঃ॥ পঞ্চমস্তথা পীতো
ধূম্রঃ ধৈবতঃ বিদুঃ। নিষাদঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ইত্যেতাঃ স্বরবর্ণতাঃ॥
পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়্জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ। ঋষভো ধৈবতশ্চাপি
ইত্যেতৌ ক্ষত্রিয়াবুভৌ॥ গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যাব-র্দ্ধেন বৈ স্মৃতৌ।
শূদ্রং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিতত্বান্ন সংশয়ঃ॥ ইতি শ্রীনারদসংহিতায়াম্॥ অথ
রাগলক্ষণম্। যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্ত্রিতয়বর্ত্তিনাম্। তে রাগা ইতি
কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ॥ যস্ত শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বানুরঞ্জনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥ শ্রীরাগ আদৌ রাগেন্দ্র-
স্ততো মল্লারসংজ্ঞিতঃ। মালবশ্চ ততঃ পশ্চাদ্বসন্তস্তদনন্তরম্॥ হিন্দোলশ্চাথ
কর্ণাট এতে রাগাঃ ষড়েব তু॥ ইতি সঙ্গীতদামোদর ১।৩ অধ্যায়য়োঃ।
আরোহণাবরোহানুক্রমেণ স্বরসপ্তকম্। মূর্চ্ছনা-শব্দ-বাচ্যং হি বিজ্ঞেয়ং
তদ্বিচক্ষণৈঃ॥ ইতি মতঙ্গঃ॥ স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতি-
পদ্যতে। মূর্চ্ছনামিতি তামাহুঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাম্॥ ইতি সঙ্গীত
দামোদরে। শ্রীরাগনট্টৌ বঙ্গালৌ ভাষ-মধ্যম-ষাড়বৈঃ। রক্তহংসশ্চ-
কোল্লাস-প্রভব-ভৈরবোধ্বনিঃ॥ মেঘরাগঃ সোমরাগঃ কামোদশ্চাথ-
পঞ্চমঃ। ভাতাং কন্দর্পদেশাখ্যৌ কাকুভাস্তশ্চ কৌশিকঃ। নট্টনারায়ণ-
শ্চেতি রাগা বিংশতিরীরিতাঃ॥ ইতি—সঙ্গীতসার-সংগ্রহে। শ্রীরাগঃ
স চ বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্জেন বিভূষিতঃ। পূর্ণঃ সর্ব্বগুণোপেতোমূর্চ্ছনা প্রথমা-
মতা॥ কেচিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয়-সংযুতম্॥ স্বরাবলির্যথা হি॥ সা,
রে, গ, ম, প, ধ, নি। কেচিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয় সংযুতম্॥ ইতি—
সঙ্গীতদর্পণে॥ নৃত্যং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবর্ত্তি চ। অতো
গীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে॥ ইতি—সঙ্গীত-নারায়ণে। অথ
শ্রীরাগধ্যানম্-লীলাবিহারেণ বনান্তরালে চিন্বন্ প্রসূনানি বধূ-সহায়ঃ।
বিলাস-বেশো ধৃত-দিব্যমূর্ত্তিঃ শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ॥ পাঠান্তরাণি
লীলাবতারেণ বনান্তরাণি। কৃতিভিষ্যমূর্ত্তিঃ। ভ্রমিতঃ পৃথিব্যামিতি চ
পাঠভেদাঃ। বেশোচিত দিব্যমূর্ত্তিঃ। ইতি চ পাঠান্তরম্॥

সর্ব্বাদৌ সরাগ-তৌর্য্যত্রিক-প্রকরণ-প্রচারো যথা—

সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণো মুরলী-নাদ-মোহিতঃ। গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণ-সন্নিধৌ॥ তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥ ইতি শ্রীনারদসম্বাদে ১ম অধ্যায়ে॥ কংসারের্বংশিকা-বাদ্যে স্বরাঃ সপ্ত চকাসিরে॥ ইতি সঙ্গীতদামোদরে॥ ওড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ, স্বরৈঃ ষড়্ভিশ্চ ষাড়বঃ। সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্জ্ঞেয়,এবং রাগাস্ত্রিধা মতাঃ॥ ইতিসঙ্গীত দর্পণে॥ স্বরূপমাত্র-শ্রবণান্নাদানুরণনাত্মিকা। শ্রুতিরিত্যুচ্যতে ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্ম্মতা॥ ষড়্জাদিকপরিজ্ঞানং শ্রুতীনাং ফলমেব তৎ॥ ইতিধ্বনিমঞ্জরীনামকগ্রন্থে॥ শ্রবণাৎ শ্রুতিরিত্যাহুঃ স্বরাঃ শ্রুতিসমুদ্ভবাঃ। শ্রুতয়ঃ স্থানসম্ভূতাঃ স্থানানি ত্রীণি তত্র হি। হৃৎ কণ্ঠঃ শির ইত্যাসাং দ্বিগুণাহুত্তরোত্তরম্॥ প্রত্যেকং স্থানমেতচ্চ দ্বাবিংশতিবিধম্ভবেৎ। হৃন্মূর্দ্ধনাভিকালগ্না নাড্যো দ্বাবিংশতিঃ শুভাঃ॥ তাশ্চ বক্র্যাস্তথোর্দ্ধস্থা ধ্বনিতা মরুতাহতাঃ॥ চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ। ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারনিষাদকে॥ ইতিসঙ্গীতনারায়ণে, সঙ্গীতরত্নাবলীগ্রন্থে চ॥ আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্। মুখে হভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ন নাদেন বিনা গীতং, ন নাদেন বিনা স্বরঃ। ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥ ইতিসঙ্গীতনারায়ণে॥ নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্তাভ্যঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ। তেভ্যো রাগঃ সমুৎপন্নো গীতং তস্মাচ্চ জায়তে॥ অতো নাদাত্মকং গীতং বাদ্যং গীতানুবর্ত্তি চ॥ ইতি॥ ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে” ॥ ইতি চ সঙ্গীতরত্নাকরে॥ আরোহণাবরোহেণ ক্রমেণ স্বর-সপ্তকম্। মূর্চ্ছনা-শব্দবাচ্যং হি বিজ্ঞেয়ং তদ্বিচক্ষণৈঃ॥ ইতি মতঙ্গ-মতে॥ অজ্ঞাত-বিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্ক-শায়নে। রুদন্ গীতামৃতং স্বাহুর্হর্ষোৎকর্ষম্ প্রপদ্যতে॥ ইতিসঙ্গীতরত্নাকরে॥ সর্ব্বেষামেব পুণ্যানামস্তি সংখ্যা যশস্বিনি। মমাগ্রে গীয়তে যেন তস্য সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ইতিশ্রীশিবসর্ব্বস্বে॥ ভরতং নারদং রম্ভাং হুহুং তুম্বুরুমেব চ। পঞ্চ শিষ্যাংস্ততোহধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধিঃ॥ ইতি শ্রীনারদসংহিতায়াম্॥ ততঃ সঙ্গীতকং

কৃত্বা প্রত্যং সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্। আনন্দয়ন্দেবরাজং শিষ্যাস্তে তস্ততা-ন্বয়ঃ॥ রম্ভয়া রচিতা স্বর্গে, ততঃ সঙ্গীতসংহিতা। প্রচচার তদাসক্ত্যা নাট্যানুষ্ঠানমাতনোৎ॥ প্রচচার চ পাতালে হুহুতুম্বুরুসংহিতা। দেবর্ষে-র্ভরতস্যাপি সংহিতা ভূতলে স্থিতা॥ গীতেন হরিণা রঙ্গং প্রাপ্নু-বন্ত্যপি পক্ষিণঃ। বনাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ॥ ইতি সঙ্গীত-দামোদরে॥ বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষের প্রকাশিত শার্ঙ্গদেব-কৃত-সঙ্গীতরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত। অস্মত্-সঙ্গৃহীত-হস্তলিখিত-গ্রন্থে উপরি উক্ত তিনটি শ্লোক পাওয়া যায় নাই॥ ষড়্‌জত্বেন গৃহীতো যঃ ষড়্‌জগ্রামে ধ্বনির্ভবেৎ। ততস্তূর্দ্ধ-তৃতীয়ঃ স্যাদৃষভো নাত্র সংশয়ঃ॥ ততো দ্বিতীয়ো গান্ধারশ্চতুর্থো মধ্যমস্ততঃ। মধ্যমাৎ পঞ্চমস্তদ্বত্তৃতীয়ো ধৈবতস্ততঃ। নিষাদোঽতো দ্বিতীয়স্তু ততঃ ষড়্‌জ-শ্চতুর্থকঃ॥ ইতিদত্তিলমতে॥ তৌ দ্বৌ ধরাতলে তত্র স্যাৎ ষড়্‌জ-গ্রাম আদিমঃ॥ গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ। প্রবর্ত্ততে স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে॥ ইতিসঙ্গীতরত্নাকরে॥ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩৪ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রথমাধ্যায়ে চ উদ্ধৃত। কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ। বিজহ্রতুর্বনে গোষ্ঠ্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্। উপগীয়মানং ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ॥ স্বলঙ্কৃতানু-লিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ। নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপ-তারকম্। মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা। জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্। তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎস্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্॥ ইত্যাদি—

অস্যার্থো যথা, অনন্তর কোন এক সময়ে অদ্ভুত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ দ্বাদশরসময়)-বিক্রমশালী শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম ব্রজ যোষিৎদিগের মধ্যগত হইয়া বনে একত্র বিহার করিয়াছিলেন। ১৩। স্ত্রীলোকে রত্নস্বরূপা বৃন্দাবনললনা, পরস্পরসৌহার্দ্দনিবন্ধন ঐকতানিক-ভাবে ললিতস্বরে সেই শ্রীগোকুল-যুবরাজের এবং উহার সমুদয় রমণের আশ্রয়, সমপ্রাণ, এবং সকল বিলাসের আস্পদ ও সহায় শ্রীবল-দেবের, ঐ দুইজনেরই নাম রূপ, লীলা, গুণের, গান-নর্ম্মাদি পরিপাটী সহযোগে মনোহর বিধানানুসারে সঙ্গীত করিয়াছিলেন। তৎকালীন ঐ দুই যুবরাজের রূপ অতিসুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে পরিশোভিত

এবং তাঁহাদের অবয়ব মলয়জচন্দনে চর্চ্চিত আর গলদেশে বনমালা ও বৈজয়ন্তীমালা বিরাজমানা এবং রজোরহিত অর্থাৎ নির্ম্মল বসন পরিধানে ছিল। ১৪। সূর্য্যাস্তমন-কালের পর নিশারম্ভসময়ে নক্ষত্রনিকরসহ, তারাপতি চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল এবং মল্লিকা-কুসুমের মকরন্দে ভ্রমরনিকর মত্ত হইয়াছিল, কুমুদকুসুমসংসর্গী পবন, মন্দ মন্দ বহিতেছিল; অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই সেই সময়ের সহানুভূতি সহকারে সম্মান করিয়াছিলেন। ১৫। তখন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে একদা একত্র একবারেই সমুদয় সপ্তস্বরের আরোহ অবরোহণক্রমে একবিংশতি মূর্চ্ছনা প্রভৃতি সহযোগে, অন্যের অসাধ্য যৌগপদ্যবিধান অনুসারে সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, যে গানের দ্বারা সকল প্রাণীর কর্ণমনোরসায়ন ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়॥ ১৬॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১ম অধ্যায়। "এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা সমাজে। করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবনমাঝে॥" পরমানন্দপ্রেমরসময়মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ কর্ত্তৃক সঙ্গীতপ্রচার করিবার বিষয় প্রায় সমুদয় পুরাণেই বর্ণিত আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষমত বর্ণিত আছে, যথা—"জগৌ কলং বামদৃশাম্ মনোহরম্" ইত্যাদি "নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্ ইত্যাদি "বেণুক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং" ইত্যাদি (শ্রীভাগবতের ১০ম স্কন্ধে রাস) ভূরিভূরি শ্লোক আছে। ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণবচন দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীরসরাজগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই সঙ্গীতের মূল আদি কারণ। গান, গীত, কিম্বা সঙ্গীত, মার্গ এবং দেশী ভেদে দুই প্রকার। মহারাসকালীনসমাগমে সম্মোহিত সম্মিলিত শ্রীরাধার একীভূতদেহ মদনমোহনের সন্দর্শন অভিলাষে সঙ্গীতকরতঃ ঐ সম্মিলিত যুগলমূর্ত্তির ঐকতানিকভাবে বিহ্বল শ্রীশ্রীদেবাদিদেব-মহাদেব স্বয়ং সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ণতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহারাই মার্গ অর্থাৎ মূল, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত একতান বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব অনুসন্ধান পাইবার আদিম, আবিষ্কৃত পথ বা মার্গ এই নাম হইয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তনই যাঁহার একমাত্র মাতা ও পিতা এবং যিনি সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র মাতা ও পিতা, তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ অনুভবে জানিবার একমাত্র সাধনও ঐ সঙ্কীর্ত্তন; সুতরাং উহাই

প্রাপ্তির মার্গ, এবং ঐ সঙ্গীত-রসসারজ্ঞ শ্রীমহাদেবের নিকট উপদেশ প্রণালীতে উপদিষ্ট শ্রীব্রহ্মা উহা শিক্ষা করিয়া শ্রীনারদ ও শ্রীভরত প্রভৃতির প্রতি উল্লিখিত সঙ্গীত-বিষয়ক যে দিশা দেখাইয়া দিয়া উপদেশ করেন, তদনুসারেই তাঁহারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে উহা প্রচার করেন; অথচ এতাদৃশভাবে ক্রমশঃ সঙ্গীত প্রচারের আদেশ, আদি-দেব শ্রীমহাদেব করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ দিগ্‌-দর্শন শিক্ষা-প্রণালী পরম্পরায় প্রচলিত গান, গীত বা সঙ্গীত কিম্বা সঙ্কীর্ত্তন। সেই দিশা অনুসারে প্রবর্ত্তিত বলিয়া ("সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোর পরচার"॥ "সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ" ইত্যাদি ভূরি ভূরি বচন আছে) উহাকে দেশী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং তত্তদাদিষ্ট রীতি অনুসারে গীত হইয়া যাহা লোকের মনোরঞ্জন করে, তাহাকে দেশী গান গীত বা সঙ্গীত বলে। ইহা সঙ্গীতদর্পণের মতে॥ সুতরাং উহা মনোহরসাহি গান বলিয়া সঙ্কীর্ত্তন গায়কসম্প্রদায়ে খ্যাত। গড়ের হাটি ১, রাণী হাটি বা রেনেটি ২ এবং মনোহর সাই ৩। এই তিনটী প্রাচীনস্থর প্রণালী। পরে রঙের সুর ৪, মধুসূদনকানের ঢপের সুর ৫ এবং মোহনচাঁদ বসুর বাধা সুর ৬, এই তিনটি নব্যসুরপ্রণালী। পরে আধুনিক বাউলে সুর ৭, উদ্দণ্ড-কীর্ত্তনে সুর ৮, রামপ্রসাদী সুর ৯। প্রভৃতিশ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন সুরের প্রথা। বর্ত্তমান সময়ে নানাবিধ যাদৃচ্ছিক প্রণালীমত॥ লোচনানন্দ ঠাকুরের ধামালির সুর প্রাচীন জঙ্গলা॥

প্রায় সমুদয় সঙ্গীতশাস্ত্রেরেই মত অনুসারে, গীত-বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের একত্র একযোগে, সমবায়ে সহসম্মিলনে যে ঐকতানিকবৃত্তি-ভাব অবলম্বনে গান, তাহাকে সঙ্গীত বা কীর্ত্তন বলে॥ সঙ্গীতবিচক্ষণ পণ্ডিতেরা ধাতু এবং মাত্রাসমাযুক্ত ধ্বনিকে গীত গান বা সঙ্গীতের সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ নাদাত্মক বর্ণকে বা অক্ষরকে ধাতু এবং উক্ত বর্ণের বা অক্ষরের সঞ্চয়কে মাত্রা বলে। যন্ত্র ও গাত্র এই দুই প্রকার সাধন-বিভাগবশতঃ ঐ সঙ্গীতও দুই প্রকার। বেণু এবং বীণা প্রভৃতির নাম যন্ত্র, এবং মুখ, হৃদয় ও কণ্ঠ প্রভৃতির নাম গাত্র। ঐ যন্ত্র-গীত ও গাত্র-গীত, অর্থাৎ যাহাকে সঙ্গীত শাস্ত্রাভিজ্ঞেরা তৌর্য্যত্রিক (গীত, বাদ্য এবং নৃত্য, এই তিনটিই সঙ্গীত) সঙ্গীত বা কীর্ত্তন

সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ ধাতু, (স্বর বা সুর) এবং মাত্রা-সহযোগে যাহা সম্পাদিত হয়, উহারই গান, গীতি, সঙ্গীত বা কীর্ত্তন সংজ্ঞা জানিবে। উহাতে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, নামে সাতটি স্বর বা সুর, পৃথক্ পৃথক্ জন্তুদিগের স্বাভাবিক স্বরের তুল্য জন্মায়, যথা,—সা + ষড়্জ ময়ূরের, ঋ + ঋষভ বৃষভের, গ + গান্ধার ছাগের, ম + মধ্যম ক্রৌঞ্চের (বকের), প + পঞ্চম কোকিলের, ধ + ধৈবত অশ্বের, নি + নিষাদ হস্তীর, এই ক্রমে জন্তুর স্বরেই এই সুদুর্গম স্বরগুলিকে তুল্য বোধে সমান প্রকারে ও আকারে জানা যায়। ইহা সঙ্গীতদামোদরের মত। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে,—সা-ময়ূরের, ঋ-চাতকের, গ-ছাগের, ম ক্রৌঞ্চপক্ষীর (বকের), প-কোকিলের, ধ—দর্দ্দুরের (ব্যাঙের), নি—গজের এই ক্রমে উহাদিগের উচ্চারিত ধ্বনির সাম্যে সপ্ত স্বর বুঝিয়া লইবে॥ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহের মতে,—নাসিকা-কণ্ঠ-উরস্-তালু-জিহ্বা এবং দন্ত, এই ছয়টি স্থানসংযোগে জন্মায় বলিয়া উহার ষড়্জ সংজ্ঞা॥ সঙ্গীতদামোদরের মতে, বায়ু নাভি হইতে সম্যক্প্রকারে উর্দ্ধে উঠিয়া কণ্ঠ ও শিরোদেশে সম্যক্-সংযোগজন্য, নানা গন্ধবাহী এবং পরমপবিত্রভাবে জন্মায়, এজন্য উহার নাম গান্ধার॥ সর্ব্বাদৌ-সর্ব্বমূলসঙ্গীতবিজ্ঞানের তত্ত্বোপদেষ্টা মহারাসেশ্বর শ্রীমদনমোহন যেমন শ্রীরাসেশ্বরীর যূথ-সহ-সম্মিলনে ঐকতানিকভাবে স্থাবর জঙ্গম ব্রহ্মাণ্ড-দ্রাবকারি ("বন্দোগাদ্বিজক্রমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্" ইতি। "ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলম্পন্ত্যশ্চ চিত্রধা।" ইতি "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং" ইতি চ। "নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং" ইত্যাদি এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে ভূরি ভূরি প্রমাণ বচন আছে) তৌর্য্যত্রিক দেখাইয়া শুনাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে লব্ধোপদেশ শ্রীসদাশিব ও স্বীয়শক্তির সমাযোগে শৃঙ্গ ও ডুম্বুর সহযোগে যন্ত্রগীত ও গাত্রগীত ইত্যাদি জগতে প্রচার করায় শ্রীশিব হইতে রাগের সমুদ্ভব হয়, তন্মধ্যে পঞ্চানন শ্রীমহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচরাগ এবং শ্রীশিব-শক্তি শ্রীগিরিজার মুখ হইতে ষষ্ঠ রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীসদা-শিবের সদ্যোমুখ হইতে শ্রীরাগ, বামদেবের বদন হইতে বসন্তরাগ,

অঘোরের আনন হইতে ভৈরবরাগ, তৎপুরুষের লপন হইতে পঞ্চম, এবং ঈশানের আস্য হইতে মেঘরাগ, এই বিধায় তৌর্য্যত্রিক-বিদ্যা বা নাট্যবিদ্যার শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া প্রচারের আরম্ভ শ্রীসদাশিব হইতে হইয়াছিল, এবং শ্রীগিরিজাপার্ব্বতীর নর্ত্তন আরম্ভে মুখ হইতে নট্টনারায়ণনামক রাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ব্রহ্মার মতে॥ এই কথিত ষড়্জাদি স্বরসমুদয় যথাক্রমে—জম্বু-শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মলী-শ্বেত এবং পুষ্কর নামক দ্বীপে জন্মিয়াছে বলিয়া সঙ্গীতরত্নাকরে বর্ণিত আছে॥ তন্মধ্যে, ষড়্জ কৃষ্ণবর্ণ, ঋষভ শুকবৎ পিঙ্গরবর্ণ, গান্ধার কাঞ্চনবর্ণ, মধ্যম কুন্দসমবর্ণ, পঞ্চম পীতবর্ণ, ধৈবত ধূম্রবর্ণ, এবং নিষাদ শুকের বর্ণ; এই প্রকারে স্বরসমুদয়ের বর্ণের বর্ণনা আছে॥ পঞ্চম, মধ্যম, ও ষড়্জ, এই তিনটি স্বর ব্রাহ্মণ; ঋষভ ও ধৈবত, এই দুইটি ক্ষত্রিয়; আর গান্ধার ও নিষাদ, এই দুইটি অর্দ্ধ বৈশ্য এবং পাতিত্য হেতুক অর্দ্ধ শূদ্র, এই বিষয়ে সংশয় নাই। ইহা শ্রীনারদসংহিতার মত॥ ত্রিজগৎবর্ত্তিজীবমাত্রের চিত্ত যাহা দ্বারা রঞ্জিত হয়, শ্রীভরত প্রভৃতি মুনিগণ উহাকেই রাগ বলিয়া সংজ্ঞা করিয়াছেন। যাহা শুনিলেই সকল জীব রঞ্জিত হয় এবং সকলপাতক মার্জ্জিত হয়, তাহাকে রাগ বলে॥ হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বপ্রথমে রাগশ্রেষ্ঠ ও রাগরাজ শ্রীরাগ, দ্বিতীয় মল্লার, তৃতীয় মালব, চতুর্থ বসন্ত, পঞ্চম হিন্দোল, ষষ্ঠ কর্ণাট রাগ, এই প্রণালী অনুসারে রাগসকলের পূর্ব্বাপর পর্য্যায়ক্রম-প্রভৃতি সঙ্গীতদামোদরের ১ ও ৩ অধ্যায়ে উক্ত আছে, দেখিয়া লইবে॥ আরোহণে এবং অবরোহণের ক্রমে প্রযুক্ত বা উচ্চারিত অর্থাৎ শব্দায়িত প্রাগুক্ত সপ্তস্বর, মূর্চ্ছনা-শব্দের প্রতিপাদ্য, ইহা সঙ্গীতবিচক্ষণেরা বলিয়া থাকেন। ইহা মতঙ্গের মত॥ স্বর মূর্চ্ছনা হইতেই রাগের উৎপত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রাম হইতেই মূর্চ্ছনার প্রাদুর্ভাব হয় বলেন। ইহা সঙ্গীতদামোদরের মতে॥ প্রাচীনগ্রন্থকারেরা এই মূর্চ্ছনার নাম ও ২১ সংখ্যা লিখিয়াছেন, যথা—ষড়জগ্রামের,—উত্তর মন্দ্রা, অভিরুদ্গতা, অশ্বক্রান্তা, মৎসরীকৃতা, শুদ্ধষড়্জা, উত্তরায়তা ও রজনী। মধ্যম-গ্রামের,—সৌবীরী,

হৃষ্যকা, পৌরবী, মার্গী, শুদ্ধমধ্যা, কলোপনতা, ও হারিণাশ্ব। গান্ধার গ্রামের,—নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও আলাপী।

শ্রী ১, নট ২, বঙ্গাল ৩, ভাষ ৪, মধ্যম ৫, ষাড়ব ৬, রক্তহংস ৭, কোহলাস ৮, প্রভব ৯, ভৈরব ১০, মেঘ ১১, সোম ১২, কামোদ ১৩, অম্র ১৪, পঞ্চম ১৫, কন্দর্প ১৬, দেশাখ্য ১৭, কাকুভ ১৮, কৌশিক ১৯, ও নট্টনারায়ণ ২০। এই প্রকার বিংশতিটি রাগ, সঙ্গীতসার সঙ্গ্রহের মতে॥ প্রায় সমস্ত প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের মতেই সকল রাগের মূলীভূত আশ্রয়, সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাগ্রগণ্য যে রাগ উহারই নাম শ্রী (রাগ), উহা সম্পূর্ণ-স্বর-সপ্তকের আলম্বন, এবং সমুদয় রাগ রাগিণীই উহার অন্তর্ভূত জানিবে। উহা তিনটি রাগদ্বারা বিভূষিত। ঐ শ্রীরাগ, পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বগুণযুক্ত এবং প্রথমা মূর্চ্ছনা বলিয়া জানিবে, এবং ইহাকে ঋষভাদি তিনটি রাগযুক্ত বলিয়া বিচক্ষণেরা অনুমোদন করেন। সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটি ইহারই স্বরাবলি, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা সঙ্গীতদর্পণ হইতে উদ্ধৃত। নৃত্য বাদ্যের অনুগত, ও বাদ্য গীতের অনুগামি, অতএব গীতের প্রধানতাহেতুক গীতই প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সঙ্গীত নারায়ণ বলেন। শ্রীরাগের ধ্যান—পত্নীসহকারে লীলাবিহারচ্ছলে বনমধ্যে পুষ্পচয়ন করতঃ বিলাসবেশভূষিত এবং অতি সুন্দর মূর্ত্তি আকৃতি পুরুষকে প্রধান সুধীগণ শ্রীরাগ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। সোমেশ্বর এবং কল্লিনাথের মতে শ্রীরাগ প্রথম রাগ বলিয়া গণ্য, কিন্তু ভরত ইহাকে ছয় রাগের মধ্যে ৫ পঞ্চমরাগ বলিয়া স্বীকার করেন; ফলতঃ সোমেশ্বর, কল্লিনাথ ও দামোদর প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের মতে শ্রীরাগ সম্পূর্ণজাতি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এমন কি শ্রীরাগের জাতি বিষয়ে হনুমন্তমতের সহিতও কোনমতের অনৈক্য দেখা যায় না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপকরুচি, সম্পূর্ণ লালিত্যময়, পূর্ণতমব্রহ্ম আত্মারামমদনমোহন মহারাসেশ্বর রাসলীলারম্ভসময়ে বামলোচনাগণের মনোহারী অনঙ্গবর্দ্ধককামবীজ সপ্তস্বরে গান করিয়াছিলেন। প্রেমমাধুর্য্যপূর্ণ এবং সর্ব্বাকর্ষক সঙ্গীতে সম্যক আকৃষ্টা গোপললনাকুল নিকটে আইলে স্বকীয় অনুগত

ও প্রেমময়ীগোপরামাগণের সম্মিলনে পরমানন্দপূর্ণতমের ক্রমে প্রেমানন্দ বিবর্দ্ধিত হইতে হইতে শ্রীমতী গোপিকাগণের কঙ্কন নূপুরাদির সঞ্চালনে বিশেষতঃ নিজ নিনাদিত মুরলীর নাদে মদন-মোহন নিজে বিমোহিত হইয়া আকাশপথে সমাগত সমুদয়খেচর-গণেরই পরমানন্দজনিত-বাদ্য ও গোপীগণের নর্ত্তনসমাযোগে স্বয়ং সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করেন, সেই সঙ্গীতের পরমানন্দরসে নিমগ্না রাসমণ্ডলগতা রসময়ী গোপিকারা ক্রমশঃ বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-রস-পূর্ণ-রাগে গান করাতে গোপিকাদিগের ষোড়শ সহস্র সংখ্যা অনুসারে ১৬০০০ রাগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। গোপিকাদিগের নিজে সঙ্গীত করিবার প্রমাণ বচন, যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে "গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ" ইত্যাদি। "উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ" ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা" ইত্যাদি "বন্দে নন্দ-ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতম্ পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্॥" ইত্যুদ্ধব বাক্যম্। ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এবং তন্মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীগোপীগীতাধ্যায় সমুদয়ই গোপীদিগের সঙ্গীত সম্পাদনবিষয়ে জাজ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে॥ উল্লিখিত রাগ সকলের মধ্যে পঞ্চস্বরের সহিত যুক্তকে ওড়ব, ষট্স্বর সংযুক্তকে ষাড়ব, এবং সপ্তস্বরের সহিত মিলিতকে সম্পূর্ণ, (ঐ সম্পূর্ণ মধ্যে শ্রীরাগই প্রধান সম্পূর্ণ) এই তিন সংজ্ঞা হইয়াছে। সমুদয় রাগ আপাততঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহা সঙ্গীতদর্পণের মত॥ স্বরূপ মাত্রই শুনা যায় বিধায়, নাদের অনুরণনাত্মক সুরকে শ্রুতি বলা যায়। উহার ২২ দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ আছে। উহার ফলে ষড়্জ আদি স্বরের অনুভব হয়। ইহা ধ্বনিমঞ্জরীনামকগ্রন্থে আছে।। শ্রবণার্হ্য বা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রহণোপযোগিতা-প্রযুক্ত উহার নাম শ্রুতি। শ্রুতি হইতে সকল স্বরের আবির্ভাব হয়। সকল শ্রুতিই, বিশেষ বিশেষ স্থান অবলম্বনে প্রকাশ পায়। ঐ স্থান তিনটি—হৃদয়, কণ্ঠ, এবং শির; ঐ শ্রুতি সকলের উত্তরোত্তর দ্বিগুণহেতুক প্রত্যেকের ২২ দ্বাবিংশতিপ্রকার স্থান হয়। হৃৎ-মূর্দ্ধ-নাভি সংলগ্ন ২২ দ্বাবিংশতি

নাড়ীভেদেই শ্রুতির দ্বাবিংশতি স্থান ভেদ। সেই শ্রুতিগণ ঊর্দ্ধস্থ বক্ত্র হইতে মরুদ্দ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত হয়। পঞ্চম, ষড়্জ, ও মধ্যমে ৪ চারিটি, ঋষভে এবং ধৈবতে তিনটি, গান্ধার ও নিষাদে ২ দুটি শ্রুতির অভিনিবেশ আছে। আকাশ, অগ্নি, ও বায়ু হইতে জাত নাভির ঊর্দ্ধদিকে সম্যক্ উচ্চারিত হইয়া মুখে প্রকাশ পাইলে উহা নাদ (শব্দ) বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। নাদ ব্যতিরেকে গীত, স্বর, ও রাগ কিছুরই সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং এই সঙ্গীত-বিজ্ঞানই নাদময়। ইহাও সঙ্গীতনারায়ণের মত॥ নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে ষড়্জাদিস্বর, স্বর হইতে রাগ, রাগ হইতে গীতের প্রাদুর্ভাব হয়; অতএব গীত নাদাত্মক। বাদ্য, গীতের অনুবর্ত্তী মাত্র। এই সমস্ত বাদানুবাদ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শব্দ মাত্রকেই গান বলা যাইতে পারে না। অজ্ঞাত-বিষয়াস্বাদ-পর্য্যঙ্কশায়ি-বালকও রোদনকালে গীত শুনিলে হর্ষে আনন্দ লাভ করে, এবং প্রফুল্লিত-ভাব-ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা সঙ্গীত রত্নাকরের মত॥ শ্রীসদাশিব মহাদেব বলিয়াছেন যে, হে যশস্বিনি! সকল পুণ্যেরই অবধি আছে, কিন্তু আমার সম্মুখে যে রাগসহকারে সঙ্গীত সম্পাদিত হয়, তাহার মহিমার সীমা নাই। ইহা শ্রীশিবসর্ব্বস্বে আছে॥ ব্রহ্মা, মহাদেবের নিকটে সঙ্গীতশাস্ত্র সবিশেষ অবগত হইয়া শ্রীনারদ, ভরত, রম্ভা, হুহু, এবং তুম্বুরু, এই পাঁচ জন শিষ্যকে সঙ্গীততত্ত্ব-বিজ্ঞানের রীতি-প্রণালী-পদ্ধতির শিক্ষাদানদ্বারা সঙ্গীতের যাবতীয় সঙ্কেত উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা শ্রীনারদ সংহিতায় আছে॥ অনন্তর শ্রীনারদ, ভরত আদি সকলেই পৃথক্ সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রম্ভা স্বর্গে দেবরাজকে তৌর্য্যত্রিকদ্বারা আনন্দিত করিয়া থাকেন, সুতরাং উহার নাট্যানুষ্ঠানপদ্ধতি স্বর্গেই প্রচলিত আছে। হুহুর, এবং তুম্বুরুর প্রণীত-সংহিতার প্রচার পাতালে আছে, এবং শ্রীনারদের ও শ্রীভরতের প্রণীত-সংহিতা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রথা অনুসারে সম্পাদিত সঙ্গীত আদি শুনিয়া পরমানন্দরসে বিমোহিত হইয়া বন্যহরিণ প্রভৃতি পশু, এবং পক্ষিগণ হইতে তীক্ষ্ণ বিষধর ফণিগণ পর্য্যন্ত নিজনীড়আদি বাসস্থান হইতে আসিয়া

নাট্যস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ আদি করতঃ মুগ্ধ ভাবে থাকে, এবং রোদনশীল শিশুরাও রোদন করিয়া করুণাপূর্ণ স্বরের দ্বারা অদ্ভুত বিমোহন ক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহা সঙ্গীত দামোদরের মতে॥ সর্ব্বাদৌ জগন্মোহন মদনমোহন ভগবান গোবিন্দ, পরে কৃশানুরেতা স্মরহর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সদাশিব, পরে বিধাতা ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের পরমানন্দে বিহ্বল। এবম্বিধায় সনাতন তৌর্য্যত্রিক বিজ্ঞান শাস্ত্র, পরমচমৎকার পরমাদ্ভুত এবং সনাতন রসের প্রত্যক্ষ অনুভব করণের উপদেশ পাইবার অন্যতম প্রধান সাধন। তাঁহার তিনটি উল্লাস, যথা "তৌর্য্যত্রিক নৃত্য গীত বাদ্যং নাট্যমিদং ত্রয়ম্"। ইতি অমরসিংহঃ॥ নর্ত্তন, গান ও বাদন এই তিনটি একযোগে সম্পাদিত হইলে তৌর্য্যত্রিক কিম্বা নাট্য সংজ্ঞা হয়। উহা ঔপপত্তিক, এবং প্রায়োগিক ভেদে দুই প্রকার। যাহাতে উহার রীতি, পদ্ধতি ও প্রণালীর নিয়ম অবগত হওয়া যায়, উহা ঔপপত্তিক নাট্যশাস্ত্র, তৌর্য্যত্রিক গ্রন্থ, ও সঙ্গীত শাস্ত্র এই এক পর্য্যায়ে উক্ত তিনটি শব্দ দ্বারা অভিহিত হয়। ১। অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ায় সাধন রীতি প্রণালী প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারই, প্রায়োগিক, ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক, এবং প্রাত্যক্ষিক, নাট্য এই এক পর্য্যায়োক্ত চারিটি শব্দে বাচ্য হয়। সঙ্গীতের স্বরূপ মূলাধার, যে নাদ, উহার অভিধেয় অর্থ, শব্দ। অদাদি গণীয় নদধাতু "শব্দ" "ধ্বনি" অর্থ-বোধক। উহার উত্তর ভাব বা করণবাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় দ্বারা নাদশব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহাতে অভিধা বা মুখ্যাশক্তি দ্বারা, শব্দ বিশেষ বা ধ্বনি বিশেষের প্রতীতি হয়। ঐ নাদ আকাশ হইতে অন্য বস্তুর আঘাতে বায়ু সংযোগ সহকারে অনুভব যোগ্য-পদার্থ বিশেষ, যাহা কর্ণেন্দ্রিয় গোচর হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ঐ নাদ ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক ভেদে দুইপ্রকার। ভেরী, মৃদঙ্গ, ও বেণু প্রভৃতি দ্রব্যে অন্য দ্রব্যবিশেষের অভিঘাত বা সংযোগ আদি জন্য যে নাদ বা শব্দ উহা ধ্বন্যাত্মক। ১। এবং কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতিতে বায়ুর অভিঘাত জন্য বা সংস্পর্শ জন্য যে নাদ, বা শব্দ উহা বর্ণাত্মক। ২। ঐ নাদই শ্রুতির প্রকৃতি। সঙ্গীত-শাস্ত্রে স্বরের সূক্ষ্ম

স্বগনকে শ্রুতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সঙ্গীতাভিজ্ঞদিগের মতে ব্যাখ্যা এই যে, জলচর মীন প্রভৃতির জল মধ্যে গমনাদির এবং খেচর পক্ষি প্রভৃতির আকাশে সঞ্চরণের পন্থা ও পদ্ধতির তুল্য, স্বর-মধ্যে সঞ্চারিণী শ্রুতিরও অসংলক্ষ্য-ক্রম-প্রয়োগ জানিবে। কেবল মাত্র, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। উহাকে হিন্দি ভাষায় শোরং বলিয়া নির্দ্দেশ করে। শ্রুতি ২২ বাইশটি, যথা—

সংখ্যা	শ্রুতির নাম।	জাতি।	ষড়্জ গ্রাম।	মধ্যম গ্রাম।	গান্ধার গ্রাম।
১	তীব্রা। ...	দীপ্তা ...	...	...	নি—
২	কুমুদ্বতী	আয়তা	...	...	...
৩	মন্দা	মৃদু	...	...	...
৪	ছন্দোবতী	মধ্যা	সা—	সা—	সা—
৫	দয়াবতী	করুণা	...	...	...
৬	রঞ্জনী	মধ্যা	...	...	রি—
৭	রতিকা	মৃদু	রি—	রি—	...
৮	রৌদ্রী	দীপ্তা	...	...	...
৯	ক্রোধা	আয়তা	গ—	গ—	...
১০	বজ্রিকা	দীপ্তা	...	...	...
১১	প্রসারিণী	আয়তা	...	...	...
১২	প্রীতি	মৃদু	...	...	...
১৩	মার্জনী	মধ্যা	ম—	ম—	ম—
১৪	ক্ষিতি	মৃদু	...	প—	...
১৫	রক্তা	মধ্যা	...	...	...
১৬	সন্দীপনী	আয়ত	...	প—	প—
১৭	আলাপিনী	করুণা	...	...	...
১৮	মদন্তী	করুণা	...	...	...
১৯	রোহিণী	আয়তা	...	...	ধ—
২০	রম্যা	মধ্যা	ধ—	ধ—	...
২১	উগ্রা	দীপ্তা	...	...	...
২২	ক্ষোভিণী	মধ্যা	নি—	নি—	...

প্রীতি ১২, মার্জ্জনী ১৩, ক্ষিতি ১৪, রক্তা ১৫, সন্দিপনী ১৬, আলাপনী ১৭, মদন্তী ১৮, রোহিণী ১৯, রম্যা ২০, উগ্রা ২১, ও ক্ষোভিণী ২২, ইহারা প্রতি স্বরের মধ্যে মধ্যে থাকে। স্বরের সূক্ষ্মাংশ মাত্র শ্রুতি" ॥ শ্রুতিই সমুদয় স্বরের প্রকৃতি। স্বর সাতটিরই শ্রুতি হইতে জন্ম। উহার প্রত্যেকে গীতের এক একটি ধাতু বলিয়া সংজ্ঞিত হয় ॥ সুতরাং উক্ত ২২টি শ্রুতিই গানের ধাতু ॥ মনুষ্যের যেমন "ধাতু ছাড়িয়া গিয়াছে" কথা প্রয়োগ, মৃত্যুর সূচক বা ব্যঞ্জক সেই মত গীতের ধাতু নাই বলাতেই গানের ধ্বংস বা অভাব বুঝায় ॥

শ্রুতির এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ দিবার চেষ্টা কেহ কেহ বলেন যে, গাত্রজ ও যন্ত্রজ ভেদে গান দুই প্রকার হয় বলিলে, এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভবার্হ্য শব্দই শ্রুতি, অর্থাৎ সমুদয় স্বরের মূলীভূত উপাদান কারণ হইয়া গানের নিদানরূপে সিদ্ধান্তিত হইলে, সেতার ও তানপুরা প্রভৃতি যন্ত্রের তার ছিন্ন হওয়া জন্য শব্দ, এবং গাত্র মধ্যে গণ্য বাহু আস্ফোটন জন্য বা অপান বায়ু বিসর্গ অথবা উদ্গার, ক্ষুৎ প্রভৃতি জন্য শব্দ প্রভৃতিও গান মধ্যে গণ্য হইয়া অলক্ষ্যে লক্ষণ যাইতে পারে। তাহাতে বক্তব্য এই যে, উদ্ভূত শব্দ মাত্রেই গান আদি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, যে হেতু উহার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও লক্ষণ আছে, তাহাতে অতি-ব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না। উহার মীমাংসার জন্য অগ্রে "শব্দ" এই শব্দের মুখ্য অর্থ আদির বিবরণ প্রদর্শিত হই-তেছে। যথা "শব্দকরা" এই অর্থ বোধক শব্দ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে অল্‌প্রত্যয় করিয়া "শব্দ" এই শব্দ সাধিত হয়। ইহা কবি-কল্পদ্রুমে উক্তধাতু। সকল বৈয়াকরণিক মতেই এই ধাতুনিষ্পন্ন, উহার টীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ বলেন যে, উপসর্গসহ প্রয়োগে আবিষ্কার অর্থ প্রতীতি হয়-যথা-প্রশব্দয়তি স্থলে, প্রশব্দে গভীর অভ্যর্থ স্ফুটীকরণ বা ব্যক্তীকরণ বুঝাইবে ॥ শব্দ, শ্রোত্রগ্রাহ্যগুণ পদার্থ বিশেষকে শব্দ কহা যায়। অমরসিংহের অভিধানে উহার পর্য্যায় যথা, শব্দ ১, নিনাদ ২, নিনদ ৩, ধ্বনি ৪, ধ্বান ৫, রব ৬, স্বন ৭, স্বান ৮, নির্ঘোষ ৯, নির্হ্রাদ ১০, নাদ ১১, নিঃস্বান ১২, নিঃস্বন ১৩,

আরব ১৪, আরাব ১৫, সংরাব ১৬, বিরাব ১৭। শব্দ চন্দ্রিকা অভিধানে যথা, সংরব ১৮, রাব ১৯। জটাধরের মতে, ঘোষ ২০। শ্রীমহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বেতে দশভাগে শব্দ বিভাগ করিয়াছেন—ষড়্জ১, ঋষভ ২, গান্ধার ৩, মধ্যম ৪, পঞ্চম ৫, নিষাদ ৬, ধৈবত ৭, ইষ্ট ৮, অনিষ্ট ৯, সংহত ১০, এইরূপে বিশিষ্ট বিভাগ আছে। হেমচন্দ্রকৃত অভিধানে কারণ-বৈলক্ষণ্যে শব্দ-বিশেষের সংজ্ঞাবিশেষ অভিহিত আছে, যথা, মনুষ্যের গুণ বা অনুরাগ বশতঃ প্রযুক্ত ধ্বনিকে শীৎকার বা প্রণাদ, অপান-জাত শব্দকে পর্দ্দন (পায়ু বায়ুত্যাগ) কুক্ষি (বগল) জাত শব্দকে কর্দ্দন, ক্রন্দন জন্য শব্দকে সুভট ধ্বনি এবং তুমুল ব্যাকুল রবকে কোলাহল এবং কলকল, বস্ত্র ও পত্রাদি সঞ্চলন জন্য শব্দকে মর্ম্মর, অলঙ্কার-কঙ্কনাদির শব্দকে শিঞ্জিত, সিংহের ধ্বনি বা সিংহ নাদকে ক্ষ্বেড়া, অশ্বের রবকে হেষা বা হ্রেষা, হস্তির রবকে বৃংহিত ও গর্জ্জন, ধনুকের শব্দকে বিস্ফার,গো ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতির ধ্বনি বা রবকে হম্ভাও রম্ভা, মেঘের শব্দ স্তনিত, গর্জ্জিত, গর্জ্জি, স্বনিত ও রসিত ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। বিহঙ্গম-পক্ষীর রবকে কূজিত, তির্য্যক্ জাতির রবকে রুত এবং বাশিত, ব্যাঘ্রের রবকে রেবা ও রেষা, কুকুরের রবকে বুক্কন ও ভষণ, পীড়িতদিগের রবকে কণিত এবং রমণকালীন অব্যক্ত ধ্বনিকে মণিত, তন্ত্রীয় শব্দকে প্রক্বাণ এবং প্রক্বণ, মর্দ্দলের শব্দকে সুন্দল, কীচকের অর্থাৎ বায়ুদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া স্বননশীল বা শব্দায়মান বেণুর শব্দকে ক্ষীজন, ভেরীরনাদ বা ধ্বনিকে টট্ট্যার, অতি উচ্চৈঃধ্বনিকে তার, গম্ভীর ধ্বনিকে মন্দ্র, কল ধ্বনিকে মধুর, সূক্ষ্মকল ধ্বনিকে কাকলী, লয়ের অনুগত ধ্বনিকে একতাল, ধ্বনিবিকারকে কাকু এবং প্রতিধ্বনি প্রতিশ্রুত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এবং অমর সিংহ, বজ্রনিষ্পেষকে স্ফূর্জথু বা নির্ঘোষ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দের নানাবিধ সংজ্ঞায় অভিধান করিয়াছেন॥

শব্দসম্পর্কীয় যৎকিঞ্চিৎ সবিশেষ বিবরণের অবগতিবিষয়ক মদীয় উপায় প্রণালী অনুরোধবশতঃ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। বাল্যকালে পঠদ্দশায় মুগ্ধবোধব্যাকরণের অধ্যয়নাবসরে প্রথমসূত্রে প্রণবের

উচ্চারণে শব্দ দ্বারা মঙ্গলের বিধান ইহাই প্রয়োজন। "ওঁ নমঃ শিবায় ইতি নমস্কার সূত্রম্" এই সূচনার উদ্দেশে নমস্কার সূত্রের উল্লেখ করিয়া "শং শব্দৈঃ। শব্দৈর্মঙ্গলং স্যাদিতিপ্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধাঃ।" এই দ্বিতীয়সূত্রে এবং তাহার বৃত্তিতে, ও ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারের ব্যাখ্যানে জানা গেল যে, শব্দ দ্বারাই মঙ্গল হয় বলিয়া শব্দ ব্যুৎপাদক শাস্ত্রারম্ভে বাচিক-নমস্কার-শব্দ দ্বারা সাধনেই সকলমঙ্গলসিদ্ধ হয়, এই সিদ্ধান্ত জানা গেল। ক্রমে উপনয়ন-সংস্কার-কালীন গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ উপদেশে জানিতে পারিলাম যে, ঐ মন্ত্র-গায়ত্রীই, শ্রুতির সাবিত্রী, আম্নায়-মাতা, বিপ্রপ্রভৃতির দ্বিজত্ব-জননী এবং পরমানন্দদায়িনী, পরমব্রহ্মস্বরূপিনী॥ গায়ত্রী শব্দের অর্থে গান-কারীর ত্রাণ-কারিণী বলিয়া জানা গেল। যথাক্রমে বৈয়াকরণভূষণসার, পাণিনি, ব্যাকরণ-কৌমুদী, ফণিভাষিত মহাভাষ্য, শব্দকৌস্তভ, শব্দেন্দুশেখর, মনোরমা ও মঞ্জুষা প্রভৃতি শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন অবসরে স্ফোটবাদপ্রভৃতিতে মীমাংসিত সিদ্ধান্তে জানা গেল যে, বেদে "শব্দো নিত্যঃ প্রতিজ্ঞাতঃ" এই শ্রুতিমূলক প্রমাণ বচনে নির্দ্ধারিত শব্দের নিত্যতা কি প্রকারে সম্ভব? যেহেতু বর্ণসমুদয়ের প্রথমক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষণে লয় হওয়াতে প্রতিশব্দের চরমবর্ণের উচ্চারণের পরও অর্থের প্রতীতি হওয়া বিষয়ে অর্থাৎ রাম, লক্ষ্মণ, এবং ভরত আদি প্রতিশব্দই অকারান্ত হওয়াতে প্রতিশব্দের অন্তিম অকারোচ্চারণের পর অপর শব্দের প্রতীতি, যেমন, রাম উচ্চারণে লক্ষ্মণের উপস্থিতি কেনই বা হইবে না? ইত্যাদি তর্কে মীমাংসাপূর্ণবিচারে শব্দের নিত্যতায় স্ফোটশব্দের শক্তিদ্বারা মীমাংসিত অর্থের অবগতিতে, অর্থাৎ বৈয়াকরণিক শাব্দবোধান্তর্গতপ্রকরণে বিবৃত বর্ণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণানুভবসহিত চরমবর্ণানুভবব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক অখণ্ডশব্দশক্তি বিশেষের অবগতিতে সংশয় দূর হইয়া শব্দ যে নিত্য ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানা গেল। সংস্কৃতভাষার শাব্দশাস্ত্রে নিরূপিত স্ফোটের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ ব্যাখ্যান প্রদর্শিত হইতেছে যথা,—

বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোহর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি—

বর্ণাতিরিক্তো হন্ত্যবর্ণানুভবব্যঙ্গ্যঃ স্ফোটনামা শব্দঃ স্বীকার্য্যঃ। স্ফুটতি প্রকাশতে হর্থো হনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা চ তস্য সার্থকনামতা

বোধ্যা, সমর্থিতশ্চৈব এব পক্ষঃ পাতঞ্জলভাষ্যে শ্রীব্যাসচরণৈঃ। উক্তঞ্চ শব্দকৌস্তভে পূজ্যপাদ-শ্রীবোপদেবচরণৈঃ "শক্যত্ব ইব শক্তত্বে জাতের্নাবরমীক্ষ্যতাম্। ঔপাধিকো বা ভেদো হস্ত বর্ণানাং তারমন্দ্রবৎ"॥ ইতি। মঞ্জুষাধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতবচনে স্ফোটরূপশব্দো হর্থান্নাত ইত্যবগন্তব্যম্। শ্রীহরিবংশেঽপি, "অক্ষরাণামকারত্বং স্ফোটত্বং বর্ণ-সংশ্রয়ঃ" ইতি স্ফোটস্ত বর্ণাশ্রয়ত্বং স্পষ্টমুক্তম্॥ এতন্মতাঽভিপ্রায়েণৈব "স্ফোট ইত্যাহ" ইতি শারীরকভাষ্যে স্ফুট-ব্যুৎপাদনম্ "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ" ইতি নিরাকরণন্তুবর্ষগ্রহণাৎ তন্মতাভিপ্রায়েণ। "ন স্ফুটঃ প্রতীত্যঽপ্রতীতিভ্যাম্" ইতি সাঙ্খ্যসূত্রে হপি স্ফোটখণ্ডনমুপবর্ষমতাভিপ্রায়েণেতি সর্ব্বমবদাতম্। স চ স্ফোটঃ, বর্ণপদাদি ভেদেন হি অনেকবিধঃ বাহুল্যভয়ান্ন প্রপঞ্চিতঃ॥ তস্য স্ফোটস্যাঽভিব্যক্তৌ প্রাকৃতস্য ধ্বনেঃ কারণত্বং চিরচিরস্থিতৌ তু প্রাকৃতধ্বনিজাত-বৈকৃতধ্বনেরিতি বিবেকঃ। তথাহি বাক্যপদীয়ে, "স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।" ইতি। স্থিতিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে"। ইতি চ। স্থিতিভেদে চিরচিরতরকালস্থিতো ধ্বনিস্তু পূর্ব্বলক্ষিতঃ। তস্য স্ফোটস্য নিত্যতয়া ধ্বনিগত-হ্রস্বদীর্ঘাদিকালস্য তত্রোপচারঃ। তথৈব চ বাক্যপদীয়ে প্রতিপাদিতম্। "স্ফোটস্যাঽভিন্নকালস্য ধ্বনিকালাঽনুপাতিনঃ। স্বভাবতস্তু নিত্যত্বাৎ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদিষু। প্রাকৃতস্য ধ্বনেঃ কালঃ শব্দস্যেত্যুপচর্য্যতে"॥ শব্দস্য স্ফোটস্য নিত্যতয়া অভিন্নকালস্য হ্রস্বদীর্ঘাদিষু প্রাকৃতধ্বনেঃ কালঃ তারত্বাদিধীহেতুরুপচর্য্যতে ইতি তদর্থঃ॥ এবঞ্চ বিলম্বিতোচ্চারণস্থলে তত্তদ্বর্ণানাং তদ্বোধজনিতসংস্কারাণাং বা বহুক্ষণপর্য্যন্ত স্থায়িত্বকল্পনমপেক্ষ্য একস্যৈব শব্দস্যাভিব্যক্ত্যনন্তরম্ জায়মানেন বৈকৃতেন ধ্বনিনা বহুকালস্থিতিকল্পনে লাঘবমিত্যপি দ্রষ্টব্যম্॥ ভেরীশব্দাদৌ চ ধ্বন্যঽভিব্যক্ত্যনন্তরং জায়মানপ্রাকৃতধ্বনের্বহুকাল স্থায়িত্বদর্শনেন অত্রাপি তথাকল্পনৌচিত্যাৎ। অতএবচ মহাভাষ্যে "এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দো ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ" ইত্যাদিনাঽভিব্যঞ্জকোপকারকত্বেন ধ্বনেঃ স্ফোটরূপশব্দগুণত্বমভিহিতমভিহিতঞ্চ ধ্বনের্হ্রস্বদীর্ঘত্বেনাপি ভানম্, যথা "ধ্বনিঃ স্ফোটস্য শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

হ্রস্বো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিৎ স্বয়ং নৈব স্বভাবতঃ ॥" ইতি, ন স্বভাবতস্তদ্রূপেণ স্ফোটো লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। ধ্বনিবিকারে চ বায়ুসংযোগবিশেষস্য হেতুত্বং তস্য বহুকালস্থায়িত্বে বিলম্বিতত্বমল্পকালস্থায়িত্বে দ্রুতত্বমিতি বিবেকঃ॥ এবং বহুবিধেষু স্ফোটেষু বাক্যস্ফোটস্যৈব সিদ্ধান্তে নিষ্কৃষ্টতয়া তস্যৈব বোধকত্বং তদ্‌ঘটকপদানান্ত পদমধ্যবর্ত্তিবর্ণবৎ নিরর্থকত্বং বিশিষ্টার্থদ্যোতনায়ৈব তেষাং প্রয়োগাৎ। তথাচ "ব্রাহ্মণার্থো যথা নাস্তি কশ্চিৎ ব্রাহ্মণকম্বলে। দেবদত্তাদয়ো বাক্যে তথৈব স্যুর্নিরর্থকাঃ" ॥ ইতি ॥ পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষবয়বা ন চ। বাক্যাৎ পদানামত্যন্তম্ প্রবিবেকো ন কশ্চন" ॥ ইতি চ বাক্যপদীয়ে পদাত্তসভাবং দর্শয়তি। তথা—"বাক্য স্ফোটোঽতিনিষ্কর্ষে তিষ্ঠতীতিমতস্থিতিরিতি" হরিকারিকায়াং, সিদ্ধান্তে বাক্যস্ফোটস্যৈব সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদিতম্ ॥

স্ফোট শব্দের অর্থ এই, যাহা দ্বারা অর্থ স্ফুটিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, উহাকে স্ফোট বলা যায়। বর্ণ হইতে অতিরিক্ত, অন্ত্য বর্ণের অনুভব সম্পর্কে ব্যঞ্জনা-বৃত্তি দ্বারা প্রকটীকৃত স্ফোটনামক শব্দ অবশ্যই স্বীকার করা বিধেয়, এবং আবশ্যক। ব্যাকরণ-ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ অর্থ-দ্বারা স্ফোটের নাম সার্থকই বটে, ইহাই বোধ হইতেছে। পাতঞ্জল ভাষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীব্যাসদেবও উহার সমর্থন করিয়াছেন। ঐ বিষয়ই পূজ্যপাদ শ্রীবোপদেব গোস্বামী, শব্দকৌস্তুভে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন, যে গোশব্দে, গলকম্বল আদি বিশিষ্ট চতুষ্পাদ পশু বিশেষরূপ শক্য অর্থ, অভিধা-শক্তিদ্বারা অভিহিত হয়। সাম্নাদিবিশিষ্ট চতুষ্পাদ পশুরূপ অর্থ প্রত্যায়ক গোত্ব জাতিতেই ঐ শক্তি, অথচ "গৌঃ" এই পদটি গ, ঔ, এবং বিসর্গ, এই তিন বর্ণ সংযোগে উচ্চারিত এবং পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের শক্যতাও শক্তত্ব স্বীকারে জাতি-সম্বন্ধে মহান্ গৌরব হয়। অথবা দুই প্রকার সিদ্ধ উপাধি প্রভৃতি মতভেদ থাকুক না কেন, অন্ধকে দর্শন করাইয়া দিবার তুল্য, যাহাদ্বারা শক্যত্ব ও শক্তত্ব জাতিগত লাঘব হইয়া বর্ণ সকলের উচ্চারণে অর্থ প্রত্যায়ক হয়, উহাই স্ফোট। মঞ্জুষাগ্রন্থে উদ্ধৃত শ্রীভাগবতবচনে স্ফোটরূপ শব্দের তাৎপর্য্যেই উপস্থিত হইল, ইহাই অবগত হইবে।

শ্রীহরিবংশেও উক্ত আছে যে, "অক্ষরের মধ্যে অকার তুমি, এবং বর্ণসংশ্রয় স্ফোটও তুমি," এই সকল-প্রমাণবচন-সমর্থিত-মীমাংসার স্ফোট যে, বর্ণাশ্রয় ইহাই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তিত হইল॥ "স্ফোটের কথাই বলিয়াছেন" শারীরকভাষ্যে এই মতাভিপ্রায়েই স্ফোটশব্দের ব্যুৎপত্তিদ্বারা অর্থ স্ফুট করিয়াছেন, "বর্ণসমগ্র ই শব্দ ইহা ভগবান্ উপবর্ষের উক্তি" উল্লেখে উদ্ধৃত করাতেই উপবর্ষেরই মতে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ হইতেছে। "প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত এই দুই বিধায়, স্ফুট নহে।" এই সাঙ্খ্যসূত্রেও যে স্ফোট খণ্ডন, উহাও উক্ত উপবর্ষের মত, ঐ অপ্রিভায়ের অনুসারি বলিলেই সমস্তই পরিষ্কার হইয়া স্ফোট সিদ্ধ হইল। সেই স্ফোট, বর্ণস্ফোট এবং পদস্ফোট প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার। অত্যন্ত বাহুল্য হইবে, এই ভয়ে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিবরণ উদ্ধৃত হইল না। সেই স্ফোটের সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত করার বিষয়ে, প্রাকৃত-ধ্বনি-জাত বৈকৃত-ধ্বনিই সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইল। বাক্যপদীয়-গ্রন্থেও উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত লেখা আছে যে, স্ফোটের অনুভবে প্রাকৃত ধ্বনিই কারণ বটে, কিন্তু চির-চিরতর-স্থিতি ভেদে, প্রাকৃত-ধ্বনিজাত বৈকৃতধ্বনিই সেই স্ফোটের কারণ বলিয়া জানিবে॥ স্ফোটের স্থিতিভেদস্থলে পূর্ব্বলক্ষণানুক্রমে চির-চিরতর-কালস্থায়ী-ধ্বনিও তাহার কারণ, ইহা বিবেচনা-সিদ্ধ। উক্ত স্ফোটের নিত্যতা-নিবন্ধন ধ্বনি বিষয়ে হ্রস্ব-দীর্ঘাদি-কালের উপচার বা আরোপ করিয়া জানিবে। বাক্যপদীয়-গ্রন্থেও ঐ মত প্রতিপন্ন করা আছে। ধ্বনি, কালের অনুপাতি, স্ফোটের কালগত অভেদ প্রযুক্ত ও নিজস্বভাবসুলভ প্রাকৃত ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ ও প্লুত আদি বিষয়ে প্রাকৃত-ধ্বনির যে কাল তারস্বরত্বাদি বোধে কারণ বলিয়া উপচার বা আরোপ মানিবে, এই প্রকারে বর্ণ সকলের বিলম্বিত অর্থাৎ লম্বায়মাণ উচ্চারণস্থলে সেই সেই উচ্চারিত বর্ণের কিম্বা তাহাদিগের বোধ-জনিত-সংস্কারের বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থান কল্পনা অপেক্ষায়, একটি শব্দের উচ্চারণের পর, জায়মান-বৈকৃত-ধ্বনি-দ্বারা দীর্ঘকাল-স্থিতিকল্পনায় যে লাঘব হয়, উহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত॥ ভেরী প্রভৃতি জন্য

শব্দাদিতেও-প্রাকৃত ধ্বনির সর্ব্বতোভাবে প্রকাশের অনন্তর জায়মান বৈকৃত ধ্বনির দীর্ঘকাল অবস্থান প্রদর্শন-হেতুক এখানেও উক্ত প্রকার উপচার বা আরোপ কল্পনা উচিত। অতএবই মহাভাষ্যে "এমত হইলে তবে স্ফোট শব্দ, আর ধ্বনি হইতেছে শব্দের গুণ" ইত্যাদি বচনে সর্ব্বতোভাবে প্রকটীকরণে উপকারক বলিয়া ধ্বনিকে স্ফোটরূপশব্দের গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ ধ্বনিরও হ্রস্বদীর্ঘ আদি-ভানও প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেমন ধ্বনি স্ফোটের, এবং শব্দ সকলেরও ধ্বনিতেও সেইরূপ, হ্রস্ব ও দীর্ঘভাব আরোপিত হয়। বাস্তবিক-পক্ষে, স্ফোট স্বভাবতঃ হ্রস্ব ও দীর্ঘ আদিরূপে লক্ষিত হয় না। আরোপে ভানমাত্র জানিবে। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ॥ ধ্বনির বিকার সম্বন্ধে কারণ যে বায়ুসংযোগবিশেষ, উহা বহুকালস্থায়ী হইলে ধ্বনিও বিলম্বিত, আর অল্পকালস্থায়ী হইলে দ্রুত হয়, ইহাই বিবেচনা-সিদ্ধ। এই প্রকারে বহুবিধ স্ফোটের পর্য্যালোচনায় সিদ্ধান্ত পক্ষে বাক্যস্ফোটই মীমাংসিত নিষ্কর্ষ, ইহাই সবিশেষ বিবেচনা-সিদ্ধ, এবং স্ফোট-ঘটক-পদ-সকলের বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্যই কৃত-প্রয়োগ-পদসকল, পদমধ্যবর্ত্তি বর্ণসকলের তুল্য নিরর্থক জানিবে। বাক্যপদীয়-গ্রন্থেও এই নির্ণীত আছে "ব্রাহ্মণ-কম্বল শব্দে যেমন ব্রাহ্মণের সার্থকতা নাই, সেইরূপ বাক্যে দেবদত্তাদি-পদ নিরর্থক জানিবে। এবং সকল বর্ণ, পদে থাকে না, আর সকল অবয়বও বর্ণে থাকে না, সুতরাং বাক্যে সকল পদের অত্যন্ত আবশ্যকতা নাই ইহাই প্রকৃষ্ট বিবেচনা-সঙ্গত। এই মীমাংসাপূর্ব্বক পদাদির অসদ্ভাব এবং বাক্যস্ফোটই অতিনিষ্কর্ষ। ইহাই প্রদর্শন করিলেন যে বাক্যস্ফোটই সর্ব্বসম্মত অতিনিশ্চিত সারস্থিরসিদ্ধা-স্থিত ব্যবস্থা, ইহা হরিদাসের কারিকাতে উক্ত॥ প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত পক্ষে বাক্যস্ফোটই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইল॥ ইহাতে প্রকৃতপক্ষে শব্দের নিত্যতায় গানকীর্ত্তনাদির নিত্যত্ব-সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইবার উপক্রম হইল॥ এ পক্ষে সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রের পাঠাবস্থায় সাহিত্যদর্পণের ১ প্রথম পরিচ্ছেদেরই অধ্যয়নে জানা গেল যে, "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ

সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ভবতি” “ইত্যাদি বেদবাক্যেভ্যশ্চ সুপ্রতীতৈব”। সারবান্ এবং রসপূর্ণভাবে পরিষ্কারপ্রয়োগ করা, এবং তাদৃশভাবে সারবান্ বলিয়া সম্যক্প্রকারে অবগত, একটি শব্দই মর্ত্ত্যলোকে এবং অমরলোকে যথেষ্টফলপ্রদ হয়। ইত্যাদি, বেদের প্রমাণ বচনে শব্দদ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, ইহা অতি সুপ্রসিদ্ধ ও বেদ-বচন-প্রমাণীকৃত আছে, জানা গেল। কোন শব্দ, কি বিধায় প্রয়োগ করিলে তাদৃশ মহৎ ফল সহজে পাওয়া যায়, তাহার বিধান ও অনুষ্ঠান জানিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম, অথচ এদিগে যথাক্রমে ন্যায় ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রীয় গ্রন্থ অধ্যয়নে জানা গেল যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে চারিটি অনুভূতি প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে চতুর্থ শাব্দ অনুভূতি প্রমাণদ্বারা নিঃশ্রেয়স পাওয়া যায়, ইহা সিদ্ধান্তিতরূপে অবগত হওয়া গেল। ক্রমান্বয়ে সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূত-বেদান্তদর্শনের অধ্যয়নে ছয়টি প্রমাণ আছে বিদিত হওয়া গেল, তন্মধ্যে চতুর্থ, শব্দ-প্রমাণ। উহার অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনাদিদ্বারা বেদান্ত-পরিভাষা ও বেদান্ত-শিখামণি প্রভৃতি গ্রন্থে চতুর্থ প্রমাণ আগমই সর্ব্বসম্মত প্রমাণরূপে পরিগণিত ইহা স্থির হইল॥

অথ আগম শব্দার্থ বিবরণম্ যথা, সকল গমনার্থধাতুর জ্ঞানার্থ প্রতিপাদন প্রযুক্ত জ্ঞানঅর্থবাচক আ+গম ধাতুর ভাববাচ্যে ঘঞ্প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, আগম-শব্দ। তাহার অর্থ শব্দজন্য জ্ঞান। করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়েও এই শব্দ সিদ্ধ হয়। মনু কহিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বিবিধাগম শাস্ত্র, অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, ও করণাপাটব, এই চতুষ্টয়দোষরহিত-বাক্যজন্য বোধ বা উপদেশ যাহা হইতে পাওয়া যায়, উহাকে আগম বলা যায়॥ যথা “প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা” ॥ ইতি। বিবিধানাং ধর্ম্মাণামাগমো যস্মাৎ বিবিধাগমম্॥ শাব্দবোধসাধন যে শব্দরূপ, তদ্বিষয়ক প্রমাণ, যথা—“ঐতিহ্যমনুমানঞ্চ প্রত্যক্ষমপি চাগমম্। যে তু সম্যক্ পরীক্ষ্যন্তে কুতস্তেষামবুদ্ধিতা”॥ ইতি শ্রীরামায়ণে॥ “আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে। মতশ্চ

হৃদয়াম্ভোজে তস্মাদাগম উচ্যতে" ॥ ইতি যামলোক্তেঃ ॥ "সিদ্ধং সিদ্ধৈঃ প্রমাণৈস্তু হিতং চাত্র পরত্র বা। আগমঃ শাস্ত্রমাপ্তানামাপ্তাস্তত্ত্বার্থবেদিনঃ" ॥ ইতি ॥ "শৃণুতাং জায়তে ভক্তিস্ততো গুরুমুপাসতে। স চ বিত্তাগমান্ বক্তি বিষ্ণাযুক্ স্বাশ্রিতান্ নৃপ" ॥ ইতি শ্রীদেবীপুরাণে ॥ স চ গুরুঃ বিত্তাসাধনমাগমং বক্তি উপদিশতীত্যর্থঃ ॥ আগম শব্দে বেদ সকলকেও বোধ হয়, যথা—"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" "আগমঃ খল্বপি ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদো২ধ্যেয়ঃ জ্ঞেয়শ্চেতি" শ্রীফণিভাষ্যে। "আগমঃ প্রয়োজকঃ প্রবর্ত্তকঃ নিত্যকর্ম্মতাং ব্যাকরণাধ্যয়নস্ত দর্শয়তি প্রয়োজনশব্দেন ফলং প্রয়োজকশ্চেতি" কৈয়টে ॥ "আগমপদেন শ্রুতিরিতি" উদ্দ্যোতঃ। "বহবো২প্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ শুদ্ধিহেতবঃ"। ইতি রঘুবংশে ॥ মন্ত্রে চ যথা "সর্ব্ববেদঃ ক্রিয়ামূলং ঋষিভির্বহুধোদিতঃ। কালো দেশঃ ক্রিয়াকর্ত্তা করণং কার্য্যমাগমঃ। দ্রব্যং ফলমিদং ব্রহ্মন্ নবধোক্তো২জয়া হরিঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকঃ ॥ তত্র কালঃ প্রতরাদিঃ, দেশঃ সমাদিঃ, ক্রিয়া২নুষ্ঠানম্, কর্ত্তা ব্রাহ্মণাদিঃ, কারণং স্রুবাদিঃ, কার্য্যং যাগাদি, আগমো মন্ত্রাদিঃ, দ্রব্যং ব্রীহ্যাদি, ফলং স্বর্গাদি" ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যানে ॥ ইত্যাদি প্রমাণবচনদ্বারা আগম যে একটি প্রধান প্রমাণ, তাহা জানা গেল ॥ আগম শব্দের অর্থ বিবরণ। সকল গমনার্থক ধাতুর জ্ঞানার্থপ্রযুক্ত জ্ঞান অর্থবাচক আ+গমধাতু ভাববাচ্যে ঘঞ্প্রত্যয় দ্বারা আগম শব্দ সাধিত হইয়াছে। তাহার অর্থ, শব্দজন্য জ্ঞান। করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিলেও এই শব্দ সাধিত হয় ॥ মনু কহিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বিবিধ আগমশাস্ত্র (অর্থাৎ বস্তুতে অবস্তু বা অন্যথা বস্তুর জ্ঞান, অনবধানতা, বিরুদ্ধভাবে প্রতিপন্ন করাইবার ইচ্ছা, এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, এই দোষচতুষ্টয়-রহিতের বাক্য বা উপদেশ জন্য বোধ যাহা হইতে পাওয়া যায়," উহাকে আগম বলা যায় ॥) ধর্ম্মের সংশোধনাভিলাষি ব্যক্তির, অনুমান ও নানাপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশপূর্ণ আগমশাস্ত্র, এই তিনটি সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া রাখা উচিত। ঐতিহ্য, প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং আগম, যাহারা সর্ব্ববিধায় পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের

অন্ন বুদ্ধিতার অকুতোভাব হয়। ইহা শ্রীরামায়ণে উক্ত আছে॥ শ্রীযামলে উক্তি আছে যে, শ্রীমৎপঞ্চাননের পঞ্চবদন হইতে আগত, এবং শ্রীগিরিনন্দিনীর শ্রীমুখদ্বারা অবগত, এবং হৃৎপদ্মে সঙ্গত হওয়া প্রযুক্ত আগম এই সংজ্ঞাটি সার্থক-প্রয়োগ হইয়াছে॥ যথাভূত যথার্থ-বস্তুর বিজ্ঞাতাদিগকে আপ্ত কহা যায়, সেই আপ্তদিগের আদেশ-বাক্যই আগম। ইহা সিদ্ধগণের প্রমাণিত, উহা ইহলোকে এবং পরলোকের হিতকর উপদেশাদিতে পূর্ণ, এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণা-পাটব এই দোষচতুষ্টয়রহিত আপ্তদিগের উপযুক্ত॥ "হে নরপাল! আগমশাস্ত্রের শ্রবণে ভক্তির প্রাদুর্ভাব হইলে সমুৎপন্ন-ভক্তি ব্যক্তি গুরুর নিকটে শরণাগত হয়, তখন শরণাগতবৎসল বিদ্যা-যোগী ঐ গুরু তথাবিধ শিষ্যকে আগমবিহিত তত্ত্ববিদ্যার উপদেশ করেন"। ইহা শ্রীদেবীপুরাণে উক্ত॥" রাক্ষসসংহারকারী আগমে উপজাত-সন্দেহ ঋষিগণই প্রয়োজন॥ অহৈতুক-ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু-ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষে ষড়ঙ্গবেদস্বরূপ আগম অধ্যয়ন করিয়া অহৈতুকধর্ম্ম অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য"। ইহা শ্রীফণিভাষিত মহাভাষ্যে উক্ত॥ কৈয়টেও উক্তি আছে যে "আগম অহৈতুক-ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজক এবং নিত্যকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়। প্রয়োজনশব্দে ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফল, তাহারও প্রয়োজক আগমই বটে"॥ আগম-শব্দের অর্থ শ্রুতি"। ইহা উদ্যোতে প্রতিপাদিত আছে॥ "সর্ব্বথা শুদ্ধির হেতুভূত পথ আগমদ্বারা বিভিন্ন হইয়া বহুধা হইয়াছে।" ইহা রঘুবংশে বর্ণিত। আগম শব্দে মন্ত্রকেও বুঝায়, যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোক—"সকল ক্রিয়ার মূল যে বেদ, উহা ঋষিরা বহু প্রকারে বিভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন। "হে ব্রহ্মন্! প্রাতঃকাল প্রভৃতি ক্রিয়োচিত 'কাল,' উক্ত কার্য্যোপযোগি সমআদি 'প্রদেশ', অনুষ্ঠান (ক্রিয়া) ব্রাহ্মণাদি 'কর্ত্তা,' স্রুক্স্রুবাদি যজ্ঞসাধনযন্ত্র 'করণ', যজ্ঞাদি 'কর্ম্ম', 'আগম' অর্থাৎ মন্ত্র আদি, ধান্যাদি 'দ্রব্য', এবং স্বর্গাদি 'ফল', এই নয় প্রকার, জন্মরহিতা স্বাভাবিকী নিজশক্তি অজা সহকারে শ্রীহরির উদয় হয়।" ইহা শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ এই সমস্ত

শাস্ত্রীয় প্রমাণ বচনদৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, আগম একটি প্রধান প্রমাণ, উহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই॥

ঐ আগমের মাতা বা আম্নায়ের প্রসূতি, গায়ত্রী। গায়ত্রীই সকল বেদের মূল, সকল ছন্দের প্রধানতমা; উপাসক, জাপক ও গায়কদিগের মনঃশান্তিকারিণী, ত্রাণকর্ত্রী, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী, ত্রিকালে ত্রিকালরূপধারিণী ও গান গীত বা সঙ্গীতের রাগরূপিণী॥ গায়ত্রীশব্দের অর্থ বিবরণ। তাণ্ডবব্রাহ্মণ এবং উহার ভাষ্যে ব্যাখ্যান অনুসারে গানকারিকে ত্রাণ করে এই অর্থে গায় —ত্রৈ+ক প্রত্যয়দ্বারা গায়ত্রীশব্দসাধিত হইল। গান করা যায় যদ্দারা গৈ+ঘঞ যণ্ নিপাতনে হ্রস্ব গয় প্রাণ, তাহাকে ত্রাণ করে ত্রৈ + ক, এইরূপেও গায়ত্রী শব্দ সাধিত হইয়া থাকে। ষড়ক্ষর পাদক ছন্দোভেদ ইত্যাদি উক্তির পর গায়ত্রী একটি বৈদিক ছন্দো বিশেষ, তাহা ২৪ চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক-মন্ত্রস্বরূপ। উহার দেবতা অগ্নি, ও সমুদয় ছন্দের প্রধান,গায়ত্রী-ছন্দঃ, তৎপ্রয়োক্তৃগয়ত্রাণকারিতা নিবন্ধন গায়ত্রী নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় গায়ত্রী-সংস্কার দ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়, অতএব তদবধি তাঁহারা দ্বিজ বা দ্বিজন্মা-পদ-বাচ্য হয়। এই গায়ত্রীর প্রথমপাদ ভূর্ভুবঃস্বঃ, এই ত্রিলোকে যে ব্যক্তি গায়ত্রীর উপাসনা করে সে ত্রিলোকান্তর্গত যাবতীয় পদার্থকে জয় করিতে পারে। ঋগ্ যজুঃ ও সাম গায়ত্রীর দ্বিতীয়পাদ, গায়ত্রীর উপাসকব্যক্তি ঐ বেদত্রয় নামক ত্রৈবিদ্য-ফলকে জয় করিতে পারে। প্রাণ অপান এবং ব্যান এই তিনটি গায়ত্রীর তৃতীয়পাদ, সুতরাং গায়ত্রীর উপাসকব্যক্তি প্রাণিমাত্রকে জয় করিতে পারে। এবং উহার চতুর্থপাদ দর্শন (সূর্য্য মণ্ডলাদি, উপর্য্যুপরি সমস্তলোক) গায়ত্রীর উপাসক ব্যক্তি সূর্য্যের তুল্য ভাগ্য যশঃ ও কীর্ত্তিদ্বারা সকল লোক উজ্জ্বলিত করিতে সমর্থ হয়॥ এই গায়ত্রী জগতের প্রাণস্বরূপ॥ অতএব তাহাতেই জগত্, সমস্তদেবতা ও সকলবেদ প্রতিষ্ঠিত॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রীর অন্তবিধ নির্ব্বচনাদি বহুতর বিবৃত আছে। সর্ব্বাত্মিকা গায়ত্রী ব্রাহ্মণ সকলের সাররূপা, এই গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণেরা দ্বিজাতিগণের

প্রভৃতি ও কুশলার্থ-বোধে নিয়ত সেবা করিয়া থাকেন। এবং চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মিকা গায়ত্রীর প্রতি অক্ষরই ভাবনা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব এবং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে গায়ত্রীবিষয়ক বিশেষবিবরণে বিবৃত, এই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ৫, পঞ্চভূত-আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী ৫, মন ১, বুদ্ধি ২, আত্মা ৩, অব্যক্ত ৪, ও উত্তম (সর্ব্বত্র গামী পুরুষ) ৫, এই মিলিত সপ্রণবা ২৫ পঞ্চবিংশতি অক্ষরাত্মিকা গায়ত্রী জপ করিবেক॥ যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, গায়ত্রীর প্রতি অক্ষরে দেবতাবিশেষের অধিষ্ঠানভেদে তত্তদক্ষরকে দেবতার স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—'তৎ' অগ্নি, 'স' বায়ু, 'বি' সূর্য্য, 'তুঃ' বিদ্যুৎ, 'ব' যম, 'রে' বরুণ, 'ণ্' বৃহস্পতি, 'য়ম্' পর্জ্জন্য, 'ভ' ইন্দ্র, 'র্গঃ' গন্ধর্ব্ব, 'দে' পুষা, 'ব' মিত্রাবরুণ, 'স্য' ত্বষ্টা, 'ধী' বায়ু, 'ম' মরুৎ, 'হি' সোম, 'ধি' অঙ্গিরা, 'য়ঃ' বিশ্বদেব, 'য়ঃ' অশ্বিনীকুমার, 'নঃ' প্রজাপতি, 'প্র' সর্ব্বদেবময়, 'চো' রুদ্র, 'দ' ব্রহ্মা, 'য়াৎ' বিষ্ণু। ইহাদিগকে জপকালে সম্যক্ স্মরণ করিলে তাঁহাদিগের সহ সমানরূপে সংযুক্ত হইতে পারা যায়॥ শ্রীস্কন্দপুরাণীয়কাশীখণ্ডে বর্ণিত মতে, যাবতীয় শাস্ত্রের সারভূতা, বেদমাতা গায়ত্রী, এবং সবিতার সহিত পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, অর্থাৎ গায়ত্রীদ্বারা সবিতারই প্রতীতি হয়॥ গায়ত্রীকে প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক-মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ শ্রীব্যাসদেবের নির্দ্দেশে ঐ বেদমাতা সর্ব্ব-শাস্ত্রসারভূতা, তিনি পূর্ব্বাহ্নে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, এবং সায়াহ্নে সরস্বতী নামে অভিহিতা হয়েন। গানকারকব্যক্তির ত্রাণ করেন বলিয়া সকল শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট, তদনুসারে উহা গায়ত্রী নামে অভিহিত॥ গায়ত্রীর জপ করিলে সংখ্যাভেদে কামনামাত্রেরই সিদ্ধি হয়, এবং কামনারহিত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর পরম পদের সম্যক্‌রূপে প্রাপ্তি হয়। শ্রীঅগ্নিপুরাণে এবং শ্রীপদ্মপুরাণাদিতে ইহার বহুতর বিবরণ আছে॥ এই সর্ব্ববেদ-সারভূতা ও সকল তত্ত্ব-দেবত্ব-বিভূষিতা গায়ত্রী, সর্ব্বারাধ্যা এবং সর্ব্বগীতোত্তমা।

আহ্নিক তত্ত্বে উদ্ধৃত শ্রীব্যাসবচনম্ "গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী

মধ্যমে দিনে। সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা। প্রতি গ্রহাদদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ। গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ। সবিতৃ-দ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা। জগতশ্চ প্রবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী", তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণং "উদ্যন্তমস্তং যান্তং আদিত্য মভিধ্যায়ন্, কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদে"-ত্যয়মর্থঃ। বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রাণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দস্য বাচ্যমাদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ঐহিকমামুত্রিকঞ্চ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। য এবমুক্ত-ধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কুরুতে, স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেনাজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি" ইতি, শ্রীপরাশরসংহিতাভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ। অতএব শ্রীব্যাসঃ (অভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সো হহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ" ইত্যাদি॥ গায়ত্র্যর্থমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। "দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গো ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব হি॥" তেন গায়ত্র্যাঃ অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গরূপান্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্ম-মৃত্যু ভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং ধীমহি, প্রাগুক্তেন সোহহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ। যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোহস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি॥" শ্রীঅগ্নি পুরাণে শ্রীগায়ত্রীতন্ত্রে চ শ্রীসদাশিবব্রহ্মসম্বাদে শ্রীগায়ত্রীস্তবরাজে স্বরূপ-কবচ-কথন-প্রসঙ্গে চ। শ্রীসদাশিব উবাচ। ওঁ, নারায়ণস্বরূপেণ নারায়ণস্বরূপিণি। নারায়ণাৎ স্বয়ম্ভূতে প্রসন্না ভব সুন্দরি॥ তেজঃস্বরূপে পরমে পরমানন্দরূপিণি। দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে প্রসন্না ভব সুন্দরি॥ নিত্যে নিত্যস্বরূপে চ নিত্যানন্দস্বরূপিণি। সর্ব্বমঙ্গলরূপা ত্বং

প্রসন্না তব সুন্দরি ॥ কায়েন মনসা বাচা যৎ পাপং কুরুতে দ্বিজঃ। তত্তৎ-স্মরণ-মাত্রেণ ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ইত্যুক্তো জগতাং ধাতা তত্র তস্থৌ চ সংসদি। সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং বিষ্ণুলোকং জগাম সা"। ইতি ॥ "মূলাধারে চ যা নিত্যা কুণ্ডলী তত্ত্বরূপিণী। সূক্ষ্মাৎতিসূক্ষ্মা পরমা বিষতন্তু-স্বরূপিণী ॥ বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-প্রতীকাশা কুণ্ডলাকৃতি-রূপিণী। পরমব্রহ্ম-গৃহিণী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ॥ শিবস্য নর্ত্তকী নিত্যা পরম্ব্রহ্ম-প্রপূজিতা ॥ ব্রাহ্মণস্যৈব গায়ত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ইত্যাদি চ ॥"

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য-শ্রীরঘুনন্দন-প্রচারিত আহ্নিকতত্ত্বে উদ্ধৃত শ্রীব্যাস-বচনে বর্ণিত আছে, "সেই গায়ত্রী, পূর্ব্বাহ্নে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, এবং সায়াহ্নে সরস্বতী, এইমত ত্রিসন্ধ্যায়, কালবিশেষভেদে সংজ্ঞাত্রয়ে অভিহিতা হয়। দুষ্প্রতিগ্রহ, অন্ন-দোষ, পাতক, এবং উপপাতক হইতে, গান-কারি ব্যক্তিকে ত্রাণ করে বিধায়, উহা গায়ত্রী নামে কথিতা হয়। সবিতার দীপ্তি-কারণী-ভূতা বিধায়, সাবিত্রী নামে পরি-কীর্ত্তিতা, এবং জগতের প্রসূতি বলিয়াও সাবিত্রী, এবং বাক্য-রূপিণী বিধায় সরস্বতী, সংজ্ঞা হয়। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে বর্ণিতমতে আছে—"উদয়াচলে আরোহণ-কারী এবং অস্তাচলে গমন-শীল আদি-ত্যকে, ব্রহ্মের অভিন্ন-তেজঃ-স্বরূপ-রূপে ধ্যান-কারি বিদ্বান্ ব্যক্তি, সকল মঙ্গলই উপভোগ করিতে পারে। ঐ আদিত্যই ব্রহ্ম, যে সাধক এই প্রকার জ্ঞাত আছেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন। নিম্ন-লিখিত-পদ্ধতি অনুসারে, যথাবিধি প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান-সহকারে যথোক্ত-নাম-রূপ-যুক্ত সন্ধ্যাশব্দের অর্থস্বরূপ আদিত্যকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিলে ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ব-প্রকার কুশলের উপভোগ করিতে পায়" শ্রীপরাশরসংহিতার ভাষ্যে শ্রীমাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তঃকরণে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ করিতে পারে, সে পূর্ব্বেও ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া প্রজ্ঞা যোগ-বশতঃ, দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ, যথোক্ত তত্ত্বজ্ঞান-লাভ-নিবন্ধন অজ্ঞানের পরিহার হইলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্ম লাভ হয়" ॥ এই প্রসঙ্গে শ্রীব্যাসদেবও বলিয়াছেন যে—"গায়ত্রীকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ বোধ করিবেক, এবং আপনাকেও তাঁহার স্বরূপ

স্নান করিয়া যে কোনও বিধি দ্বারা উপাসনা করিবেক"। ইত্যাদি॥ গায়ত্রীর অর্থের ব্যাখ্যানে শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—সবিতৃদেবের অন্তর্গত বিষ্ণু-ব্রহ্মস্বরূপ যে, বরণীয় অর্থাৎ প্রার্থনা-পূরণক্ষম-তেজ, আমরা যাহাকে ধ্যান করি, বুদ্ধিমাত্রের প্রেরয়িতা ঐ বরণীয় ভর্গ-নামক চিদাত্মা পুরুষ বিরাট্; সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ-নামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ প্রেরণা করিয়া থাকেন। জন্ম-সংসার-ভীরু হওয়াতে, ঐ জন্মসংসার-বন্ধন-মোচনের অভিলাষে, এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দুঃখত্রিতয়-সম্বন্ধ জন্ম ও মৃত্যুর বিনাশের বাসনায় সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত বরেণ্য ও বরণীয় ভর্গ (অর্থাৎ আদিত্যান্তর্গত ব্রহ্মস্বরূপ যে তেজ) তাহাকেই ধ্যান করিতে হয়॥ শ্রীঅগ্নিপুরাণে এবং শ্রীগায়ত্রী-তন্ত্র-ধৃত শ্রীসদাশিব-ব্রহ্ম-সম্বাদে শ্রীগায়ত্রীসম্পর্কীয়, স্তবরাজের, স্বরূপের, এবং কবচের, কথন প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, যাহা শ্রীসদাশিবের উক্তিতে বিবৃত যে, নারায়ণের স্বীয়রূপহেতুক হে নারায়ণস্বরূপিণি, নারায়ণ হইতেই নারায়ণরূপে স্বয়মুৎপন্নে, সুন্দরি! অর্থাৎ সর্ব্ববিধায় সকল-মলের নির্ম্মূলকারিণি! প্রসন্না হও। হে তেজঃ-স্বরূপে, পরমে, পরমানন্দরূপিণি, দ্বিজন্মাদিগের জাতিস্বরূপে, সুন্দরি! প্রসন্না হও। হে নিত্যে, নিত্যস্বরূপে, নিত্যানন্দস্বরূপিণি, সুন্দরি! তুমি সর্ব্ব মঙ্গলস্বরূপিণি, প্রসন্না হও। দ্বিজাতিদিগের শরীরের কিম্বা মনের অথবা বাক্যের দ্বারা যে পাপসমূহের সমাচরণ হয়, ঐ গায়ত্রীর স্মরণমাত্রেই তত্তাবৎ পাপ-সমুদয়ই ভস্মীভূত হইয়া যায়। শ্রীসদাশিব এই সকল বলিলে জগতের বিধাতা স্তব করিয়া সেই সভায় অবস্থিতি করিলেন, এবং সেই সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন॥ ইহা এবং মূলাধার সকলে যিনি নিত্য বিরাজমানা কুণ্ডলী তত্ত্বরূপিণী, সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্মা, পরমা, পদ্ম-মৃণালতন্তু-স্বরূপিণী, সৌদামিনীরসমূহের সদৃশ প্রকাশশীলা, কুণ্ডল-তুল্যাকার-রূপধারিণী, পরমব্রহ্মনিলয়িনী, প্রকাশদ্ বর্ণ-রূপিণী, নিত্যা শিবের নর্ত্তকী, পরমব্রহ্ম-প্রপূজিতা, এবং নিত্যজ্ঞান ও

নিত্যানন্দস্বরূপিণী, তিনিই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী। ইত্যাদিও বর্ণিত আছে॥ ঐ গায়ত্রীর প্রতি অক্ষরেরও শ্রীপারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত সমুদয়-তত্ত্ব সহ, বেদতত্ত্ব আদি সমস্ত যাহা সুবিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"। ইত্যাদি। সঙ্কীর্তনরূপ-যজ্ঞই, প্রধান সাধন, এই সর্ব্বসার প্রমাণ-বচনে নির্ব্বাচিত, আগম-সমবেত-শব্দ-বিশেষের সম্যক্ গানেই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত জানিয়া, পরিণাম ফল পাইবার বাসনা বাড়িল; তৎকালে, বিবিধ-পুরাবৃত্ত-ধর্ম্মনীতি-ইতিহাস আখ্যানে পূর্ণ পুরাণাদি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ২১ একবিংশতিটীকা সংগ্রহ-পূর্ব্বক ব্যাখ্যান বিবৃতিসহ শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যয়নে প্রায় সাধারণ্যে প্রচারিত ও পরিজ্ঞাত সপ্তশ্লোকীগীতার প্রথমশ্লোকে "ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" 'ওঁ' এই এক, অক্ষর, নাম-ব্রহ্ম, কীর্ত্তনসহযোগে শ্রীভগবান্‌কে অনুস্মরণ করিলে প্রাকৃতদেহত্যাগপূর্ব্বক পরমা গতি পাওয়া যায়॥ এই সর্ব্ববাদিসম্মত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রভৃতির সুব্যাখ্যান দ্বারা সুমীমাংসিত তাৎপর্য্যার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায়; অপেক্ষাকৃত সবিশেষ আশ্বস্ত হওতঃ সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমৎপারমহংসী-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণপর্য্যালোচনায় ও সর্ব্বথা প্রগাঢ় অনুশীলনে ঐ পরমহংস-সংহিতাকে সর্ব্ববেদান্তের সার ও বেদার্থ-পরিবৃংহিত এবং আম্নায়-মাতাগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ বলিয়া স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশ বচন শ্লোকের অধ্যয়নে পরমকৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে সমালোচনায় জানিলাম যে, ঐ গ্রন্থে পারমহংস্য অখিল পরমজ্ঞান গীত হইয়াছে। বড়ই অদ্ভুত ও চমৎকারবশতঃ তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় তদীয় টীকা ও ব্যাখ্যা ভাষ্য আদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইল॥ ক্রমে ক্রমে বিবিধ মহানুভবদিগের প্রণীত ১৯ একোন বিংশতিখানি ব্যাখ্যান-বিবৃতি পর্য্যালোচনা-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করাতে জানিতে পারিলাম, যে শ্রীমদ্ভাগবত পারমহংসীসংহিতা-গ্রন্থখানি সকল বেদান্তেরই সার ও বেদমাতা গায়ত্রীর প্রকৃত

ভাষ্য-স্বরূপ। ইহাতে আর কিছুই সংশয় নাই। যেহেতু উঁহার মূলীভূত-চতুঃশ্লোকী শ্রীভাগবতের প্রথমশ্লোক যে "জ্ঞানম্ পরম গুহ্যম্ মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতম্ ময়া॥" শ্রীভগবানের উক্তিতে বিজ্ঞান-সমন্বিত-পরম গুহ্য আমা সম্বন্ধীয় জ্ঞান, যাহা আমি বলিয়া দিতেছি, ঐ পরম, সুতরাং গোপনীয়। সেই জ্ঞান বিজ্ঞান-সমন্বিত, রহস্য-সহিত ও তাহার অঙ্গ সহিত আমার কথিতানুসারে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কর," ইহা এবং "শ্রীমদ্ভাগবতম্ পুরাণ মমলং যদ্বৈষ্ণবানাম্ প্রিয়ম্, যস্মিন্ পারম-হংস্যমেতদখিলং জ্ঞানম্ পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং যচ্ছৃন্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥" অতএবোক্তম্। নিগমকল্পতরোর্গলিতম্ ফলং শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্ পিবত-ভাগবতং রসমালয়ম্ মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ অত-এবোক্তং দেবৈঃ পঞ্চমস্কন্ধে। ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ। ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥ ইত্যাদি॥

পবিত্র এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণবদিগের প্রিয়, যাহাতে পরম-হংসগণের সুগম্য নির্ম্মল, অদ্বিতীয় জ্ঞান, বিরাজিত এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তির সহিত নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তির আবিষ্কার বিবৃত আছে॥ ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ বা পাঠ কিংবা বিচার করিলে নর-মাত্রেই সবিশেষ মুক্তি লাভ করে॥ অতএব ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে, হে রসিক ভাবুকগণ! অহো! নিগমকল্পতরুর অমৃতরসময়ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে, আপনারা মোক্ষকাল পর্য্যন্তও অনুক্ষণ এই ভাগবতফল পান করুন॥ স্বামী, সন্দর্ভ ও চক্রবর্ত্তীর লিখিতমতে ব্যাখ্যা যথা, পূর্ব্বশ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা ভাগবতশাস্ত্রের উৎকর্ষ ও উপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে সকলই শ্রোতব্য এবিধায় নহে, সকল শাস্ত্রের ফলস্বরূপ বলিয়া অত্যুপাদেয়তা-হেতু সর্ব্বাপেক্ষা আদরের সহিতও যে শ্রোতব্য, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সর্ব্বপুরুষার্থের অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ সমস্ত পুরুষার্থের সাধক বলিয়া বেদশাস্ত্র

সর্ব্ববাঞ্ছিত-ফল-দাতা কল্পবৃক্ষস্বরূপ। এই ভাগবতনামক শাস্ত্র তাহার ফলস্বরূপ, প্রথমে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে ছিল, পরে শ্রীনারদ কর্ত্তৃক আমার নিকট প্রদত্ত হয়। অনন্তর উহার আস্বাদ করিবার জন্যই আমি মদীয়পুত্র শ্রীশুকদেবের মুখে নিহিত করি,লোকে সুমধুর বস্তু, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্রাদিকেই আস্বাদ করিতে দেয়। গ্রহণকে প্রথমে তাহাকে অভ্যাস করাই। পরে তাহার মুখ হইতে ভূলোকে প্রসারিত হয় অর্থাৎ তাহার মুখে শ্রবণ করিয়া তদীয়-শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরাক্রমে অখণ্ডরূপেই ভূতলে প্রচারিত হয়, উচ্চস্থান হইতে নিরবলম্বনে হঠাৎ পতিত হইয়া খণ্ডিত হয় নাই। এই ঘটনাগুলি ভাবী হইলেও অতীতের ন্যায় উক্ত হইয়াছে। কারণ এই শাস্ত্রে ভাবিবিষয় কথিত হইয়াছে। অতএব অমৃতরূপ তরল পদার্থবিশেষদ্বারা সংযুক্ত, লোকে শুকপক্ষীর মুখস্পৃষ্ট অত্যন্তাস্বাদিতফল অমৃতের ন্যায় অতি মধুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেহেতু শুকপক্ষীরা প্রায়ই সুপক্ব সুমধুর ফলই আস্বাদন করে। শুকদেবও ভাগবতপক্ষে তাহাই অমৃত পরমানন্দরূপ প্রেমরসময় ভাগবত শাস্ত্র। শ্রুতিতে "রসো বৈ স রসোহ্যেবায়ং রসং লব্ধা-নন্দী ভবতীতি" বাক্যে পরমানন্দকে রসস্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। অতএব হে রসিক অথচ ভাবুকগণ, যাহারা উৎকৃষ্টরসের ভাবনায় চতুর, হে শ্রোতৃবর্গ! অহো সেই ফল ভূতলে পতিত, এইটি অলভ্য-লাভের উক্তি। অর্থাৎ তোমরা পরমদুর্ল্লভ বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব বড়ই আহ্লাদের কথা, ইহাকে অনুক্ষণ পান কর। যদি বল, ফল হইতেই রসেরই জ্ঞান সম্ভব হয়। রসাত্মক অষ্টিপ্রভৃতিযুক্ত ফলের পান কিরূপে সম্ভব হয়? এই নিমিত্ত বলিতেছেন, এই ফলে পরিত্যাজ্য অকর্ম্মণ্য অংশ নাই, অতএব কেবল রসস্বরূপ বলিয়া পানের যোগ্যফল বলিলে ত্বগাদি হেয়াংশেরও প্রতীতি হয়, এই নিমিত্ত রসশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ রসস্বরূপ রসময় ইত্যাদি। যদি বল রস, তবে দ্রবরূপে গলিত বস্তুর পান সম্ভব হয় না, এই নিমিত্ত ফলশব্দেও রসশব্দের সহিত একার্থবোধক সমানাধিকরণপদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাগবতামৃতপান মোক্ষের পরও পরিত্যাজ্য নহে, এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, লয়কাল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পান করুন, স্বর্গাদিসুখের ন্যায় মোক্ষান্তে পরিত্যাজ্য

নহে। এই অর্থ আত্মারামাশ্চমুনয় ইত্যাদি শ্লোকের টীকার অনুবাদে দেখিয়া বুঝিয়া লইবে। শ্রীজীবগোস্বামী পাদের মতে পূর্ব্বশ্লোকে ত্রিকাণ্ডবিষয়ক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্প্রতি দোষশূন্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষাও উৎকর্ষবিশেষ দেখাইতেছেন। তাহার মতে ভাবুকশব্দের অর্থ পরম-মঙ্গলাশ্রয়, অন্যথা ভাগবতপ্রেমরসানুভবে যোগ্য হইতে পারে না। এবং রসিকশব্দের অর্থ ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ। হে রসজ্ঞ-ভাবুকগণ! আপনারা, বৈকুণ্ঠ হইতে অনুক্রমে পৃথিবীতে গলিত অর্থাৎ অবতীর্ণ, সর্ব্বফলের উৎপত্তির উদ্ভবস্থান এবং শাখাপ্রশাখাক্রমে যাহা বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছে, এবম্বিধ বেদরূপবৃক্ষের রসস্বরূপ-ফল শ্রীমদ্ভাগবতনামকশাস্ত্র পৃথিবীতে অবস্থিত রহিয়াছে, উহা পান করুন, আস্বাদনপূর্ব্বক গলাধঃকরণ করুন। শ্রীভাগবতশাস্ত্র রসযুক্ত হইলেও রসের একময়তা প্রকাশ করিবার জন্যই রসস্বরূপ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং ভাগবতশব্দের প্রয়োগদ্বারা উহা যে ভাগবতশাস্ত্রেরই রস তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে এবং শব্দের দ্ব্যর্থঘটনাদ্বারা তাহা ভগবানেরই রস অর্থাৎ ভাগবতপ্রেমরস তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। "যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং" ইত্যাদি ফলশ্রুতির বচন দেখ। যাহা থাকাতে শ্রীভগবানকে রসময় বলা যায়, তাহাই প্রকৃত রস এবং প্রশস্ত রস। এবং সেই রসের লাভ করিয়াই লোক আনন্দযুক্ত হয়। রসিক শব্দের প্রয়োগদ্বারা রসজ্ঞভক্তদিগের প্রাক্তন এবং ইদানীন্তন উভয়প্রকার সংস্কারেরই অভিজ্ঞতা সূচিত হইয়াছে। গলিতশব্দের প্রয়োগ দ্বারা রসের সুপক্কতা এবং অধিক স্বাদুতা ব্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রপক্ষে সুসম্পন্নার্থহেতু অতিশয় স্বাদুতা সূচিত হইয়াছে। রসময়শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ফলপক্ষে ত্বক্ অষ্টি প্রভৃতি শূন্যতা এবং ভাগবতশব্দের প্রয়োগ দ্বারা নিগমবৃক্ষের অন্য ফলসত্ত্বেও যাহা পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ ভাগবত সাক্ষাৎকার সেই ফলই উক্ত হইয়াছে। এই রসাত্মক ফলের স্বরূপের উৎকর্ষ ভিন্নও অন্যপ্রকার পরমোৎকর্ষ দেখাইতেছেন। ফলপক্ষে শুকপক্ষী কল্পতরুবাসী বলিয়া অমৃতমুখ, অতএব মুখস্পর্শে ফলেরও স্বাদাধিক্য; সেইরূপ পরম ভাগবতবৃন্দ-মহেন্দ্র শ্রীশুকদেবের মুখস্পর্শে ভগবদ্গুণ স্বতঃই মধুর হইয়াও আরও অধিক মধুর হইবে আশ্চর্য্য

কি ? অতএব তাদৃশ পরমস্বাদুপদার্থের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ভাগবত-রসের আস্বাদ দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় রস কি অন্যদীয় রস কোনও প্রকার রসের আস্বাদেই তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব মোক্ষানন্দ লাভ করিয়াও ভাগবতরস পান করুন, অতএবই "পরিনিষ্ঠিতোঽপি" ইত্যাদি শ্লোকবর্ণিত রহিয়াছে। অমৃতশব্দদ্বারা অন্যান্য আস্বাদ্যবস্তুর ন্যায় আস্বাদক-ব্যক্তির বাহুল্যবশতঃ ব্যয়ের সম্ভাবনাও নাই, ইহাও সূচিত হইতেছে। আমরা এই রসভাগবৎপ্রীতিময় হইয়াও দ্বিবিধ ভগবৎপ্রীত্যুপযোগী এবং ভগবৎপ্রীতি পরিণাম। যথা শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে। "কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিহায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাম্। বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-বিবক্ষয়া বিভো, বচোবিভূতীর্নচ পারমার্থ্যং॥ যত্তূত্তম-শ্লোক-গুণানুবাদঃ সঙ্গীয়তে ঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ। তমেব নিত্যং শৃণুয়াদ-ভীক্ষ্ণং কৃষ্ণে ঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥" এই রসশব্দে উক্ত হইয়াও পুনর্ব্বার অমৃতদ্রবময় উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের অর্থ যথাস্থানে দেখিয়া লইবে। সেই জন্য সামান্যতঃ রসনামে আখ্যান করিয়া রসের বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন; যথা অমৃতশব্দে ভগবানের লীলারস, যথা দ্বাদশস্কন্ধে, "হরিলীলাকথাব্রাতানন্দিতসৎসুরং ইতি। শ্রীভাগবতবিশেষণ হেতু লীলাকথারস-নিষেবনকারণ লীলাকথাই রসরূপে উক্ত হইয়াছে। সৎসুর শব্দে সাধু আত্মারাম ব্যক্তিগণ তাহাদিগের ব্রহ্মসুখানুভবের ন্যায়। কারণ সুরগণ অমৃতই পান করিয়া থাকেন। অতএব অমৃত দ্রবশব্দে লীলারসের সার। যদ্যপি প্রীতিময় রসই সারস্বরূপ, তথাপি অনুভবকারী ব্যক্তিসকল দ্বিবিধ। যাহাদিগকে পান করুন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারাই একবিধ এবং যাহারা স্বয়ং অনুভব পূর্ব্বক লীলাপরিকর তাহারা অন্যবিধ। যাহারা লীলাপরিকর তাহারাই রসের সারানুভবে সমর্থ, কেন না তাহারা তদনুভবে অন্তরঙ্গ। অন্যেরা বহিরঙ্গ বলিয়া অল্পই অনুভব করিতে পারে। তাহা হইলেও তাহাদের অনুভবাত্মক রসসারও স্বকীয়ানুভবের এক-বস্তুতা-হেতুই পিবত এই বাক্য বলা হইয়াছে। যেহেতু তাদৃশ বলিয়াই তাদৃশ শুকদেবের মুখ হইতে গলিত অর্থাৎ প্রবাহস্বরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন ভগবৎপ্রীতির পরম রসতাপ্রাপ্তি শব্দদ্বারাও ব্যক্ত হইল। অত

স্থলেও "সর্ব্ববেদান্তসারং" ইত্যাদি শ্লোকে তদ্রসামৃততৃপ্তস্ত ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। এই অভিপ্রায় করিয়াই ভাবুকশব্দের ব্যাখ্যা রসবিশেষ ভাবনায় চতুর করা হইয়াছে। অপিচ স্মরমুকুন্দাঙ্ঘ্র্যপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ইত্যাদি স্থলে রসত্ব উক্ত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠধামস্থিত কল্পতরুর ফল যে কেবল রসময়, তাহা শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থে পঞ্চতত্ত্বনিরূপণে উক্ত হইয়াছে। যথা, দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ ইত্যাদি অস্যার্থ হে বিপ্র! আমি তথায় দ্রব্যতত্ত্বের কথাও তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সেই বৈকুণ্ঠধামে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহারা কল্পতরু লোকের সকল ভোগসুখ প্রদান করে, গন্ধরূপ, মধুরদ্রব্যরূপ, পুষ্পাদিরূপ যাহা কিছু প্রদান করে, সকলেই রসময় তাহাতে হেয়াংশের গন্ধও নাই। ত্বক্ বীজ ইত্যাদি যাহা ত্যাজ্যাংশ আছে, তাহার সকলই ভৌতিক বলিয়া জানিবে, অমৃতময় নহে। রসবান ভৌতিক দ্রব্যসকল সমস্তই এ স্থানে রসময়মাত্র। ইতি বৈকুণ্ঠবর্ণনে—শ্রীবিশ্বনাথকৃত ব্যাখ্যা—এইরূপে ঈশ্বর পদার্থের অবরোধক বলিয়া শাস্ত্রশিরোমণি ভাগবতের প্রভাবময় ঐশ্বর্য্যবর্ণন করিয়া মাধুর্য্যবর্ণনা দ্বারা সুখসেব্যতা দেখাইতেছেন। বেদশাস্ত্র স্বাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে বাঞ্ছিত বিবিধ পুরুষার্থরূপ ফলদান করেন বলিয়াই বৃক্ষস্বরূপ এবং ফলদাতা বলিয়া তরুহেতু তাহার যাহা স্বাভাবিক দানযোগ্য তাহাই এই ভাগবতরূপ ফল। ভাগবতফল বলাতে দ্ব্যর্থঘটনা দ্বারা ভগবানের ফল ইহাও অর্থ হইতেছে অর্থাৎ যে ফলের অধিকারী ভগবান, যাহা তিনি স্বকীয় ভক্তদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। ভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও আর লাভের স্বত্ব নাই। বৃক্ষে সুপক্ক হইলে সেই ফল গলিত এতদ্বারা বলপূর্ব্বক পাড়া হয় নাই, এ অর্থেরও প্রতীতি হইতেছে। সম্পূর্ণ স্বাদুতাই রহিয়াছে, উচ্চস্থান হইতে পতনে স্ফুটিত হয় নাই, স্ফুটিত হইলে রস থাকিত না, পড়িয়া যাইত। অথচ অম্ল মধুরও নহে, অধিক মধুরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন, শুকমুখ হইতে গলিত এবং অমৃত রসময়। বেদবৃক্ষে অত্যুচ্চ অর্থাৎ পরমচূড়াস্থান হইতে শাখা-প্রশাখাক্রমে পতিত অর্থাৎ পরমচূড়া শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মারূপ শাখাতে তৎপরে আরও নিম্নে নারদশাখাতে তৎপরে তাহা হইতেও নিম্নে

বেদব্যাস-শাখাতে, পরে যথাক্রমে শ্রীশুকের মুখে, তথায়, আতপযোগে মধুর তুল্য, অমৃতবৎ-মধুররসতা-লাভ-সিদ্ধি। অমৃতত্বসম্পরণের জন্য শুকপক্ষী চঞ্চুদ্বারা তন্মধ্যে ছিদ্রেরও প্রতীতি এবং শুকের আস্বাদে আরও মধুরতা হইল। তাহা হইতে সুত-রূপ নিম্ন শাখাতে পড়াতে, ধীরে ধীরে পতনে খণ্ডিত হয় নাই, অখণ্ডিতই রহিয়াছে। এইরূপে গুরুপরম্পরায় আস্বাদের প্রকার জানিয়া পান করাতেই খণ্ডিত হয় নাই, অন্যথা কেবলমাত্র স্ববুদ্ধিবলে আস্বাদনে খণ্ডিত হইয়া পানের যোগ্যতাই থাকিত না। লয়শব্দার্থ মোক্ষ অর্থাৎ সালোক্য প্রভৃতি জীবন্মুক্তি পর্য্যন্ত অবস্থায়ও পানের যোগ্য, কেন না জীবন্মুক্তেরাও ভগবল্লীলা-রস পান করেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অথবা লয়শব্দের অর্থ প্রলয়, অর্থাৎ রসাস্বাদজনিত স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক-ভাবের অষ্টম যে ভাব তাহা যে পর্য্যন্ত না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত পান কর। প্রলয়-ভাবের সময়, পানের অল্পতা হেতু বিরাম-সম্ভাবনা হইলেও প্রলয়াবসানে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ প্রলয়ভাব পর্য্যন্ত, পান কর, এইমত অনবরত পানকরণে বিরত হইও না। পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পুনর্ব্বার পানে, স্বাদের আধিক্যই বোধ হইতে থাকে, বিরক্তি জন্মিবে না। বিস্ময়বিশেষের জ্ঞাপনার্থ অহো শব্দের প্রয়োগ জানিবেক। রসিক অর্থাৎ রসজ্ঞ রসাস্বাদী, তাৎপর্য্যার্থ এই যে ভগবদ্-ভক্তদিগের ভাগবত-রসে রতি হয়, এবং রতিরই রস নামক স্থায়িভাব সম্ভব এবং রসরূপ-স্থায়িভাবই একমাত্র আস্বাদনের যোগ্য। অতএব ভাগবতরসানুভবকরণে যোগিদিগের কোনও অধিকার নাই। এই জন্য রসিক ভক্তদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভাবুকশব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে, যেহেতু তাদৃশ ভক্তেরাই ভাবুক অর্থাৎ কুশলী, অন্যেরা অকুশল, তাহাদের মাঙ্গলীন নহে। কোনও কোনও গ্রন্থে "ভাবকাঃ" এই পাঠও আছে, তাদৃশস্থলে ভাবকাঃ পদের অর্থ ভাবনা-কারিরা, কেন না ভট্টনায়ক-মতে ভাবনাভিন্ন স্থায়িভাবের উৎপত্তি হয় না, এবং স্থায়িভাব না পাইলেও রসত্বাভাবে তাহা আস্বাদের যোগ্য হয় না। ভাগবত-রসপদের প্রয়োগে, শ্লেষ-দ্বারা রসকে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কউপনিষদেও

উহাই উক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী পরম পদার্থকে লাভ করে, এইমাত্র বলিয়া ব্রহ্ম হইতে আকাশাদিক্রমে অন্নময় বিরাট পুরুষ পর্য্যন্ত, সৃষ্টির বর্ণন করিয়া তাহার অন্তরে অন্তরে ক্রমান্বয়ে তাহা হইতে অন্য ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এবং আনন্দময় ইত্যাদি বর্ণন করিয়া, তাহাদের মধ্যে আনন্দময়েরই "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" অর্থাৎ অভ্যাসবশতা জন্য আনন্দময়েরই ব্রহ্মত্ব উক্ত হইয়াছে। মতভেদে তদীয় পুচ্ছের আনন্দই আত্মা। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্লোক দ্বারা ব্রহ্মত্ব এবং প্রতিষ্ঠাত্ব উভয়ই ব্রহ্মসম্বন্ধি বটে, যেহেতু তৎপরেই "রসো বসৈ রসো হেবায়ং রসং লব্ধানন্দী ভবতি" সেই ব্রহ্মই রসস্বরূপ সেই রস লাভ করিয়াই আত্মা আনন্দযুক্ত হয়, এই শ্রুতি রহিয়াছে। এই শ্রুতিতে সঃ "সেই" পদদ্বারা আরব্ধ "আনন্দময়" অথবা তাহার পুচ্ছ "ব্রহ্ম" এইরূপ পরামর্শে কোনওই সিদ্ধান্ত হয় না, কেন না পৃথক পৃথক ভাবে উত্তরোত্তর বিষয়ের ক্রমে উৎকর্ষ প্রতিপাদন করাতে, অন্নময়াদি শ্রুতির পরে ঐ শ্রুতি পাঠ করিলে প্রক্রম ভঙ্গ রূপ দোষ ঘটে। অতএব তাহার এই প্রসিদ্ধ অর্থ নিশ্চয় হইতেছে, যাহা আনন্দময় এবং ব্রহ্মেরও অন্তর্নিবিষ্ট অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রস স্বরূপ। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং, এক আমা হইতেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণই ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্ট, এই ভগবদুক্তি, "মল্লানামশনিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে সেই শ্রীকৃষ্ণেতেই যুগপৎ সকল রসের সাক্ষাৎ উপলব্ধির নির্দ্দেশ। অতএব শৃঙ্গার প্রভৃতি সকল-রসময়-মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় শোভমান। স্বামিপদের এই ব্যাখ্যা, এবং শ্রীগীতা এবং শ্রীভাগবতের রস-শব্দের ব্যাখ্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণই রসরূপ তাঁহাকেই বিজ্ঞানময়-জীব লাভ করিলেই আনন্দের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এবং তাহাই পরমানন্দের মীমাংসা। যেহেতু তাহার পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যে রসরূপেই আনন্দের বিচার পর্য্যবসিত হইয়াছে। অথবা এই আনন্দময়ই "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ইত্যাদি এবং "বিস্ময়াপন্নং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ" ইত্যাদি নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে লাভ করিয়াই আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে। সেই রসস্বরূপ ফল শ্রীকৃষ্ণ, নিগম-কল্পবৃক্ষ হইতে গলিত

অর্থাৎ তাহা আর নিগমে নাই। ফলতঃ সেই ফলের নিমিত্ত আর নিগম অন্বেষণ করিতে হইবে না, শুকদেবের মুখেই লাভসিদ্ধ হইবে। ব্যাসদেব উক্ত ফলকে অতি সুস্বাদু জানিয়া নিগম কল্পতরু হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্নেহাস্পদ স্বপুত্র শুকদেবের মুখে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। অথবা শুকমুখই তাহার দ্বার, যেহেতু যাহাদের আমি প্রিয় আত্মা হই ইত্যাদি শ্রীশুকদেবের বাক্যই প্রমাণ। ভূতলে তাৎপর্য্য ব্রজভূমিতে, প্রাদুর্ভূত হইয়া রসিকশব্দে প্রিয়, অতএব এই শাস্ত্রের প্রিয় হইয়া এই ভগবানের স্বরূপভূত মাধুর্য্যরস পান কর। অথবা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের রস, লয় অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঐ শ্রীভগবানের আলিঙ্গন লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত পান কর। অমৃত শব্দের অর্থ অনশ্বর, নিত্যস্থায়ী যে দ্রব উহা মন এবং নয়নের দ্রবীভাব সহযোগে গলাধঃকরণ কর। এতদ্বারা অধরামৃত পান সূচিত হইতেছে। প্রিয় না হইলে উহার পানে চাতুর্য্য জন্মে না, অতএবই প্রিয় হইয়া, গলিতফল বলাতে পরিপক্ক ফলের প্রতীতি হইতেছে। ফলশব্দ দ্বারা গোপীদিগের অনুগমনরূপ রাগানুগতা ভক্তিই উক্ত হইয়াছে, যেহেতু নিগমও সেই লোভেই বৃহদ্‌বামনপুরাণোক্ত তাদৃশী-ভক্তি করিয়া শতসহস্র গোপীরূপে তাহার অধরামৃতরস পান করিয়াছেন। বেদ-স্তুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অতি গুহ্য অর্থ "আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যের কেহ কেহ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কাল্পনিক এবং অযৌক্তিক বলিয়া মানিতে হইবে। যাহা উক্ত হইতেছে, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানিবে, যথা, "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ। ইতি।" যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ব্যভিচাররহিত স্থিরভক্তিসহকারে আমার সেবা করে, সে গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বের লাভ করে, যেহেতু ঐকান্তিক-সুখ সনাতনধর্ম্ম এবং অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার, এই দুই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিলে কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইতে পারে; কেননা, অদ্বিতীয়

এবং একমাত্র পদার্থের অনুভবদ্বারাই ব্রহ্মলাভ হয়, ইহার মীমাংসার জন্যই বলিয়াছেন যে, আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা, যেহেতু শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের পরম প্রতিষ্ঠা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মও আমাতেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আমিই তাহার আশ্রয়। অন্নময়াদি শ্রুতিতে প্রতিষ্ঠা পদের অর্থ আশ্রয় বা আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং আমি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষেরও প্রতিষ্ঠা। লক্ষণদ্বারা মোক্ষশব্দের স্বর্গাদি অর্থ বারিত হইয়াছে। অব্যয় ও শাশ্বত শব্দ দ্বারা যে ধর্ম্মসাধনাবস্থা এবং ফলাবস্থা উভয়ই বিদ্যমান থাকে, এরূপ ভক্তিনামক ধর্ম্মের আমিই প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তিলভ্য ঐকান্তিকসুখ প্রেম, তাহারও আমিই প্রতিষ্ঠা। সমস্তই আমার অধীন মুক্তিকামনা করিয়া আমার ভজনা করিলে ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মত্বলাভ করে ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এই সমুদয় সম্বন্ধে প্রমাণ রহিয়াছে, যথা—"শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ।" আমি সচিত্ত এবং সর্ব্বগ আত্মার শুভ আশ্রয় হই। শ্রীস্বামিপাদ সর্ব্বগ আত্মাশব্দের অর্থ পরমব্রহ্ম বলিয়াছেন, যিনি তাহারও আশ্রয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নরক-দ্বাদশীপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—"প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ।" "যথৈক এব সর্ব্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ।" সেই প্রভু বাসুদেব এক এবং সকলের আত্মা হইয়া, প্রকৃতি, পুরুষ, এবং ব্রহ্ম, সর্ব্বত্রই নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্যে অবস্থিত। সেই গ্রন্থেই মানসপূজা প্রসঙ্গে উক্ত "যথাঽচ্যুতত্ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ, তথাঽচ্যুত ত্বং বাঞ্ছিতং মে প্রযচ্ছ, মমাপদং চাপহরা ঽপ্রমেয়" ॥ অপ্রমেয়, হে অচ্যুত! তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, তুমিই পরমাত্মা, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর, এবং আপদ অপহরণ কর। সেইরূপ হরিবংশেও বিপ্রকুমারের আনয়ন-প্রস্তাবে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি যথা—"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥" হে অর্জ্জুন! তৎপর যে পরম ব্রহ্ম আছেন, তিনিই সকল জগৎকে বিভক্ত করেন। সেই পরম ব্রহ্ম আমারই নিবিড় ঘনতেজঃ জানিবে। ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে, "যস্য-প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতি-ভিন্নং। তদ্ব্রহ্ম-নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। তেজঃস্বাস্থা

প্রভাবশালী যে পুরুষের বিভূতিদ্বারা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধা প্রভৃতি বিভক্ত হইয়াছে, সেই নিষ্কল অনন্ত অথচ বহুধা-ভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকেই আমি ভজন করিয়া থাকি। গোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যোঽংশেন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তূর্য্যাতীতঃ, গোপালস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥ অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত যিনি তূর্য্য অর্থাৎ তুরীয়ব্রহ্মের অতীত, সেই গোপালকে নমস্কার॥ ২৯৫ ॥ পূজ্যপাদ গোস্বামীর ব্যাখ্যা॥ বিস্তাররূপে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিলেই আমার তৃপ্তি হইতে পারে, এইমতে আশঙ্কা করাও কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু, নিবৃত্ততর্ষৈরিত্যাদিতে জ্ঞানীচরভক্ত ও স্বভাবভক্ত, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তসালোক্যাদি-চতুর্ব্বিধমুক্তি ব্যক্তিগণ, উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদকে পরানন্দময় পরমফল বলিয়া অধিকতর স্বাদুভাবে সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন, মুমুক্ষুব্যক্তির পক্ষে হরিগুণানুবাদ, সংসাররূপ-ব্যাধির-পরম ঔষধরূপ অর্থাৎ ইহা সমস্ত দুঃখনিবৃত্তি করিয়া দেয়। হরিগুণানুবাদশব্দশ্রবণমাত্রে কর্ণের আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহার অর্থ-পরিজ্ঞানে মনের আনন্দ হয়। অতএব বিষয়ীদিগেরও নিতান্ত আদরের সামগ্রী। এবং হরিগুণানুবাদ যে সকলেরই সর্ব্বদা সেবনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এবং উত্তমশ্লোক ভগবানের নিয়ত নিত্য, সত্য স্বাভাবিক অনন্ত এরূপ ঔদার্য্য বাৎসল্যাদিগুণের যে অনুবাদ, তাহার নিরন্তর প্রবর্ত্তিকা যে কথা, তাহা হইতে কে বিরত হইয়া থাকে ? অর্থাৎ ভগবল্লীলারসানুভবানন্দ, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষায়ও অধিকরূপে স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে উদিত হওয়াতে মুক্তগণ গান করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত গানেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ভুক্তি ও মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাদৃশভাবে স্ফুরিত না হওয়াতে ঔষধরূপে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাও মনে প্রবিষ্ট হওয়ায় শ্রবণেরই প্রধানতা দেখান হইয়াছে, মুমুক্ষুব্যক্তিদের পক্ষে পরমার্থ-সাধনরূপে স্ফুরিত হওয়াতে, বস্তুর স্বভাবে কর্ণ ও মনের আনন্দ উদয় হয়। বিষয়াসক্ত মানবগণের পক্ষে কর্ণ ও মনের আনন্দ-উৎপাদক। অর্থাৎ ব্যাধ-বিষয়ী হইলে পশুহিংসাদিক্লেশদ্বারা বিনষ্টবুদ্ধি-হেতু উভয়লোকের সুখ অনুভব করিতে পারে না, অতএব তাহাকে বিষয়ীও বলা যায় না।

অতএব পশুঘাতী ব্যতিরেকে পুমান্‌শব্দে জীবমাত্রেরই, ভগবৎগুণানু-বাদে বিরতি হয় না, শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদে রতির কথাই নাই ইত্যাদি। চক্রবর্ত্তী বলেন, শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সরলস্ববিধান্ন যাহা উচ্ছিষ্ট-রূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি সেই উচ্ছিষ্টভোজী বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিতেছি, আমরা সংসার-রোগগ্রস্ত পরম ভাগ্যফলে চিকিৎসক-শিরোমণিরূপ আপনাদের কর্তৃক দীয়মান কৃষ্ণলীলামৃতরূপ মহৌষধ হইতে কেন বিরত হইব? অতএব বলিয়াছেন, নিবৃত্ততর্ষ ইত্যাদি সংসার-রূপব্যাধির পরম-ঔষধরূপ হরিগুণানুবাদ সেবন করিয়া, যাঁহারা সংসাররূপতৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সম্বোধন করিয়া উচ্চৈরবে বলিতেছেন, ওহে মানবগণ! হরিগুণানুবাদ সেবন করিয়া আমাদের মত তোমরাও রোগশূন্য হও, এই বলিয়া মুক্ত পুরুষেরা জ্ঞান অপেক্ষায় সমধিক ভাবে হরিগুণানুবাদ গান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অন্য ঔষধের মত এই ঔষধে কটুতিক্তাদি-দোষেরও গন্ধ নাই, অতএব বলিয়াছেন, কর্ণ ও মনের সুখপ্রদ অর্থাৎ কর্ণ ও মনো দ্বারা এই ঔষধ পান কর। পশুঘ্ন অর্থাৎ যাহারা স্বর্গ-সুখাভিলাষী কর্ম্মী, তাহারা এই হরিগুণানুবাদে বিরত হইতে পারে। অন্যে বিরত হইতে পারে না। অতএব উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ যে অনুকীর্ত্তন তাহা হইতে কেহই বিরত হয় না। আর শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদের আস্বাদনেও বিরত হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। বরং কথঞ্চিৎ ধনাদি-কামনায় কর্ম্মী বক্তাও শ্রোতা হইলে তাহারা বিরত হইতে পারে, অতএব বলিয়াছেন, পশুঘাতী ব্যতিরেকে এই জগতে পুরুষমাত্রেই হরিগুণানুবাদে বিরত হয় না ॥ ৩৪৬ ॥ অতএব পঞ্চমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে দেবগণের স্তবে। যে স্থানে বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীভগবানের কথামৃত-বাহিনী নদী নাই, যেস্থানে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত সাধুগণও নাই, যেস্থানে নৃত্যাদি উৎসববিশিষ্ট ভগবান যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞরূপ অর্চ্চনা নাই, তাহা ব্রহ্মলোক হইলেও সেবা করিবার উপ-যোগ্য নহে ॥ ৩৪৭ ॥ এই সমস্ত পর্য্যালোচনায় শ্রীমদ্ভাগবত পরম-হংসসংহিতা যে গায়ত্রীর ত্রাণকারিণী গায়ত্রীর ভাষ্য, তাহাতে

আর কোনও সংশয় রহিল না। আর বিবেচনা করিয়া দেখ যে, গায়ত্রীশব্দে, পরমহংস সংহিতায় উক্ত এই ফলশ্রুতির বিবরণ শ্লোকে পরমহংস সম্পর্কীয় সমস্তজ্ঞানের গান-করায় তাবৎ প্রসঙ্গ আছে, ইহা অবগত হইয়া পরমানন্দিতচিত্তে আদ্যোপান্ত গায়ত্র্যর্থে নিগদিত গানের বা গীতের প্রকারই, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তিত রহিয়াছে, ইহা বিশেষমতে সুপ্রতীত হইল। গায়ত্রী শব্দসাধনে যে গৈধাতু ঐ গৈ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিয়া গান শব্দ সাধিত হয়, উহা নপুংসক লিঙ্গ। অর্থ—গীত, সুতরাং গান ও গীত শব্দ একার্থ-বাচক। ঐ গান বা গীত বৈদিক এবং লৌকিক ভেদে ২ দুই প্রকার। বৈদিক গানের লক্ষণ আদি, জৈমিনি-কৃত মীমাংসা দর্শনীয় ৯।২।২৯ সূত্র এবং তাহার ভাষ্যাদিতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যান আছে; এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—সামবেদে গীতের সহস্র সহস্র প্রণালী আছে। সেই সামের গতিই স্বর, সামশব্দ-প্রতিপাদ্য গান, ক্রুষ্টাদি-সপ্তস্বর-যোগে অক্ষরের উচ্চারণ সম্পাদিত হইলে স্তোভ-সংযুক্ত হইয়াই গীত হয়। সেই গান বা গীতের প্রথম প্রয়োগ প্রবৃত্তি বা প্রচলনের মূল নিদান আদর্শই সেই বেদ-জননী গায়ত্রী, শ্রুতি-প্রসূতি বা আম্নায়-মাতা, সেই গায়ত্রী। যথারীতি-প্রণালী-পদ্ধতি অনুসারে গায়মানা হইলেই সর্ব্বানর্থনিবারিণী—সকল অমঙ্গল বিনাশিনী, সর্ব্বাংসুখ-নিবারণী ও পরমাপদপ্লাবিনীরূপে প্রকাশ পাইয়া পরমানন্দপ্রদায়িনী-রূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। গান বিষয়ে বেদের অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান, শ্রুতির অর্থ অস্ফুট ধ্বনি বা নাদ (সুরৎ) ও আম্নায়ের অর্থে আ+ম্না ধাতুর পর কর্ম্মণি বাচ্যে বা ভাববাচ্যে ঘঞ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, নিয়ম ধারণপুরঃসর গুরুমুখের উপদেশ শ্রবণ অনুসারে সম্যক অভ্যাস কিম্বা পাঠ বুঝায়॥ এবং বেদকেও বুঝায় যথা—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদা-নর্থক্যমতদর্থানাম্" ইতি জৈমিনীয়মীমাংসাসূত্রম্। "আম্নায়-বচনং সত্যমিত্যয়ং লোকসংগ্রহঃ। আম্নায়েভ্যঃ পুনর্ব্বেদাঃ প্রসৃতাঃ সর্ব্বতো-মুখাঃ॥" ইতি শ্রীমহাভারতীয়-শান্তিপর্ব্বণি ২৬১ অধ্যায়ে॥ বেদের প্রয়োজনই ক্রিয়াকাণ্ড, সুতরাং অতদর্থক সকলই (অর্থাৎ কর্ম্ম

প্রয়োজন রহিত সমস্তই) অনর্থক জানিবেক। ইহা মীমাংসাদর্শনীয় সূত্রে বর্ণিত। "আম্নায় বাক্য সত্য, ইহাই জনসমাজে সম্যক্ গৃহীত হইয়াছে, ঐ আম্নায় হইতেই সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ বিবিধার্থ সম্বলিত বেদ পুনর্ব্বার অপেক্ষাকৃত সরলভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে।" ইহা শ্রীমহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ২৬১ অধ্যায়ে উক্ত॥ এই সমস্ত শাস্ত্রবচন দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বেদ, সঙ্গীত দ্বারা বিশ্বব্যাপি মঙ্গলের বিধানকরতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মকাণ্ডেরই আদ্যোপান্তে এবং মধ্যে শ্রীহরিনামকীর্ত্তন সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অদ্যাপিও প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে॥ যথাস্থানে প্রয়োক্তব্য উপযুক্ত শব্দ তারস্বরে উচ্চারণ দ্বারা শ্রীভগবন্নামলীলা গুণাদির উচ্চারণকে কীর্ত্তন, এবং তাহাই নৃত্য ও বাদ্যসহ সপ্তস্বরবিশিষ্ট সম্পূর্ণরূপ অর্থাৎ আশ্রয় শ্রীরাগ, অবলম্বন দ্বারা সম্যক্ গীত হইলে সংকীর্ত্তন পদবাচ্য হয়। শ্রীনামসংকীর্ত্তন, কলিযুগজন্মা মানবের পক্ষে ধন্য, যশস্য, মাঙ্গল্য এবং বিশেষ মুক্তিপ্রদায়ক, শ্রীসদাশিব মহাদেবই শ্রীমদনমোহন রাসেশ্বর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিশেষ-তত্ত্বসমেত অবগত হইয়া ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন। পরে শ্রীদেবমহর্ষিনারদ প্রভৃতি সদাশয় মহানুভাবদিগের দ্বারা ধরামণ্ডলে প্রচারিত হয়॥

গায়ত্র্যা বেদসারতা, নানাশাস্ত্রে নিরূপিত-সিদ্ধান্তিত, মীমাংসয়া বর্ণিতা॥ যথা,—"অষ্টাদশসু বিদ্যাসু মীমাংসাঽতিগরীয়সী। ততোঽপি তর্কশাস্ত্রাণি পুরাণং তেভ্য এব চ॥ ততোঽপি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেভ্যো গুর্ব্বী শ্রুতির্দ্বিজ। ততোঽপ্যুপনিষৎ শ্রেষ্ঠা গায়ত্রী চ ততোঽধিকা॥ দুর্ল্লভা সর্ব্বমন্ত্রেষু গায়ত্রী প্রণবাঽন্বিতা। ন গায়ত্র্যাধিকং কিঞ্চিৎ ত্রয়ীষু পরিবিদ্যতে॥" ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণীয় শ্রীকাশীখণ্ডে॥ ইত্থং শ্রীমনুসংহিতা প্রভৃতি বহুবিধ-শাস্ত্রেষু, গায়ত্রী, সর্ব্বেষাং বেদানাং সারাংশতয়া সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিহেতুতয়া চ মীমাংসিতত্বেন প্রসিদ্ধা ব্যবস্থা সর্ব্বসম্মতা॥ ইতি ॥ * ॥ "মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ। ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্ মৌক্তিকপঙক্তিবৎ॥ জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্ম্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ। ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্। উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ। জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ

কিঞ্চিদ্দেবতাগতমানসঃ॥ কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥ মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা বাচিকঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥ উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দশভির্গুণৈঃ। জিহ্বা-জপঃ শতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ। জিহ্বাজপঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ॥" ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দীয় বৃহৎতন্ত্রসারে।

যোগরূঢ়িশক্তি এবং আপ্তবাক্যদ্বারা গায়ত্রী শব্দে উপনয়নাঙ্গ মন্ত্র-বিশেষ-রূপ অর্থের প্রতীতি হয়। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে ও তাহার ভাষ্যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে ও তাহার ভাষ্যে, সভাষ্য বৃহদারণ্যক-উপনিষদে, মনুসংহিতায় ও কুল্লূকভট্ট-কৃত তাহার টীকায়, এবং স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এবং ঋক্, যজুঃ, (মহীধর ভাষ্য সহিত শুক্লযজুর্বাজসনেয়িসংহিতাপ্রভৃতিতে) বিশেষতঃ সামবেদের অনেক,শাখা ও সংহিতা প্রভৃতিতে উহার স্বীয় ভাষ্য ও টীকা আদিতে, স্বীয় সংহিতা আদিতেও এবং গায়ত্রীতন্ত্র, বৃহৎ সনৎকুমার তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সমস্ত-ধর্ম্মশাস্ত্রেই গায়ত্রী যে সকল বেদের সার ও সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি-করী এবং আদ্যন্তে প্রণবসহযোগে উহা মন্ত্র শ্রেষ্ঠতমা, জপ করিলে যে বাঞ্ছিত ফলদা হয়, ইহা মীমাংসিত স্থির-সিদ্ধান্তরূপে শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজাতি-মাত্রেরই অবিদিত নাই॥ বিষয়ান্তর হইতে মনকে সমা-কর্ষণ-পুরঃসর, গুরুমুখ হইতে শ্রুত অনুসারে, মন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা সহকারে, ঐকান্তিক-ভাবে, নহে দ্রুত, নহে বিলম্বিত, এই মত মুক্তাপঙ্ক্তির তুল্য অক্ষরের আকারের চিন্তন সহকারে আবৃত্তি করাকে জপ বলা যায়। উহা মানস, উপাংশু ও বাচিক ভেদে তিন প্রকার। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগত-মানস সহকারে মন্ত্র সম্পর্কীয় অক্ষরের, বর্ণ, স্বর ও পদের যথাযথ স্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা তত্তদর্থ উদ্দেশ করতঃ জিহ্বা ও ওষ্ঠের কিঞ্চিৎ পরিচালন দ্বারা উচ্চারণ করাকে মানস জপ বলে। ১ম। অস্ফুটরূপে মন্ত্রোচ্চারণ কিঞ্চিৎমাত্র শ্রবণযোগ্য হইলে, উক্ত বিধায় উক্ত মত জপকে উপাংশু জপ কহা যায়। ২য়। এবং ব্যক্ত বাক্যে মন্ত্রবর্ণ উচ্চৈঃ উচ্চারণ সহকারে, উক্ত-বিধায় উক্তমতে জপকে বাচিক জপ বলিয়া ধর্ম্মসংহিতায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ৩য়। উচ্চৈঃ উচ্চারণসহকৃত বাচিক জপ (১ম) হইতে

উপাংশু জপ (২৪) ১০ দশগুণে বিশিষ্ট হয়, এবং জিহ্বা জপ, তদপেক্ষায় শতগুণে বিশিষ্ট, এবং মানসজপ (১৪) তদপেক্ষায় সহস্র সহস্র গুণে বিশিষ্ট হয়॥ কেবলমাত্র জিহ্বা দ্বারা যে জপ সাধিত হয়, তন্নিবন্ধন পণ্ডিতেরা উহাকে জিহ্বাজপ বলিয়া ৪র্থ জপের লক্ষণ কৃষ্ণানন্দ-সংগৃহীত বৃহৎ তন্ত্রসারে বর্ণিত আছে॥ "স্ত্রী শূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"। ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণে স্ত্রীলোক, শূদ্র, এবং নীচ দ্বিজাতিদিগকে বেদ ও বেদধর্ম্মবিধি, শুনাইবে না" ইত্যাদি বিধি ও নিষেধ দ্বারা স্ত্রীলোকের পক্ষে শুনাইতে অবিধেয় হইলেও, অনেক শাস্ত্রেই উমামাহেশ্বর সম্বাদে, হরপার্ব্বতী সম্বাদে, গৌরীশঙ্কর সম্বাদে, পার্ব্বতী-মহাদেব-সম্বাদে, সেই সর্ব্ববেদসার গায়ত্রীরই পরমগুহ্য অর্থ, কবচ, যন্ত্র, ন্যাস, স্তব ও ত্রিবিধ শাপের উদ্ধার প্রভৃতি সমুদয় প্রকরণই সর্ব্বমঙ্গলাগৌরীকে বিবৃতব্যাখ্যাসহকারে পরিস্ফুটরূপ উপদেশ দেওয়াতে এইস্থলে অপরিস্ফুটরূপে, মহাদেব-কর্ত্তৃক কাহার স্তোত্রপাঠ? ইহাই নিখিল-জীব-নিকরের নিষ্কৃতির জন্য, সর্ব্বমঙ্গলা-গৌরীর জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে অপরিমিত অদ্ভুত মঙ্গল হয়, ইহা জানার আবশ্যকতায়, কৃষ্ণ-শব্দের অর্থ-বিবরণ। কৃষ্‌ঙ বিলেখনে ১, আকর্ষণে ২, (বিষয়ান্তর হইতে আনয়নকে আকর্ষণ বলে) কৃষ+নক্= কৃষ্ণ, পুং। "কৃষি ভূবাচক এবং ন নির্ব্বৃতিবাচক শব্দ, ঐ দুইয়ের ঐক্য, অর্থাৎ, যাহা হইতে নির্ব্বৃতির উৎপত্তি হয়, সেই পরব্রহ্মকে কৃষ্ণ বলে।" পুরাণের এই প্রমাণবচনে শ্রীদেবকীনন্দন ও শ্রীযশোদা-নন্দন-রূপ পরব্রহ্ম। "নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ-পরম-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, যাঁহার আদি নাই এবং যিনি সকলের আদি, সকল-কারণের কারণ গোবিন্দই সেই কৃষ্ণ।" শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত এই বচন-বলে সচ্চিদানন্দ-শরীরধারী গোবিন্দই পরমেশ্বর-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-শব্দের অন্যান্য-বিস্তৃতবিবরণ শ্রীশুকদেব-গোস্বামি-প্রোক্ত শ্রীপরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্-ভাগবত মহাপুরাণ, শ্রীশত-সাহস্রী-সংহিতা শ্রীমহাভারতান্তর্গত শ্রীহরি-বংশ, শ্রীভাগবতামৃত (বৃহৎ ও লঘু) গ্রন্থে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ও শ্রীভগবৎ সন্দর্ভ এবং শ্রীগোপালতাপনী, বিষ্ণপ্রকাশ প্রভৃতিগ্রন্থে বিশেষ পর্য্যা-লোচনা সহকারে দেখিয়া লইবেক॥ এইস্থলে উক্ত প্রণবাক্ষরের

সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের অর্থ-বিবরণ যথা,—বাদ্য ও নৃত্যাদি-সহকারে, সম্যক্ প্রকারে শ্রীহরির নাম-গুণ-লীলা-আদির উচ্চৈঃস্বরে গান বা কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য, যথা—শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণে। সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া যাঁহারা নৃত্য করেন, তাঁহাদের পাদ-রজের স্পর্শমাত্রেই পৃথিবী পবিত্রা হয়। শ্রীপাদ্মে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন যে স্থানে হয়, সেই স্থান পবিত্র হয়, সুতরাং, সেই স্থানে মৃত ব্যক্তিগণও মুক্তি লাভ করে। ভূমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণ-প্রচার শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত, যথা—শ্রীপুষ্করতীর্থে মুনিগণ ও দেবগণের সহিত সম্মিলিত ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, বৎস নারদ! বীণার ধ্বনিসহযোগে শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট ও পরমপবিত্রকর রসময়-লীলা-সকলের রসময়-সংগীত-পদ্য গান কর, মুনিগণ এবং দেবগণ তাহা শ্রবণ করুন। অহো নারদ! শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ কর, উহা শ্রবণমাত্রেই, সপ্তমপুরুষের সহিত প্রকর্ষেতে ঐ বক্তা এবং শ্রোতাদিগকেও পবিত্র করে, বিশেষতঃ যে স্থানে শ্রীভগবন্নামগুণের সঙ্কীর্ত্তন হয়, সেই স্থান, অতিপবিত্র ও মঙ্গলকর, এবং সমুদয় তীর্থই সেই স্থানে শুভাগমন পূর্ব্বক উপস্থিত হয়েন। অথচ দূর হইতে তৎকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়াই গরুড়-ভয়ে ভীত, ভীষণবিষধর-সর্পগণের তুল্য, সর্ব্বপ্রকার-পাতক-আদি-সমুদয় দূর হইতে সুদূরে পলায়ন করে। সেই দিনই, সফল, ধন্য ও যশস্কর এবং মঙ্গলের বিধাতা, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-দিনে আয়ুঃ-ক্ষয় হয় না, বিশেষ আর কি বলিবার আছে, দেখ, শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং গুণাদির উচ্চৈঃ-স্বরে কীর্ত্তিত হওয়া স্থানে পঞ্চত্ব পাইলেও, মৃতব্যক্তির পক্ষে, উহা মুক্তিপ্রদায়ক তীর্থ হয়, সেই স্থানে পাপমাত্রই থাকে না, পুণ্য-সমুদয় সুস্থির-ভাবে বাস করিতে থাকে, সুতরাংই সেই স্থানটি তপস্বী এবং ব্রতীদিগের, তপস্যা ও ব্রত আদি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অতি উৎকৃষ্ট উপযুক্ত স্থান। পাপীগণের শরীরে মহাপাতক, অতি পাতক, এবং উপপাতক এই ত্রিবিধ পাতক থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন, ধ্যান বা মন্ত্র-গ্রহণ, করিলেই উহার প্রভাবে উক্ত ত্রিবিধ-পাপিজন পবিত্র হয় এবং পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ ইহাও

জ্ঞাতব্য যে, "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈঃ" ইত্যাদি "তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" এবং "সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রচ্যুতোদারকথা-প্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি প্রমাণবচনে সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমচ্চৈতন্যহরির নাম-লীলা-রস সঙ্কীর্ত্তনে সাঙ্গ সোপাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃষ্ণ প্রত্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েন, সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগঙ্গা আদি পুণ্যতীর্থ মাত্রেই অধিষ্ঠান হইবার বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল না ॥ ঐ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষরূপ-অধিষ্ঠানবিষয়ে বিশেষ প্রমাণ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, যদিও অখণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি পরমপিতা ও পরমমাতা-রূপী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীবাসুদেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভৃতির আবির্ভাব-কালে, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের বচনে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীনন্দ ও শ্রীমতী যশোদাকে, শ্রীবাসুদেব-রূপে শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীকে, এবং শ্রীরাম-রূপে শ্রীমন্মহারাজ দশরথ ও শ্রীকৌশল্যাকে পিতা মাতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং শ্রীমন্নবদ্বীপচন্দ্র বিশ্বম্ভরের শচীগর্ভ সিন্ধু হইতে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভক্তিসাহায্যে আবির্ভাব বিষয়ে বর্ণনা আছে, তথাপি শ্রীসনাতনবৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিবৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ-বিচার-সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা, উচিত ও কর্ত্তব্য যে, উক্ত সকল বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকিলেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, দেখ—শ্রীবৃন্দাবনদাসপণ্ডিতঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রথম মঙ্গলা-চরণে পরিস্ফুট-বর্ণিত আছে যে,—"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ" ইত্যাদি শ্লোক। ইহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে যদিও সরলভাবে এই অর্থেরই প্রতীতি হয়, যে সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র মাতা পিতা-রূপী শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, তথাপি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া দেখিলে ইহাও অবিদিত থাকিবে না যে, সঙ্কীর্ত্তনই উক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর একমাত্র পিতা ও মাতা। এই অর্থও সুসঙ্গত হইতেছে, যেহেতু শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবানের "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥" এই নির্দ্দেশ প্রমাণ। হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি করি না এবং

যোগিগণের হৃদয়েও সেইভাবে অবস্থিতি করি না। কিন্তু আমার ভক্তগণ যে স্থানে গান করয়ে, সেই স্থানে আমি নিত্য অবস্থিতি করি॥ এই শ্রীমুখ প্রচারিত আদেশে সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে, যে স্থানে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়। বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গসুন্দরকৃষ্ণের দেহ সমুদয়ই সংকীর্ত্তন-ভজন-প্রেম-মাধুর্য্যময়, ইহা শ্রীসনাতনবৈষ্ণবগ্রন্থমাত্রেই বর্ণিত আছে। আর দেখ, কবিকর্ণপূরের প্রণীত শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে তৃতীয়শ্লোকে "মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধিভজনস্বর্ণাম্বুজানাংবনং, কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈরুপচিতঃ সৎপ্রেমহেমাচলঃ। ভক্তাম্ভোধরধোরণী-বিজয়িনি নিষ্কম্পশম্পাবলি, দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যকৃষ্ণোহরিঃ"। ইহাতে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনস্বরূপবিধায় যেস্থানে সঙ্কীর্ত্তন, সেস্থানেই তাঁহার যে অবস্থান, ইহা যাবতীয়-বৈষ্ণব-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যে সর্ব্ববাদ নিরাস-পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত স্থির নির্ণিত রহিয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীসনাতন-বৈষ্ণব-শাস্ত্রে মীমাংসায় সিদ্ধান্তিত এই মত যে, শ্রীসঙ্কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর পিতা ও মাতা স্বরূপ, ইহার তাৎপর্য্য এই, যেস্থানে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন যথাবিধি-সদাচারসহকারে সম্পাদিত হয়, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-ভগবান আবির্ভূত হইয়া প্রত্যক্ষ হয়েন, সুতরাং শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার আবির্ভাবের প্রধান-কারণ-বিধায় সকলের শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, বিধেয়, ও উচিত এবং সর্ব্বথা আবশ্যক। দেখ সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উচ্চৈঃ সঙ্কীর্ত্তনবিষয়ক বিবরণের বিষয় যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে, "হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন। হরিদাস দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন॥" অয়ে হরিদাস! একি ব্যভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার॥ মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥ কার্ শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে। এই ত পণ্ডিত-সভা বোলহ ইহাতে?" হরিদাস বোলেন ইহার যত তত্ত্ব। তোমরা সে জান হরিনামের মহত্ত্ব॥ তোমরা সবার মুখে শুনিঞা সে আমি। বলিতেছি বলিবাঙ যেবা কিছু জানি॥ উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়। দোষ ত না কহে শাস্ত্রে

গুণ সে বর্ণন ॥" তথাহি—"উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ" ইতি ॥ ১ ॥ অর্থ—"উচ্চস্বরে নাম গ্রহণ করিলে শতগুণ (পুণ্য) হইয়া থাকে" ॥ ১ ॥ বিপ্র বোলে "উচ্চনাম করিলে উচ্চার। শতগুণ পুণ্য হয়, কি হেতু ইহার ?" হরিদাস বোলেন, "শুনহ মহাশয়! যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়।" "সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে। লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে॥" "শুন বিপ্র! সকৃত শুনিলে কৃষ্ণ-নাম। পশু, পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥"

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (৩৪।১৭) সুদর্শন ব্যাখ্যা :—

"যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ। সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে" ॥ ২ ॥ টীকা। কিঞ্চ ত্বৎ পাদাক্কেন সাক্ষাৎ স্পৃষ্টোঽহং স্বলোকবর্ত্তিনঃ অস্মান্ পদা স্পর্শেন কৃতার্থয়িষ্যামি, কিমুত আত্মানম্? ইত্যাহ, যন্নামেতি। নামৈক মপি, গৃহ্নন্ ইতি বর্ত্তমানত্বেন সম্পূর্ণত্বাপেক্ষা, অখিলান্ ইতি অধিকারাদ্যপেক্ষা, সদ্য ইতি কালাপেক্ষা চ। শ্রোতৄন্ ইতি কেবল শ্রবণপ্রাপ্তিরেব অভিপ্রেতা। ইবার্থে এব; আত্মানমিবেতি দৃষ্টান্তত্বেন শ্রবণকীর্ত্তনয়োঃ অবিশেষোক্ত্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ। চকারেণ তত্বৎ সম্বন্ধিনোঽপি। তস্য পদা স্পৃষ্টঃ সন, ভূয়ঃ—অধিকং যথা স্যাৎ তথা, সর্ব্বানেব তান্, হি নিশ্চিতং, পুনামীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইহার অর্থ। জীব, যাঁহার কেবল একটিমাত্রও নাম উচ্চারণ করিলেই, সঙ্কীর্ত্তনকারকের আত্মাকে এবং তদ্রূপ সমস্ত শ্রোতৃবর্গ এবং তৎসম্বন্ধীদিগকেও, সদ্যই পাবন করিয়া থাকেন, সেই তোমার চরণস্পৃষ্ট হইয়া আমিও যে, আর সকলকে অধিকতররূপে পবিত্র করিব, তাহায় আর বৈচিত্র কি ?

"পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে'॥ জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে'। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥ অতএব, উচ্চ করি, কীর্ত্তন করিলে। শতগুণ-ফল হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে॥

তথাহি, শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যম্—"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ। আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ" ॥ এতৎ

টীকা জপত ইতি। হরিনামানি জপতঃ-সুলপু উচ্চারয়তো জনাৎ, উচ্চৈর্জপন্ জনঃ শতাধিকো ভবতীতি, স্থানে-যুক্তম্। তৎ কুতঃ? যতঃ কেবলং হরিনাম জপন্ আত্মানমেব পুনাতি, উচ্চৈর্জপস্তু আত্মানং তথা শ্রোতৄন্ অপি পুনাতি। অতস্তস্য শতগুণাধিকত্বং সাম্প্রতমেব। শতগুণাধিকমিতি পাঠে শতগুণাধিকম্ ফলম্ ভবতী-ত্যধ্যাহার্য্যম্। উচ্চৈর্জপস্ত কীর্ত্তনমেব; যথোক্তং শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ত্রিষষ্টিতমাঙ্কিতে শ্লোকে 'নামরূপ গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্।" ইতি, তত্রৈব পঞ্চষষ্টিতমাঙ্কিতে শ্লোকে—'মন্ত্রস্ত সুলঘুচ্চারো জপ ইত্যভি ধীয়তে।' ইতি চ॥

ইহার অর্থ। হরিনাম-জপ পরায়ণ জনের অপেক্ষা উচ্চৈস্বরে হরি-নাম-জপকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্তি-যুক্ত। কেন না, জপকারী কেবল আপনাকেই পবিত্র করেন, আর উচ্চৈঃস্বরে জপকারী আপনাকে এবং শ্রোতাদিগকেও পবিত্র করিয়া থাকেন॥

"জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী। শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে ধরি॥ শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ। জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥ উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন। জন্তু-মাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥ জিহ্বা পাইয়াও, নর বিনে সর্ব্ব-প্রাণী। না পারে বলিতে কৃষ্ণ-নাম হেন ধ্বনি॥ ব্যর্থ জন্ম ইহারা, নিস্তরে যাহা হৈতে। বোল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥ কেহো আপনাকে মাত্র করয় পোষণ। কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥ দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥" সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন। বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥" "দরশন কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস। কালে কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ॥ যুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিব বাখানে॥" এখানেই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে॥ এই রূপে আপনারে প্রকট করিয়া। ঘরে ঘরে ভাল ভোজন খাইস্ বুলিয়া॥ যে ব্যাখ্যা করিলি তুই" এ যদি না লাগে। তবে তোর নাক কাটি মুঞো পুরি আগে॥" শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস। 'হরি' বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস॥ প্রত্যুত্তর

আর কিছু তারে না করিয়া। চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া॥ যে বা পাপি-সভাসদ সেহো পাপমতি। উচিৎ উত্তর কিছু না করিল ইথি॥ এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র। এই সব জন যম-যাতনার পাত্র॥ কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র-ঘরে। জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমহেশ্বর-বাক্যং—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥" অস্য টীকা। রাক্ষসা ইতি। অত্র শ্রোত্রিয়াণাং কৃশত্বং তাবৎ বেদাধ্যয়নাদি-স্বধর্ম্মপরিহীনত্বমেব;—'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥" শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে ১১৬ অধ্যায়ে ইত্যত্র, 'একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥' (দান কমলা-করে) ইত্যত্র চ বেদাধ্যয়নাদি-স্বধর্ম্ম পরিপালনত্বমেব শ্রোত্রিয়স্য শ্রোত্রিয়ত্বং নিরূপিতং শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ, কলি-প্রভাবেন তদ্ধর্ম্মাপরিপালনাৎ তেষাং কার্শ্যং সঞ্জাতমিত্যবগন্তব্যম্। যদ্‌বা স্বল্পসংখকত্বমেবাত্র তেষাং কৃশত্বম্। কলৌ খলু ব্রাহ্মণা বেদবিদ্যা-বিহীনা ভবিষ্যন্তীতি পুরাণেতিহাসাদিষু বহুশঃ প্রদর্শিতমস্তি॥

ইহার অর্থ। রাক্ষসগণ, কলিযুগ অসময় পাইয়া ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; আর সেই ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া, কাল-প্রভাবে যাঁহাদিগের দশবিধ সংস্কার ও বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি অথবা যাঁহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই শ্রোত্রিয়-কুলকে বাধা প্রদান করিতে থাকে॥ ৪॥

"এ সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥"

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীমহেশ্বর বাক্যম্—"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ। তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েৎ" ॥ ৫॥

ইহার অর্থ। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈষ্ণব, প্রমাদবশতও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন পরি-ত্যাগ করিবেক॥

এক শ্রীনামব্রহ্মের উচ্চারণরূপ অর্চ্চনাতে, সর্ব্বথা অপরাধভঞ্জন ও বিনা ভোগে প্রারব্ধের ক্ষয় হইয়া পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়। তথাহি সর্ব্বাপরাধভঞ্জননামক-শ্রীকৃষ্ণনাম-স্তোত্রে। নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্ন-মালা,—দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥ জয় ! নামধেয় ! মুনিবৃন্দগেয় ! জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে। ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং, নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥ যদাভাসো হপ্যুদ্যন্ কবলিত ভবধ্বান্তবিভবো, দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্। জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে, কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥ যদ্‌ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়া হপি, বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে, প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥ অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো, কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ। প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেক-স্বরূপে, ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥ ৫ ॥ বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপ-দ্বয়ং, পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে। যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে,-দাস্যেনেদমুপাস্য সোহপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥ সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে, রম্যচিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে। নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে, কৃষ্ণ-পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥ নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি-নির্যাস-মাধুরী-পুর। ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে, রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥ ইতি সর্ব্বাপরাধভঞ্জননামক-শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকস্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্ ॥ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালাগ্রন্থে ॥

নামাভাসেনাপি তে যোগিমৃগ্যা, মুক্তিঃ স্যাদিত্যাহুরাম্নায়বাচঃ। তদ্ব্যাখ্যাত্রে মহ্যমীশ প্রদত্তাঃ, স্বস্মিন্ ভক্তিং নাধিকং ত্বং প্রযাচে ॥ ভগবন্নাম স্তৌতি নিখিলেত্যাদিভিঃ। হে হরিনাম ! ত্বাং অহং পরিতঃ সর্ব্বভাবেন সংশ্রয়ামি। নিখিলাঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ উপনিষদস্তা এব রত্নমালাস্তাসাং দ্যুতিভিঃ নিরাজিতঃ পাদপঙ্কজয়োরন্তো নখরূপা সীমা যস্যেতি বাচ্যেন সহাভেদাদিদং বোধ্যং। "যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কল্পা" ইতি স্মরণান্মূর্ত্তানাং নিখিলানাং বেদানাং মৌলিষু শিরঃসু বা

ব্রহ্মমালান্তাভিরিত্যপরে। শ্রুতয়শ্চ "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তী"-ত্যাদ্যাঃ। তাৎপর্য্যেণ পুমর্থভাবেন তাভিঃ প্রতিপাদ্যেতিভাবঃ॥ স্বাং কিম্ভূতমিত্যাহ, মুক্তকুলৈরপ্যুপাস্যমানমিতি। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। "নিবৃত্তত‍র্ষৈরুপগীয়মানাৎ"। ইতি "এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং। যোগিনাং নৃপনির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনমিত্যাদি" শ্রুতি স্মৃতিভ্যঃ। যোগিনাং ভবদ্যোগভাজাং মুক্তানামিত্যর্থঃ॥ ১॥ ননু-দুরিতাক্রান্তায় তে, কথং সংশ্রয়ং দাস্যামি তত্রাহ জয়েতি। হে নামধেয়! হে মুনিবৃন্দগেয়! ত্বং জয়। দুরিতরাশিনির্দ্দাহকৃত্য লক্ষণং স্বোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বিতি ভাবঃ। অনাদরাৎ সাঙ্কেত্য-পরিহাস্যাদিনাঽপি মনাগল্পমেবোদীরিতমুচ্চারিতং সৎ ত্বং নিখিলানামুগ্রতাপানাং লিঙ্গদেহপর্য্যন্তামাং পটলীং বিলুম্পসি নাশয়সি। "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুরিতি।" "পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্নাম গৃণন্তি যে। কৃতার্থাস্তে হঽপি মনুজা-স্তেভ্যো হপীহ নমো নমঃ"॥ "প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথাঽনলকণো দহেৎ। তথোষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম্" ত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তথা চ স্বপ্রভাবং স্মৃত্বা মাং পুনীহি ত্বদ্যশঃ প্রচারকোঽহমিতি ভাবঃ॥ জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে ইতি দয়ালুত্বং ব্যজ্যতে। পরমক্ষরেত্যত্র শকন্ধ্বাদিত্বাৎ টেঃ পররূপত্বম্। "ওঁ আস্য জানন্তো-নাম চিদ্বিবক্ত ন মহস্তে বিষ্ণো ‿সুমতিং ভজামহে" ইতি শ্রুতেঃ। "সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপমিতি" স্মরণাচ্চ। চিদাত্মকাক্ষরা-কারং নাম। যথা নামিনঃ কৃষ্ণস্য চিদ্রূপস্য হংস-শূকরাদি-বপুশ্চিদ্রূপমেব তদ্বৎ॥ ২॥ ন চ নামাভাসঃ পাপান্যেব দগ্ধা নিবর্ত্ততে অপি তু স্ববাচ্যে ভক্তিঞ্চ প্রকাশয়তীত্যাহ যদিতি। হে ভগবন্নামতরণে! হে কৃষ্ণনাম-সূর্য্য! ইহ জগতি কঃ কৃতী পণ্ডিতো জনস্তে উদাত্ত-মুচ্চং মহিমানং নির্বক্তুং প্রভবতি ন কোপীত্যর্থঃ। কুত ইতি চেত্তত্রাহ। যস্য তবাভাসং সাঙ্কেত্যাদিভিরুচ্চারণং, কবলিতো গ্রস্তো ভবধ্বান্তবিভবঃ সংসৃতিতিরিব সম্পদ্ যেন তাদৃশঃ সন্ তত্ত্বান্ধানাং তত্ত্বদৃষ্টিহীনানামপি ভক্তিপ্রণয়িনীং কৃষ্ণভক্তিবিষয়াং দৃশং প্রজ্ঞাং দিশত্যর্পয়তীতি। তবেদৃশে মহিম্নি বিজ্ঞোঽপি সংশয়ীত

বিনা তত্ত্ববিদুপদেশাদতো বিবক্তুং ন প্রভবন্তীতি॥ এতৎ-পদ্যার্থশ্চ। ওঁ আস্তেতি শ্রুতৌ বিস্ফুটঃ। আ ঈষৎ সাঙ্কেত্যাদিভির্নাম ব্রুবতাং বিষ্ণু-বিষয়ক-সুমতি-লাভাঽভিধানাৎ॥ ৩॥ অথৈকান্তিকভাবেনোপাসিতং নাম ভোগৈকবিনাশ্যমপি, প্রারব্ধং বিনৈব ভোগাদ্বিনাশয়তীত্যাহ যদিতি। যয়া ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ সাক্ষাৎকৃতিঃ স্যাত্তয়াঽপ্যঽবিচ্ছিন্নতৈলধারাবৎ-প্রবৃত্তয়া নিষ্ঠয়া ব্রহ্মচিন্তয়া যৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম ভোগৈর্বিনা ন বিনাশমায়াতি। হে নাম তত্তে স্ফুরণেন জিহ্বাদৌ ভাসনেনৈবাপৈতি দূরীভবতি বিলিয়ত্যীতি বেদো বিরৌতি, নিগদতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যয়াঽভ্যুদিতয়া সঞ্চিত-ক্রিয়মানয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ বিনাশাশ্লেষৌ ভবতঃ। "উভে উহৈবেষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনীতি" শ্রুতেঃ। ফলদানায় প্রবৃত্তে পুণ্যপাপে প্রারব্ধং কর্ম্মোচ্যতে। তত্তু ভোগেনৈব ক্ষীয়তে নতু ব্রহ্মবিদ্যয়া। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে" ইতিশ্রুতেঃ, এবমেব নির্ণীতং ভগবতা সূত্রকারেণ। "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেরিতি।" এষামর্থাশ্চ। তদধিগমে ব্রহ্মানুভবে সত্যুত্তরপূর্ব্বয়োঃ ক্রিয়মাণসঞ্চিতয়োরঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ স্তঃ। তদ্ব্যপদেশাৎ শ্রুতৌ তথোক্তেরিতি। ইতরস্য পুণ্যস্যাপ্যেবমসংশ্লেষো বিনাশশ্চ দেহস্য প্রারব্ধরচিতস্য পাতে তু মোক্ষঃ স্যাদিতি পূর্ব্বে অনারব্ধকার্য্যে সঞ্চিতে পাপপুণ্যে বিদ্যয়া বিনাশ্যতো নত্বনারব্ধকার্য্যে চ তে। তন্নাশস্য ভোগাবধিত্বাদিতি। তচ্চ প্রারব্ধং কর্ম্ম নামোচ্চারণাদপগচ্ছতীতি। তস্যোদেতি নাম, স এবঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ উদিত "উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদেতি" শ্রুতেঃ। অত্রোদেতি ভগবন্নামোপাসনয়া সর্ব্বপাপাপগমোক্তেঃ প্রারব্ধস্যাপ্যপগমঃ স্পষ্টঃ। ইত্থমভিপ্রেত্য শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি। "তস্য পুত্রাদায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুঃ কৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি"। কৌষীতকিনশ্চ। "তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপয়ন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি"॥ এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ॥ "অত্রোপি হ্যেকেষামুভয়োরিতি"। অস্যার্থঃ একেষাং নামৈকান্তিনাং

পরমাতুরাণাং বিনৈব ভোগাৎ প্রারব্ধয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োরল্লেষো-ভবতীতি স্বীকার্য্যম্। হি যস্মাত্তস্য তাবদেব চিরমিত্যাদিকায়াঃ প্রারব্ধং ভোগনাশ্যমিতি বদন্ত্যাঃ শ্রুতেরস্তা তস্য পুত্রাদায়মিত্যাদিকা তদর্থিকা শ্রুতিরস্তীতি ॥ ৪ ॥ ভক্তেভ্যোবিচিত্রানন্দান্ প্রদাতুং বহুরূপতয়াবির্ভাবাদতিকরুণমিদং নামেতি ভাবেনাহ অঘেতি। হে নামধেয়! এবমবিতর্ক্যমহিম্নি ত্বয়ি মম রতির্বর্দ্ধতাং। ত্বয়ি কীদৃশি। হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, ইত্যেবমাদিবিধাবনেকস্বরূপে হৃষ্টোত্তরশতাদিতাং প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ অতিকরুণ ত্বং তে স্ফুটমত্যতত্বামেব সংশ্রয়ামীতি ভাবেনাহ বাচ্যমিতি। হে নাম! ভবতস্তব বাচ্যং বাচকমিতি স্বরূপদ্বয়মুদেতি চকাস্তি। বাচ্যং বিভুচৈতন্যানন্দাত্মক বিগ্রহঃ পরেশঃ। বাচকং কৃষ্ণগোবিন্দেত্যাদিকো বর্ণপ্রচয়ঃ। তত্র পূর্ব্বস্মাদ্বাচ্যাত্তাদৃগ্বিগ্রহাৎ। পরমেবং তাদৃগ্বর্ণপ্রচয়রূপং বাচকমেব বয়ং করুণং জানীমহে। কুত ইতি চেত্তত্রাহ। যঃ প্রাণী তস্মিন্ বাচ্যরূপে সমস্তাদ্বিহিতাপরাধনিবহঃ কৃতাপচারবৃন্দো ভবেৎ। সো হপীদং বাচকস্বরূপমাস্যেনোপাস্য মুখেনোচ্চার্য্য বিনষ্টতন্নিবহঃ সন্ সদানন্দাম্বুধৌ ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জতি কৃতার্থো ভবতীতি। "মম নামানি লোকেহস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব নসংশয়ঃ" ॥ ইতি স্মরণাৎ। নামনামিনোরদ্বৈতং তু। "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নত্বান্নামনামিনোরিতি" স্মরণাৎ ॥ ৬ ॥ ননু নাম্যপরাধাদ্দ্বাত্রিংশন্নাম্না বিনশ্যেয়ুর্নামাপরাধাঃ সাধুনিন্দাদয়ো দশ কেন বিনশ্যেয়ুরিতি চেত্তে হপি নাম্নৈবেতি ভাববানাহ। সুদিতেতি। হে নাম! হে কৃষ্ণ! তে তুভ্যং নমো নমঃ। তে কীদৃশায়েত্যাহ। সুদিতো বিনাশিত আশ্রিতজনানামার্ত্তিরাশির্নামাপরাধান্তো যেন তস্মৈ ॥ "জাতে নামাপরাধেতু প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্ নাম তদেকশরণো ভবেৎ। নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।" ইতি স্মরণাৎ। বৃত্তানপরাধান্ ক্ষময়, তাসাং প্রতি কেভ্যো স্থিনিবৃত্তেন সর্ব্বদা প্রযুক্তানি জপ্তানীতি বোধ্যং। "অপরাধ-

বিমুক্তোহি নাম্নি যস্তং সমাচরে" দিতি স্মরণাৎ" পুনস্তে কীদৃশায় রম্যং চিদ্‌ঘনং যৎ সুখং তৎস্বরূপিণে। "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ ইত্যাদেঃ" ॥ পুনস্তে কীদৃশায়। গোকুলস্য মহামুৎসবো যস্মাত্তস্মৈ। পূর্ণবপুষে ব্যাপকায় ॥ ৭ ॥ অথ নাম্নঃ স্বস্মিন্ স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়তি। নারদেতি। নারদস্য বীণামুজ্জীবয়তি চেতয়তীতি হে তাদৃশ! সুধোর্ম্মিনির্যাস ইব মাধুরীপুরো যস্য। হে কৃষ্ণনাম! ত্বং রসেনানুরাগেণ মে রসনে স্ফুর। কামং যথেষ্টং ত্বদ্‌গ্রহণে ন মে সামর্থ্যং, ত্বমেব মজ্জিহ্বায়াং বিরাজস্বেত্যর্থঃ। মুখ্যত্বাৎ কৃষ্ণেতি নাম্নঃ স্ফূর্ত্তিরস্তেনাভ্যর্থিতা। "নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি" বচনাৎ॥ অষ্টকপাঠফলমষ্টকাদেব ব্যক্তমস্ত্যতঃ পৃথক্ তন্নোক্তম্ ॥ ৮॥ ইতি শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ বিরচিত স্তবমালাভূষণং নাম ভাষ্যম্ ॥

সমস্ত শ্রুতিগণের শিরোভূষণ-রত্নমালার কিরণদ্বারা অর্থাৎ চারিবেদের শীর্ষস্থানীয় সামবেদের রত্নমালা (ইতঃপূর্ব্বে লিখিত) গায়ত্রী তাঁহার কান্তি, তাৎপর্য্যার্থ, যথাবিধি স্বরাদি-সহকারে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা তোমার পাদপদ্মের প্রান্ত অর্থাৎ শেষসীমা যে নখকান্তি নীরাজিত হইয়া থাকে, এবং ইহ সংসারে নিত্যমুক্ত শ্রীনারদাদি ঋষিগণ এবং শ্রীভগবদ্ভক্তিযোগভাজী যোগিগণও সম্যক্ উচ্চারণ ও অভ্যাস দ্বারা তোমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। হে শ্রীহরিনাম! ইহা জানিয়া ও শুনিয়া আমি সম্যক্‌ভাবে তোমার আশ্রয় লই ॥ ১॥ ওহে শ্রীহরিনাম! মুনিগণ কর্ত্তব্য-বিধায় সর্ব্বথা তোমারই গান করিয়া থাকেন, এবং লোকসকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি কেবল অক্ষর আকার ধারণ করিয়াছ, অর্থাৎ তোমার সঙ্গীত হইতেই রাগভক্তিরঞ্জিত অন্তঃকরণ আবির্ভূত হয়। এবং অনাদরেও তোমার অল্প মাত্রায় উচ্চারণ করিলে ভয়ানক উগ্র তাপরাশি সমস্তের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যে স্থূল-দৈহিক বা লিঙ্গদৈহিক আধি এবং ব্যাধি সংক্রান্ত তাপরাশি-সমূহ, সে সমুদয়ের সমূলে বিনাশ হইয়া বিশেষরূপে লোপ করিয়া থাকে। সুতরাং তোমার উচ্চারণকারি জনগণের পাপরাশিকে দগ্ধ করতঃ নিজের উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া জয়শীল হও ॥ ২ ॥ গানকারির সর্ব্বতঃ ত্রাণ-

কারি-গায়ত্রী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি-তেজঃস্বরূপা, আর তুমি রূপব্রহ্মের পরমাধার, নামব্রহ্মন্! হে শ্রীহরিনাম-সূর্য্য! আশ্চর্য্য উদয়, যে হেতু সঙ্কেত আদিস্থলে উচ্চারিত হইলে, উহার আভাসেও তুমিই তত্ত্ব-জ্ঞানদৃষ্টিবিহীন লোকেরও কৃষ্ণভক্তি-বিবরণ-প্রণয়ন-শীল প্রজ্ঞা-চক্ষুঃ প্রদান করিয়া থাক। সুতরাং এতাদৃশ অত্যদ্ভুত তোমার মহিমা-কৌশলে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিমোহিত, তাহাতে যে সাধারণ্যে এই ধরা-মণ্ডলে তোমার উদাত্ত মহিমা উচ্চৈঃ নির্ব্বাচন করিতে কোন কৌশলী লোক কৃতকার্য্য হইতে পারে? ৩॥ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারের তুল্য বর্ত্তমান, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিষ্ঠাদ্বারাতেও ভোগ-ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ-কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের নিয়তিফল বিনষ্ট হয় না। হে নামন্, জিহ্বাগ্রে তোমার আভাসে স্ফুরণমাত্রেই সেই প্রারব্ধকর্ম্ম অপগত হয়, এই কথা বেদ অনেকানেক স্থলে বিশেষমত রব করিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বিবেচনা করিয়া আলোচনা করিলে শ্রীহরিনামের অত্যাশ্চর্য্য মহিমা বেদশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, দেখা যায়, ঐকান্তিকভাবে নামের উপাসনা করিলে ভোগ বিনা অবিনশ্বর-স্বরূপ প্রারব্ধও বিনা ভোগে সমূলে উন্মূলিত হইয়া বিনষ্ট হয়॥ ৪॥ হে হরিনাম! উচ্চৈঃ-স্বরাদি-সহকারে তোমার উচ্চা-রণোপাদানক-সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তজনগণকে, অতি অদ্ভুত অপরূপ, চমৎকারস্বরূপ, প্রভূততর প্রচুর পরমানন্দ প্রদান করিবার জন্য অনেকানেক রূপ প্রকটন পুরঃসর প্রাদুর্ভূত হইয়া রহিয়াছ। এই তাৎপর্য্যে নির্দ্দেশ জানিবেক। হে অনেক প্রকার পাতকদমনকারিন্! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসুত! হে কমললোচন! হে গোপী-জনে আহ্লাদদায়িন্! হে বৃন্দাবনের ইন্দ্র! অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালিন্! হে প্রণতকরুণ! অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে নতের দম্ভ-অহঙ্কার পরিহার করতঃ নিজ-দুঃখ-কাতরজনের দুঃখ দূর করিবার অভিলাষ ও সামর্থ্য-শালিন্! হে কৃষ্ণ! অর্থাৎ নির্ব্বৃতিদায়িন্, ইত্যাদি প্রকারে অনেক স্বরূপ তোমার যে নাম প্রকাশ পাইয়া আছে, অতএব হে নাম-ধেয়! তোমাতে আমার মনের আনুকূল্যভাবে প্রবণায়িত বৃত্তি যে রতি-অনুরাগ বাড়িয়া উঠিতে থাকুক, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোথায়

দুইটি, কোথায় তিনটি, কোথায় ৪, কোথায় ৫, কোথায় ৬, কোথায় ৭, কোথায় অষ্টক, কোথায় নবনাম, কোথায় দশক এই পর্য্যায়ক্রমে ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ষোড়শ, ১৭, ১৮ প্রভৃতি সমুদয়, কোথায় ২৪, প্রভৃতি, ৩২, প্রভৃতি। এবং প্রসিদ্ধ ৭১ নাম, শতনাম, ১০৮ নাম, ১০০০ সহস্রনাম, লক্ষনাম প্রভৃতি এবং অযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর প্রভৃতি, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ সংখ্যক নাম-স্বরূপের বর্ণাক্ষর আকারে, বেদপুরাণে আগম প্রভৃতি শাস্ত্রে তুমি প্রকট বিরাজমান রহিয়া আছ, তাহাতে মনোমত-প্রীতি-বিজৃম্ভিত বোধে যাহার যেরূপ বর্ণ আকার অক্ষর শব্দ ও পদ মনের অনুকূল অভীষ্টদায়ি বোধগম্য হইবেক, তাহাতেই হে নামব্রহ্মন্! তুমি তাহার স্বাভীষ্টসিদ্ধি করিয়া পরমানন্দ বিবর্দ্ধন করিয়া দিতে থাক, ইহাই তোমার নিজের স্বরূপ ॥ ৫ ॥ হা নিত্যানন্দ বলদেব! হা কৃষ্ণচৈতন্য! হা গৌর বিশ্বম্ভর! হা হরেকৃষ্ণ! হা রাধাগোবিন্দ! হা রাধাকান্ত! হা মদনমোহন! হা শ্রীহরি! হা বিষ্ণু! হা নারায়ণ! হা অচ্যুত! হা রাজরাজেশ্বর! তুমি যে পরমকরুণাময়স্বভাবশালী এই সংসারে তোমার পরম কারুণ্য পরিস্ফুটরূপে, সর্ব্বথা, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বতোভাবেই জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকাশ রহিয়াছে, অতএব হে নাম-ব্রহ্মন্! তোমারই আশ্রয় সম্যক্ প্রকারে লইলাম, বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার দুই স্বরূপ, ১ম বিজ্ঞানঘন-পরমানন্দ-বিগ্রহ মহা-প্রভু, নিত্যানন্দচৈতন্যাত্মক-শরীরধারী পরেশরূপব্রহ্ম, ইহা বাচ্য। ২য়, বিজ্ঞানঘন পরমানন্দময় নিবিড়-নিত্যানন্দময়াকার কৃষ্ণচৈতন্য-রস-বিগ্রহ-স্বরূপ-শক্তিময় নামচিন্তামণি, ভক্তিরত্নখনি, অকৈতব প্রেমময়াক্ষরবর্ণবিগ্রহধারী নামব্রহ্মন্, ইহা বাচক। এই উভয় স্বরূপের মধ্যে, পূর্ব্ব, ১ম বাচ্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী প্রকট রূপব্রহ্ম অপেক্ষা, অপর ২য় প্রীতিমূর্ত্তিপ্রদাতা মাধুর্য্যামৃতময়রস-শরীর, নিত্যানন্দ-বর-বর্ণময়-সুবিগ্রহ নামব্রহ্মকেই পরমকরুণাময় সবিশেষ রূপেই বেদাদিশাস্ত্র হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়া আমরা ঐ নাম ব্রহ্মকে নির্ভর করিয়া অবলম্বন করি। যেহেতু স্পন্দিত প্রাণবায়ু জীবমাত্রেই উক্তরূপ ব্রহ্মের উপাসনাদি-বিষয়ে নানা অপরাধ-নিবহ

দুষ্করণবশতঃ কৃতাপচারী হইলেও নামব্রহ্মকে কেবল রসনাকরণক উচ্চারণরূপ উপাসনা করিলেই সকল অপরাধ হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিরপরাধ-ভক্তভোগ্য নিত্যানন্দ-প্রেম-সাগরে ইহ জন্মেই নিমগ্ন হইয়া যায়, ইহাতে আর কোনও সংশয় নাই, ইহা প্রত্যক্ষ, এবং শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত ॥ ৬ ॥ আর দেখ, দ্বাত্রিংশৎ ৩২ নামাপরাধ নামের উপাসনাদ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া নিরপরাধ ভক্ত হইতে পারে এবং সাধুনিন্দাদি দশ অপরাধও ঐ নামের সম্যক উপাসনা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আশয়ে বলা হইতেছে, হে সুন্দর পরিস্ফুটরূপে অনাবিল উচ্চারিত নামব্রহ্মন্ কৃষ্ণ! আশ্রিতজনের আধিব্যাধিরূপ আর্ত্তি-(পীড়া) রাশি অবগন্তে, মনোহর রমণীর বিজ্ঞান-ঘন নিত্যানন্দময়াকার সুখস্বরূপে প্রকাশমান, ইন্দ্রিয়সমূহের ও মনের মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবস্বরূপ, এবং আপনকার অবয়বও, শুদ্ধ মাধুর্য্যাদিরসে পরিপূর্ণতম, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নিত্য নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ এবম্বিধায়, পরমমহিমার গরিমাসম্পন্ন নামব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি, নিজ আত্মাতে প্রার্থনা করিতেছেন যে, নারদের বীণার উজ্জীবন-স্বরূপ, এবং স্বীয়-মাধুর্য্যামৃত-রস প্রবাহের অমৃততরঙ্গের সারাংশ স্বরূপ, হে নামব্রহ্মন্! তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টরূপে যথেষ্টভাবে আমার রসনার রসের সহিত স্ফূরিতে থাক ॥ ৮ ॥ ইহা অস্মদীয় সুধাবর্ষিণী টীকার ব্যাখ্যা।

এই সমস্ত শাস্ত্রদৃষ্টে নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীদেবশিরোমণি মহাদেব, যে পরমরহস্য, পরমানন্দপ্রদায়ক, অহঙ্কার-দর্প-মান-দম্ভাদি-মনোমালিন্য-পরিহারক, সংসার-বনানল নির্ব্বাণ কারক, অমৃতময় সুধারস-বিতরণ-প্লাবন-কারক, পরমবিদ্যার জীবনা-ধায়ক, পরানন্দপারাবারের বিবর্দ্ধন-কারক, প্রতিবর্ণেই পূর্ণামৃতের আস্বাদ-দায়ক, এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাত্মার স্নপনকারক, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন নিরন্তরভাবে করিতেন, তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ড কৃতার্থ হইয়া আসিতেছে॥ এক্ষণে সেই সদাশিবকর্ত্তৃক সর্ব্বমঙ্গল বিধানজন্য শ্রীগোপালসহস্র নাম স্তোত্র পাঠ অবৈধ বা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এই আশঙ্কা সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইল॥ এবং ঐ সঙ্গীত বা কীর্ত্তন যে

রাসমণ্ডলে গোপীগণের সহযোগে এবং সহানুভূতিসহকারে শ্রীরাসেশ্বর মদনমোহন প্রচার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে গোপীগীতাকে প্রমাণ উল্লেখ-মাত্র করিয়া গানপ্রকরণের উপসংহার করিয়াছিলাম। এস্থলে কয়েক-জন ভাগবত-বন্ধুর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীতে গোপীদিগের সহকার ও সহানুভূতি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া কিছু কিছু প্রমাণবচন উদ্ধৃত করা গেল। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে—

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈ-র্ভ্রূবিলাসৈ-র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো, গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥ উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥ কাচিৎ সমং মুকুন্দেন, স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। উন্নিন্যে পূজিতা তেন, প্রীয়তা সাধু-সাধ্বিতি ॥ ৯ ॥ নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ, কূজন্নূপুরমেখলা। পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাহধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৪ ॥ গোপ্যো-লব্ধাহচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্। গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৫ ॥

স যথা তাভিঃ সহ শুশুভে তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ পাদন্যাসৈরিতি। ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ, ভজ্যমানৈর্মধ্যৈশ্চলদ্ভিঃ কুচৈশ্চ পটৈশ্চ গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেষু লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ কবরেষু চ রসনাসু চ গ্রন্থয়ো দৃঢ়া যাসাং তাঃ। যদ্বা তেষু তাসু চ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলগ্রন্থয়ঃ, ইত্যর্থঃ। তত্র নানামূর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণো মেঘচক্রমিব, তাস্ত বহুবিধাস্তড়িত ইব, স্বেদস্ত আসার ইব, গীতং গর্জ্জিতমিবেত্তি যথাসম্ভবমূহ্যম্ ॥ ৭ ॥ নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ,রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ, কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতাঃ, ইদং বিশ্বম্ ॥ ৮ ॥ মুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ ষড়্জাদি-স্বরা-লাপগতীঃ, অমিশ্রিতাঃ শ্রীকৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ। প্রীয়তা প্রীয়মাণেন সম্মানিতা ॥ ৯ ॥ কূজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা ॥ ১৪ ॥ এবমন্যা অপি গোপ্যো যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্বিজহ্রু গোপ্য ইতি ॥ ১৫ ॥ ইতি শ্রীধরস্বামী ॥ ন কেবলং তাভিঃ সোহধিকং শুশুভে কিন্তু তেন তাশ্চ যথা শুশুভিরে ইত্যাহ পাদেতি। পাদানাং ন্যাসাঃ নৃত্যগতিভির্ভূম্যা-

ভ্রমণ-ভঙ্গাভৈঃ। * ভুজানাং হস্তানাং বিশ্লেষেণ ধুতিভিঃ হস্তকভেদেন চালনৈঃ। যত্তপ্যন্যোন্যবদ্ধবাহুত্বেন ভুজবিধুতয়ো ন সম্ভবেয়ুস্তথাপি কদাচিত্তদর্থমাবদ্ধত্বপরিত্যাগেনৈব। স্মিতসহিতৈর্ভ্রূবাং বিলাসৈস্ত-ত্তদ্রসাভিব্যঞ্জকনর্ত্তনচাতুর্য্যৈর্ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন বিশেষতশ্চ নৃত্যার্থ-পরিবর্ত্তনাদিনা ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈঃ, কিম্বা ভজ্যমানতা ভঙ্গঃ কৌটিল্যমিতি যাবৎ। কুটিলীভবন্মধ্যভাগৈরিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র মুহুরিতি গন্তব্যঃ। কুচপটাঃ ভগবদুত্থানে সতি পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীতানি নিজনিজোত্তরীয়াণ্যেব। অন্তৈঃ। তত্র গ্রন্থয় ইত্যেব পদচ্ছেদো যোগ্যো নত্বগ্রন্থয় ইতি। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যাদিকং ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। তং কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ তা দৃষ্টান্তরিতব্যবশাৎ কৃষ্ণস্য তত্তৎ প্রকাশচক্রে বিরেজুঃ। কুত্র কা ইব মেঘচক্রে তড়িত ইব। নমু মধ্যে মণীনামিত্যাদি প্রোক্ত-দৃষ্টান্তো ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তুকসম্বন্ধাৎ নত্বয়ং স্বাভাবিক-সম্বন্ধাভাবাত্তদেতদাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্রেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি কৃষ্ণবধ্ব ইতি তদ্বদত্রাপি স্বাভাবিকাদেব সম্বন্ধাদ্দাম্পত্যমেবেতি ভাবঃ। অতএব তাসামভ্যাসবিশেষং বিনাপি তেষু তেষু গুণেষু পরম এবোৎকর্ষো-বর্ত্ততে॥ ৭॥ ততশ্চ প্রহর্ষোদ্রেকেণ তাসাং নৃত্যস্য প্রাধান্যং বর্ণয়িত্বা গানস্যাপ্যাহ উচ্চৈরিতি। নৃত্যমানা ইতি নর্ত্তনেঽপি তাদৃশগানাত্তৎ কৌশলবিশেষো দর্শিতঃ। গানাদিপ্রয়োজনমাহ রতিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিঃ সৈব প্রিয়া যাসাং। নচোচ্চৈর্গানাদিনা তাসাং শ্রেয়ঃ শঙ্কনীয় ইত্যাহ কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ মুদিতা ইতি অয়মপ্যেকো হেতুর্জ্ঞেয় গীত-স্যোচ্চৈস্ত্বং দর্শয়তি যাসাং গীতেনাবৃতং ব্যাপ্তং। যদ্বা। যাসাং গীতেন স্বরমুৎপ্রেক্ষিতরাগসমূহেন ইদং জগদাবৃতং তদনুসারিগানপরং জাত-মিত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃতা ষোড়শসহস্রসংখ্যা রাগা এব জগতি বিভক্তা ইতি সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ। যথোক্তং সঙ্গীতসারে। তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা। ইতি। অন্যৈঃ। যদ্বা। নৃত্যেন মানঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত সম্মানো যাসাং তাঃ। রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠ্য ইতি পরমমধুরস্বমুক্তম্। উচ্চৈর্গানে হেতুঃ রতীতি কৃষ্ণেতি চ। যদ্বা। উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণগানাদপ্যুচ্চতরা তথাচোক্তং শ্রীপরাশরেণ। রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তা ব্যায়তধ্বনিঃ। সাধু-

কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তদ্দিগুণং জগুরিতি। তত্র হেতুমাহ রক্তে- ত্যাদিবিশেষণৈস্ত্রিভিঃ। এষাং যথেষ্টহেতু-হেতুমত্ত্বং জ্ঞেয়ম্। এবং তত্রাতি শুশুভে তাভিরিত্যত্র তাসাং শোভাবদগানাদিগুণস্যাপি পরমোৎকর্ষঃ সূচিতঃ। উত্তরত্র তু স্পষ্টমেব॥ ৮॥ অধুনা পূর্ব্ববত্তাসু মুখ্যানাং প্রেমচেষ্টিতানি পৃথক্ কৃষ্ণেনাহ কাচিদিতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। মুকুন্দেন সমং ইতি তস্যাপি তদঙ্গগত্বং বিবক্ষিতম্। সহযুক্তেঽপ্রধান ইতি স্মরণাৎ। উন্নিন্যে উৎকৃষ্টং কল্পয়ামাস অমিশ্রিতাঃ সংহত্যঃ গানেঽপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঃ। ততশ্চ তেন মুকুন্দেন পূজিতাঃ। কথং পূজিতাঃ তত্রাহ সাধ্বিতি বীপ্সা হর্ষেণ সাধুত্ব-দার্ঢ্যায় বা বদতেতিশেষঃ॥ ৯॥ শ্রীহস্ত গ্রহণানুসারেণ নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীচন্দ্রাবলীবিলাসমাহ নৃত্যতী নৃত্যন্তী গায়তী গায়ন্তী চ কুজদিত্যত্র গানানুরূপতালযুক্তং কুজিতং জ্ঞেয়ম্। পার্শ্বস্থস্যাচ্যুতস্য নিশ্চয়ত্বেন তৎপার্শ্ব এব স্থিতস্য ভগবতো হস্ত এবাজং তাপহারিত্বাদিনা তৎ শ্রান্তা সতী শ্রমনিবৃত্ত্যর্থমিবেত্যর্থঃ। শিবং স্বতঃ সুখরূপম্। এবং মুখ্যাঃ ষড়ুক্তাঃ তথৈব সপ্তমী পরাপি জ্ঞেয়া। সারল্যেন লক্ষিতা পূর্ব্ববদ্বিষ্ণুপুরাণোক্তা ভদ্রাত্বিয়ং স্ফুটমষ্টমী স্যাৎ। যথা। কাচিৎ পরিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তং। গোপী-গীত-স্তুতি-ব্যাজ- নিপুণা মধুসূদনমিতি। শ্রীজয়দেবচরণাস্ত্বিমামেব বর্ণনাবিশেষেণ সরস- চরিতাং সাধয়িত্বা ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীর বামভ্রুবামিত্যাদিনা॥ ১৪॥ অচ্যুতং কস্মাচ্চিদপি রূপগুণাদিমাহা- ত্ম্যাচ্চ্যুতিরহিতম্। তস্য দুর্লভতামাহ শ্রিয়োঽপি একান্তং বৈকুণ্ঠ- নাথাদিভ্যোঽপ্যতিশয়াস্নিতান্তং বল্লভং যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ- ইত্যনুসারেণ প্রেমবিষয়ং নতু লব্ধং তং কান্তং রমণং লব্ধ্বা। যদ্বা প্রিয়ঃ কান্তং কামনাস্পদং একান্তবল্লভং স্বৈকনিষ্ঠপ্রিয়তমং লব্ধ্বা। ন কেবলং লাভঃ, কিন্তু স্বল্পমপি বিশেষসহমানেন তেন স্বদোর্ভ্যাং গৃহীতঃ কণ্ঠো যাসাং তাদৃশ্য ইত্যর্থঃ। অতএবাতিপ্রেমানন্দেন তমেব গায়ন্ত্যো বিজহ্রিরে ইতি। এবং প্রিয়োঽপি সকাশাত্তাসাং অতি- মাহাত্ম্যমভিব্যক্তং তথৈব গম্যতে শ্রীমদুদ্ধবেন, নায়ং প্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবে হস্ত ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণামি-

ত্যাদি ॥ ১৫ ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ যথা তাভিঃ স গুণ্ডে তথা তেন তা অপি গুণ্ডভিরে ইত্যাহ পাদন্যাসৈরিতি। পাদানাং ন্যাসাঃ গীতরসতালানুসারিণ্যঃ পুনঃ পুনর্ব্যক্তীকৃতবিচিত্রনৃত্য-গীতরস্তৈঃ। ভুজৈর্বিধুতিভিরন্যোন্যবদ্ধানামপি ভুজানাং বিচিত্রৈঃ কম্পনৈঃ। কিঞ্চ। অন্যোন্যাবদ্ধভুজতাং ত্যক্ত্বা কদাচিদভিলাষবতো হস্তকভেদেন করচালনৈর্গীতপদার্থাভিনয়ৈঃ স্মিতহসিতৈর্ভ্রূবাং বিবিধৈ-র্ভেদৈর্ভঙ্গিভিঃ। রসাভিনয়ার্থং স্বস্বকৌশলাবধারণার্থঞ্চ। ভজ্য-মধ্যৈঃ ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন নৃত্যবিবর্ত্তনাদিনা চ ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈশ্চলৈঃ কুচপটৈঃ কঞ্চুকোপরিতনবস্ত্রৈর্ভগবদুত্থানানন্তরং পুনঃ-প্রতি-সংগৃহীতৈঃ কৃষ্ণস্য বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চেতি নানার্থবর্গঃ। অত্র বধূশব্দস্য ভার্য্যাবাচকত্বে ব্যাখ্যায়-মানে প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ইতিভীষ্মোক্তাংবিরুদ্ধো তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়ম্। কৃষ্ণস্য শ্যামসুন্দরস্য তদেকাশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্য-স্তদেকাশ্রয়তয়া তদেকভোগ্যতয়া চ বধ্ব ইব বধ্ব ইতি প্রকৃতবৈষ্ণব-তোষণী ॥ ৭ ॥ নৃত্যমানা নৃত্যন্তঃ। যদ্বা। নৃত্যেন মানঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদরো যাসাং তাঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ। রাগা-শ্চোক্তাঃ সঙ্গীতসারে। তাবন্তএব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরেতি। রতিঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিরেব প্রিয়া যাসাং তাঃ। কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ স্পর্শাদিনা মুদিতা ইতি নৃত্যাদি-শ্রমানুদগমঃ। যদগীতেন যৎ কর্ত্তৃকেন গীতেন তদানীং ইদং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং আবৃতং ব্যাপ্তমাসীদিত্যর্থঃ। যদ্বা যদগীতেন যৎ কর্ম্মকেন গীতে-নেতি। অদ্যাপি জগদ্বর্ত্তিভির্লোকৈর্যা গীয়ন্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ স্বর-জাতীরিতি স্বরাঃ খলু, ষড়্জর্ষভৌচ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূর-চাতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেনাহ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্। তেষাং জাতিরষ্টাদশ। যদুক্তং। রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদি স্বরাভিধাঃ। তা এব বিকৃতাঃ সত্যো জাতা বিকৃত সংজ্ঞয়া। ষাড়্জ্যার্ষভী চ গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ

নৈবাদী শুদ্ধা এতাস্ত জাতয়ঃ॥ ইতি। অমিশ্রিতাঃ কৃষ্ণোন্নীতাভির-সঙ্কীর্ণাঃ। যদ্বা, শুদ্ধা অপি জাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ। পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তদ্গানাৎ। তত্রাপি উৎকৃষ্টং নিত্যে। অতঃ পরমদুর্গেয়া-নাম্নপি তাসাং তথা গানমালক্ষ্য তেন কৃষ্ণেন সা পূজিতা। স্বীয় পীতোত্তরীয়াদিভিঃ সম্মানিতেতি বিশাখেয়মিতি প্রাহুঃ॥ ৯॥ নৃত্যন্তী গায়ন্তী হস্তাব্জমধাদিত্যেকা, চন্দ্রাবলীহস্তগ্রহণসাম্যাৎ, দ্বিতীয়া পদ্মা, তদানীং চরণাব্জং স্তনয়োরধাৎ ইদানীং হস্তাব্জং স্তনয়োর্ধত্তে স্মেতি স্তনতাপনীবৃত্তেরুক্তত্বথাপি সিদ্ধেঃ। অষ্টমী ভদ্রা তু অত্রানুক্তা-ঽপি পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়া॥ ১৪॥ এবমন্যা অপি গোপ্যঃ স্বস্বভাবানু-সারিণ্যো বিজহ্রুরিত্যাহ গোপ্য ইতি। অত্র যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপ ইতি, নাগপত্নীস্তুত্যা, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যুদ্ধবোক্ত্যা চ শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধাচরত্তপ ইতি ভাগবতা-মৃতোত্থাপিতপৌরাণিককথয়া চ নারায়ণকান্তায়াঃ শ্রিয়ঃ কৃষ্ণসঙ্গা-সম্ভবাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। কান্তং কমনীয়মচ্যুতং কৃষ্ণং একান্তবল্লভং লব্ধা বিজর্হিরে। তদ্দোর্ভ্যাং কৃষ্ণভুজাভ্যাং গৃহীতাঃ কণ্ঠা যাসাং তাঃ। শ্রিয়ঃ শ্রিয় ইবেত্যর্থঃ। সা যথা নারায়ণবক্ষোগৃহীতগাত্রী, এতা গোপ্যোঽপি তথা কৃষ্ণভুজগৃহীতকণ্ঠ্যঃ, ইত্যর্থঃ। যদ্বা নারায়ণে-নৈক্যাৎ কৃষ্ণস্যাপি শ্রীবল্লভতা॥ ১৫॥ ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী॥ যাসাং গীতেন স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতরাগসমূহেন ইদং জগদাবৃতং তদনুসারি-গানপরং জাতমিত্যার্থঃ। তাভিঃ কৃতাঃ ষোড়শসহস্রসংখ্যা রাগাএব জগতি বিভক্তা ইতি সঙ্গীত শাস্ত্রাৎ॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥ কাচিৎ। গদাং গোপালনোচিতাম্। নটবৃন্দাধিপত্যুপচিতামেব বা গদাকৃতিং যো বিভর্ত্তীতি গদাভৃৎ॥ ১১—১৫॥ ইতি শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ॥

পরন্ত গোপীদিগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যদ্রূপ শোভা হইল, গোপী-গণও তাঁহার দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। কারণ, পাদন্যাস, করচালন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, আভুগ্ন মধ্যভাগ, সকম্প-স্তনমণ্ডল, চঞ্চলবসন এবং গণ্ডস্থলে দোলায়মান কুণ্ডল দ্বারা গোপী-দিগের বদনে স্বেদবিন্দু উদ্গীর্ণ এবং কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল, অতএব তাঁহারা কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে মেঘ-

মণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় সাতিশয় বিরাজমানা হইলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বহুবিধ, ইহাতে তিনি সে সময় মেঘচক্রের সদৃশ হওয়াতে গোপীগণ যেন বিদ্যুৎ, স্বেদবিন্দু যেন জলধারা, এবং সঙ্গীত যেন মেঘগর্জ্জনের সদৃশ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ সে যাহা হউক, তদনন্তর সেই সকল বরাঙ্গনা নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিলেন। সেই গানে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিত সেই সকল গোপীর কণ্ঠতল নানা রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ হে মহারাজ! তদ্দর্শনে 'সাধু! সাধু!' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মান করিলে কোন গোপী তাঁহার সঙ্গে অমিশ্রিত ষড়্জ আদি স্বরের আলাপ উচ্চার করিলেন, কিন্তু সে সকল স্বরালাপ শ্রীকৃষ্ণের উন্নীত স্বরালাপে সঙ্কীর্ণ (সম্যক্ মিশ্রিত) হইল না ॥ ৯ ॥ কোন গোপী নৃত্য ও গীত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বগতা হইয়া তদীয় মঙ্গলস্বরূপ করকমল আপনার স্তনদ্বয়ে স্থাপন করিলেন। রাজন্! অনবরত নৃত্য করাতে সেই গোপীর নূপুর ও মেখলা যেন মুখরিত হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥ অন্যান্য গোপীরা কমলার একান্তবল্লভ, কমনীয়-কান্ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহা কর্ত্তৃক বাহুদ্বয় দ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইলেন এবং তদীয় গুণগান করত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রমাণবচনে রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের গোপীমণ্ডলীসহ তৌর্য্যত্রিক করা সবিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। উহাতেই শ্রীসদাশিব শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বতঃ প্রচারের আচার্য্য হইয়াছে ॥

অথ স্তোত্রশব্দার্থ বিবরণম্। ষ্টু, ঞ, ল স্তুতৌ। ইতি কবিকল্পদ্রুমে। মূর্দ্ধণ্যাদিঃ। ঞ, ল। স্তৌতি, স্তুবীতি, স্তুতে। ইতি তট্টীকায়াং শ্রীদুর্গাদাসবিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বিরচিতায়াম্ ॥ ঞ, উভয়পদী। ল, অদাদিগণীয়ঃ ॥ ইত্যস্মাদ্ ধাতোঃ ত্র প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ ॥ 'স্তুতিঃ' স্তবঃ স্তোত্রম্ নুতিঃ স্তবনম্। ইত্যমরসিংহঃ। ইতি চ শব্দরত্নাবলী। নুতিঃ ইতি জটাধরঃ ॥ স্তুতিস্তু প্রশংসা গুণাদিকথনমিত্যর্থঃ ॥ স্তুতির্যথা শ্রীদেবীপুরাণে ৪৫ অধ্যায়ে। স্তুতিঃ সিদ্ধিরিতিখ্যাতা শ্রিয়াঃ সংশ্রয়ণাচ্চ সা। লক্ষ্মীর্ব্বা ললনা বাপি ক্রমাৎ সা কান্তিরুচ্যতে। ইতি ॥ স্তুতিব্রতঃ বন্দনাপাঠকঃ ইতি জটাধরঃ। তেন স্তুতিশব্দার্থঃ বন্দনা চ ॥

স্তোত্রশব্দার্থবিবরণঞ্চ শ্রীমৎস্যপুরাণে ১২১ অধ্যায়ে যথা তচ্চতুর্ব্বিধং, "অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বিধিং মন্বন্তরস্য তু। ঋচো যজুংষি সামানি যথাবৎ প্রতিদৈবতম্। বিধিহোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥ দ্রব্যস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং বিধিস্তোত্রং তথৈব চ। তথৈবাঽভিজনস্তোত্রং স্তোত্রমেতচ্চতুষ্টয়ম্॥ মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথাভেদাৎ ভবন্তি যে। প্রবর্ত্তয়ন্তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রম্ পুনঃ পুনঃ॥" ইতি॥ স্তোত্রপাঠেন শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণার্চ্চনাত্মনিবেদন-ভক্ত্যঙ্গযাজনমায়াতম্। স্মৃতিব্যতিরেকেণ স্তুতির্ন ভবতীত্যনন্যথাসিদ্ধ্যা চ অনুভূতবিষয়জ্ঞানস্মরণস্বরূপলক্ষণমায়াতম্। ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চেত্থং চণ্ডীটীকায়াং শ্রীনাগোজীভট্টেন। "স্বাম্যাশ্রিতক্রিয়াজন্যসংস্কারজন্যজ্ঞানম্।" ইতি রসমঞ্জরী। অনুভবান্যসংস্কারজন্যজ্ঞানম্ যথা, "সম্বিদ্ভগবতীঃ স্মৃত্যনুভবভেদিকা" ইতি কল্পক্রমটীকায়াং শ্রীদুর্গাদাসবিদ্যাবাগীশঃ॥ কিঞ্চ বিভুর্ব্বুদ্ধ্যাদি গুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা। অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা" ইতি বৈশেষিকন্যায়শাস্ত্রমতভাষাপরিচ্ছেদে॥ অন্যচ্চ, "অনুভূতং প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ। তত্র কম্পাঙ্গবৈবর্ণ্যবাষ্পনিশ্বসিতাদয়ঃ।" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে॥

স্তোত্রশব্দের অর্থবিবরণ। স্তুতি অর্থ প্রতিপাদক স্তুধাতু ত্র-প্রত্যয় করিয়া স্তোত্র শব্দটি সাধিত হইয়াছে। নপুংসকলিঙ্গ। অর্থ, স্তুতি ১, স্তব ২, স্তোত্র ৩, নুতি ৪, স্তবন ৫, বর্ণন ৬, বন্দনা ৭। গুণ আদি কর্ম্মের প্রশংসাকে স্তুতি বলে। শ্রীদেবীপুরাণের ৪৫ অধ্যায়ে উক্ত স্তুতির লক্ষণ যথা—স্তুতিই সিদ্ধি বলিয়া কথিত। লক্ষ্মীর সম্যক্ আশ্রয়হেতুক ক্রমে লক্ষ্মী ললনা বা কান্তি বলিয়া কথিতা হয়॥ শ্রীমৎস্যপুরাণের ১২১ অধ্যায়ে স্তোত্র চারি প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। "এক্ষণে তোমাদিগকে মন্বন্তরের বিধি, ঋক্, যজু ও সাম, এবং যথাযথ প্রত্যেকের দেবতাসহ বিধিহোত্র ও স্তোত্র পূর্ব্বানুসারে যথাবৎ প্রবর্ত্তিত হয়, সে সমুদয় বর্ণনা করিয়া বলিব। দ্রব্যস্তোত্র, কর্ম্মস্তোত্র, বিধিস্তোত্র এবং অভিজনস্তোত্র, এই চতুর্ব্বিধ স্তোত্র। উহারা সকলই মন্বন্তর-ভেদের বিধান অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে ব্রহ্মস্তোত্র প্রবর্ত্তিত করায়॥" স্তোত্র পাঠদ্বারা শ্রবণ

কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চন এবং আত্মনিবেদন, এই পঞ্চবিধ ভক্তির অঙ্গ-যাজন সাধিত হয়। স্মৃতি ব্যতিরেকে স্তুতি হইতে পারে না বিধায়,অন্যথা অনুপপত্তি বা অনন্যথা সিদ্ধিদ্বারা, ঘটিয়া থাকে বলিয়াও অনুভূত-বিষয়ক জ্ঞানের স্মরণপূর্ব্বক হওয়াই স্বরূপলক্ষণ, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রীনাগোজীভট্ট শ্রীচণ্ডীর টীকাতে করিয়াছেন। "স্বামী আশ্রিত যে ক্রিয়া তৎজন্য সংস্কার জ্ঞানই স্তোত্র। ইহা রস-মঞ্জরীতে বর্ণিত। অনুভবের অন্য সংস্কার জন্য জ্ঞান, যথা—"ভগবতীর স্মৃতি হয় যে অনুভব হইতে সেই অনুভব ভেদিকা সম্বিৎ জ্ঞান।" ইহা কবিকল্পক্রমের টীকায় আছে। আরও "বিভু আত্মা বুদ্ধ্যাদি গুণবান্, সেই বুদ্ধি অনুভূতি এবং স্মৃতি ভেদে দুই প্রকার, পরন্তু সেই অনুভূতি চতুর্ব্বিধ।" ইহা ন্যায়দর্শনের অবিরুদ্ধ বৈশেষিক দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদে আছে॥ আরও "প্রিয়বস্তু প্রভৃতির অনুভব এবং তদর্থ চিন্তন, স্মৃতি, এই অবস্থায় কম্প, অঙ্গের বৈবশ্য হওয়া, নেত্রের অশ্রুনির্গম, এবং বাষ্পনিশ্বাস প্রভৃতি চিহ্ন দেখা যায়।" ইহা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত আছে॥

আশ্চর্য্য-শব্দের অর্থ-বিবরণ। আ পূর্ব্বক চর-ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় করিয়া আশ্চর্য্য-শব্দ সাধিত হইয়াছে। নপুংসক লিঙ্গ। অর্থ-অপূর্ব্ব ১, বিস্ময় ২, অদ্ভুত ৩, চিত্র ৪, বিস্ময়-রস ৫, বিস্ময়-রস যুক্ত ৬ (ত্রিলিঙ্গ)। "অবশেষ (জীবিত-ব্যক্তিগণ) অমরত্ব ইচ্ছা করে, ইহা হইতে পর আশ্চর্য্য (বিস্ময়কর বিষয়) আর কি হইতে পারে ?"। ইহা শ্রীমহাভারতের বন-পর্ব্বে আছে।" কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যের ন্যায় (চমৎকারবৎ) দর্শন করে, অন্য কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় ইহাকে বলে, অপর কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় উহাকে শ্রবণ করে।" ইহা শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে। "আশ্চর্য্য-শব্দের অর্থ বিস্ময়-রস। অলঙ্কারশাস্ত্রে সকল রসের সার ও প্রাণই আশ্চর্য্য। "সকল রসেরই সার চমৎকার ইহা সর্ব্বত্রই অনুভূত হয়, সেই চমৎকার-সারবত্তা-নিবন্ধন হাস্য-ক্রোধ-শৃঙ্গারাদি যাবতীয় সকল রসেই সেই আশ্চর্য্যের বা অদ্ভুতভাবের অভিব্যক্তি হওয়া

রসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীষট্‌-সন্দর্ভ ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি প্রায়সমুদয়গোস্বামি-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সারার্থ-পরিচায়ক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-নামক গ্রন্থেও আছে যে, পরম-মাধুর্য্য-রসই অপর ১১ একাদশ-রসেরই নিদান অবলম্বন-স্বরূপ ও পরম-সাত্ত্বিক অথচ সর্ব্বগুণাতীত নিরুপাধিক পরম মাধুর্য্য-রস, উহা অনন্ত প্রভৃতিরও অগম্য ইত্যাদি, বর্ণিত আছে ॥

আখ্যাত-শব্দার্থ-বিবরণম্। আঙ্-পূর্ব্বক খ্যা ল খ্যাতৌ কথনে চ ইতি খ্যা-ধাতোঃ ভাবে কর্ম্মণি করণে বা বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। তিঙ্‌রূপে প্রত্যয়ে তল্লক্ষণমাহ শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়াং "ধাত্বর্থেন বিশিষ্টস্য বিধেয়ত্বেন বোধনে। সমর্থঃ স্বার্থযত্নস্য শব্দো ব্যাখ্যা তমুচ্যতে"॥ ইতি॥ ব্যাখ্যাতং চৈতৎ স্বেনৈব "ধাত্বর্থাবচ্ছিন্নস্বার্থ যত্নবিধেয়তাকান্বয়বোধসমর্থঃ শব্দো ব্যাখ্যাতং, তদেব চ তিঙ্ ইত্যর্থাল্লভ্যতে। তিঙাখ্যাতয়োঃ পর্য্যায়ত্বাৎ। পাকশ্চৈত্রস্যেত্যাদৌ নামার্থেনৈব বিশিষ্টস্বার্থকর্ত্তৃত্বস্যাভিধায়কঃ ষষ্ঠ্যাদিকো নতু ধাত্বর্থেন বিশিষ্টস্য। চৈত্রঃ পচতীত্যাদৌ ধাত্বর্থাবচ্ছিন্নস্য যত্নস্য বিধেয়তয়া বোধকাবপি নামধাতু, ন স্বার্থস্য। চৈত্রঃ পাচক ইত্যাদৌ তু ধাত্বর্থবিশেষিতস্য যত্নস্য ন বিধেয়তা, কিন্তু কর্ত্তুরেব, কৃতাং ধর্ম্মিশক্তত্বাৎ, অন্যথা পাচকশ্চৈত্র ইত্যাদিকমযোগ্যমেব, প্রাতিপদিকার্থয়োঃ পাচকচৈত্রয়োর্ভেদেনান্বয়স্যাঽব্যুৎপন্নতয়া কৃদর্থকৃতেশ্চৈত্রাদাবন্বয়া-ঽযোগাচ্চ। অয়ং পক্তুং কাল ইত্যাদৌ, তুমাদিনা ধাত্বর্থাবচ্ছিন্নোঽনুকূলত্বাদিঃ, ইয়ং চিকীর্ষেত্যাদৌ চ সনাদিনেচ্ছাদিরেব বিধেয়ত্বেনাঽনুভাব্যতে ইতি ন তেষ্বতিপ্রসঙ্গঃ। বহুবাহুল্যাদাখ্যাত-বাদো নোদ্ধৃতঃ॥ শব্দকৌস্তুভ-শব্দেন্দু-শেখর-মনোরমা-মঞ্জুষা-ফণিভাষিত-মহাভাষ্য-কৈয়ট-শব্দশক্তি-প্রকাশিকা-বৈয়াকরণভূষণসার-প্রভৃতি-শাব্দবোধ-শাস্ত্রেষু সুধীভিস্তদ্দ্রষ্টব্যম্॥ আখ্যাতশব্দস্তু ভাব-বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়েন নিষ্পন্নস্যাখ্যানার্থ-প্রতিপাদকতয়া আখ্যান-শব্দস্যার্থ-বিবরণং ক্রিয়তে। আখ্যানং আখ্যা + ভাবে ল্যুট্। ১ কথনে। ২ পূর্ব্ববৃত্তকথনে "আখ্যানং পূর্ব্ব-বৃত্তোক্তিঃ" ইতি সাহিত্যদর্পণে। তথা, "দেশঃ সোঽয়মরাতিশোণিতজলৈর্যস্মিন্ হ্রদাঃ পূরিতাঃ"। ইতি বেণীসংহারে চ। ৩ প্রতিবচনে। "প্রশ্নাখ্যানয়োঃ"

ইতি পাণিনিঃ "বিভাষাখ্যানপরিপ্রশ্নয়োরিঞ্" ইতি চ পাণিনিঃ ॥ করণে লুট্। ৪ ভেদকে ধর্ম্মে। "লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানেত্যাদি" পাণিনিঃ। ইত্থম্ভূতঃ কঞ্চিৎ প্রকারং প্রাপ্তঃ। আখ্যায়তে অনেন ইতি ব্যুৎপত্তেঃ কঞ্চিৎ প্রকারংপ্রাপ্তস্য ভেদকোধর্ম্ম ইতি সূত্রার্থঃ যথা,ভক্তো বিভুমভি॥ ৫ আর্ষ-মহাকাব্যান্তর্গতসর্গভেদে। তেন হি কথাবিশেষেণ বর্ণনীয়চরিতাখ্যানা-ত্তথাত্বম্, মহাকাব্যং লক্ষয়িত্বা তদীয়সর্গনামকরণে বিশেষমাহ, সাহিত্য-দর্পণে, "নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু" ইত্যভিধায় "অস্মিন্নার্ষে পুনঃ সর্গা ভবন্ত্যাখ্যানসংজ্ঞকাঃ"। যথা, ভারতে রামোপাখ্যানম্, নলো-পাখ্যানম্, শকুন্তলোপাখ্যানমিত্যাদি ॥ আখ্যান+অস্ত্যর্থে অচ্-অর্থ॥ ৬ প্রসিদ্ধাখ্যান-সংজ্ঞক-সর্গযুক্তে আর্ষ-মহাকাব্য-ভারতাদৌ। "স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎপিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি। আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণান্ত খিলানি চ"। ইতি ॥ মনুসংহিতায়াঞ্চ। "সাঙ্গোপনিষদান্ বেদান্ চতুরা-খ্যান পঞ্চমান্" তথা মহাভারতীয়বনপর্ব্বণি চ। স্বার্থে কন্ তত্রৈব। নাটকাখ্যানকাদেশ ব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ" ইতি কাদম্বরী।

আখ্যাত—শব্দের অর্থ-বিবরণ। খ্যাতি ও কথন অর্থের বাচক (খ্যাল, খ্যাতৌ কথনে) এই অদাদি গণীয় খ্যা-ধাতু, আঙ উপসর্গ পূর্ব্বক, ক্ত প্রত্যয়ান্তে সাধিত। ভাববাচ্যে, কর্ম্মণি বাচ্যে, কিম্বা করণ বাচ্যে প্রয়োগ জানিবেক। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা গ্রন্থে শ্রীজগদীশভট্টাচার্য্য মহাশয়, "তিঙ" প্রত্যয়ের নিরূপণ-প্রসঙ্গে আখ্যাতের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, "ধাতুর অর্থ বিশেষমত তাদৃশ, তত্তৎ স্বীয় স্বীয় অর্থের বোধনবিষয়ে বিধেয়তারূপে প্রযত্ন প্রতিপাদনে সমর্থ যে শব্দ, উহাকেই বিশিষ্টরূপে আখ্যাত বলা যায়"। ঐ কারিকাটি নিজেই গ্রন্থমধ্যে ব্যাখ্যা-সহ বর্ণিত করিয়া রাখিয়া-ছেন। "ধাতুর অর্থবিশিষ্ট স্বার্থ, উক্ত শ্রীভট্টাচার্য্য, যত্ন-বিধেয়তাক, অন্বয়-বোধনে সমর্থ শব্দই ব্যাখ্যাত, সুতরাং তিঙ ও আখ্যাতের এক পর্য্যায়কতা নিবন্ধন তিঙ অর্থাৎই প্রতিপন্ন হইল। "পাক-শ্চৈত্রস্য" চৈত্রের পাক ইত্যাদি স্থলে নামার্থ দ্বারাই বিশিষ্ট স্বার্থ-কর্ত্তৃত্বের অভিধায়ক ষষ্ঠী-আদিকে জানিবেক। কিন্তু ধাত্বর্থ দ্বারায় বিশিষ্টের অভিধান নহে। "চৈত্রঃ পাচকঃ" ইত্যাদি স্থলে ধাতুর

অর্থ দ্বারা বিশেষিত-ষত্বের বিধেয়তা নহে, কিন্তু পাকাদিক্রিয়ার কর্ত্তারই যত্বের বিধেয়তা, যেহেতু কৃৎ-প্রত্যয় ধর্ম্মিশক্তই হইয়া থাকে। অন্যথা "পাচকশ্চৈত্রঃ" ইত্যাদি অযোগ্য হইয়া যায়, প্রাতি-পদিকার্থ যে পাচক ও চৈত্র উহার বিভিন্নতা পুরস্কারে অন্বয়ের অব্যুৎপন্নতা প্রযুক্ত কৃদর্থ কৃতির চৈত্রাদিতে অন্বয়ের যোগ্যতাভাবও হইয়া যায়। "অয়ং পক্তুং কালঃ" এই পাক করিবার সময়, ইত্যাদি স্থলে, তুম্ আদি প্রত্যয় দ্বারা ধাত্বর্থাবচ্ছিন্ন আনুকূল্য আদি, এবং "ইয়ং চিকীর্ষা" ইত্যাদি স্থলেও সন্ আদি প্রত্যয় দ্বারা ইচ্ছা আদিই বিধেয়তা পুরস্কারে অনুভাবিত হয়। এই সকল কারণে সুতরাংই ঐ সকল স্থলে অতিপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ যাইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষার অর্থ, এই যে, প্রতীতি পর্য্যবসানের বিরহ, অর্থাৎ প্রতীতির (পদার্থের উপস্থিতির) পর্য্যবসান (অন্বয় বোধজনকত্বে ইচ্ছা বিরহ) তাহার বিরহ॥ তাৎপর্য্য, অন্বয়বোধ-জননেচ্ছা। আর যোগ্যতা অন্বয়বোধহেতুভূত, বাধার অভাব অর্থাৎ বিপরীতবুদ্ধির অভাব ইহা বাক্যপদীয় প্রভৃতি গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে। আখ্যাত প্রকরণ বহু বাহুল্য ভয়ে ও সর্ব্বসাধারণে দুর্ব্বোধ্য বোধে উহার বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল না। উহা উল্লি-খিত শব্দকাণ্ডীয় শাস্ত্র গ্রন্থ সকল দেখিয়া বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ বৈয়া-করণিক পণ্ডিতেরা বুঝিয়া লইবেন॥ ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন আখ্যাত শব্দে, আখ্যান অর্থ, প্রতিপাদন করায় আখ্যানশব্দের অর্থ বিবরণ লেখা যাইতেছে। এইস্থলে সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য আখ্যাত শব্দের অর্থ এই যে, তিঙান্ত বা তিবাদ্যন্ত ধাতুই আখ্যাত বলিয়া প্রতীত হয়। কোনও ব্যাকরণ অধ্যয়নকারী ছাত্রের আখ্যাত পাঠ হইয়াছে কিনা? এই প্রশ্নে ধাতু বা তিঙন্ত প্রকরণেরই প্রতীতি হয়। সুতরাং আখ্যাতশব্দে সকল শব্দসাধনের মূলীভূত ধাতুরূপ অর্থই প্রতীত হয়। আ উপসর্গের অর্থ "আঙীষদর্থেঽভি-ব্যাপ্তৌ সীমার্থে ধাতুযোগজে। আ প্রগৃহ্য স্মৃতৌ বাক্যেঽপ্যাস্তু স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ"। ইত্যমরসিংহঃ। "মর্য্যাদায়া মভিবিধৌ ক্রিয়াযো-গেষদর্থয়োঃ। য আকারঃ সঙিৎ প্রোক্তো বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ॥"

ইতি মুগ্ধবোধব্যাকরণম্। আ এই উপসর্গের অর্থ সমুদয়ই, আখ্যান বা আখ্যাত পদে সংলগ্ন হইতে পারে। সাহিত্যদর্পণনামক গ্রন্থে॥ কথন ১। পূর্ব্ববৃত্ত কথন ২। এবং বেণীসংহারেও ঐ অর্থে প্রয়োগ আছে। পাণিনিতেও প্রতিবচন এবং প্রতিবাক্য অর্থ। ৩। অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর বাক্যে কথন অর্থ॥ করণ বাচ্যে প্রয়োগ করিলে ভেদক ধর্ম্ম। ৪ অর্থ। ইহাও পাণিনিতে উক্ত। আর্ষ বা মহাকাব্যের অন্তর্গতবর্ণনীয় খণ্ড চরিত্রের কথাবিশেষ, ৫। এই অর্থও সাহিত্য-দর্পণে বিবৃত আছে, যেমন কাব্যাদির অন্তর্গত সর্গেরও আখ্যান সংজ্ঞা, এবং উপাদেয় কথাভাগকে আখ্যান কহা যায়। যেমন আর্ষ মহাভারত আদিতে রামোপাখ্যান, নলোপাখ্যান, শকুন্তলোপাখ্যান। ইত্যাদি॥ আখ্যান আছে, যাহাতে এইরূপে অস্ত্যর্থে প্রয়োগে। প্রসিদ্ধ আখ্যানযুক্ত গ্রন্থ আর্ষ মহাকাব্য রামায়ণ প্রভৃতি ও মহাভারত প্রভৃতিও আখ্যান শব্দবাচ্য ৬॥ শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বে উক্ত আছে যে, "পিতৃশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে বেদ স্বাধ্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রসিদ্ধ আখ্যান সকল এবং ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি সকলও শুনাইবেক"। আর শ্রীমনুসহিতাতে উক্ত আছে যে, "অঙ্গের সহিত ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ এবং পঞ্চম-বেদ-আখ্যানও শুনাইবে"। ইহা ঐ সকল গ্রন্থে এবং কাদম্বরীতেও স্বার্থে কন প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন এই আখ্যানকশব্দেরও উক্ত অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়॥

এস্থলে আখ্যাত শব্দে ঐ সকল অর্থ বুঝাইবেক। এবং ধাতু যেমন সকল শব্দের মূল, সেই মত সকল শ্রুতির শব্দোচ্চারণ বা স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি মূলীভূত যে আশ্চর্য্য রহস্য পাঠ উহাই শ্রুতি-প্রভৃতি-সমুদয়ের এবং গায়ত্রী-গানের ও মূল, আখ্যাত বলিয়া জানিবেক॥

ধন্যা-শব্দার্থ নিরূপণম্। পুং, স্ত্রী, তথা নপুংসকলিঙ্গঃ। ধনং লব্ধা "ধনগণং লব্ধা" পাণিনীয়াৎ যৎ। ধনস্য নিমিত্তং সংযোগ উৎপাতো বা "গোদ্ব্যচ্" পাং যৎ। ধনায় হিতং বা যৎ ১। ধনস্য লব্ধরি ২। "ধনায় বিহিতং কর্ম্ম হিতং ধন্যং ব্রতোদিতম্॥" ইতি শ্রীবরাহ পুরা-ণীয়ধন্যব্রতোপাখ্যানে॥ "রাজায় ধন্যায় ধন্বসি" ঋগ্বেদে ৯।৮৬।৩১ ইতি॥ "ধন্যায় পরিষিচ্যমানাঃ ক্ষয়ং সুবীরং ধন্বন্ত সোমাঃ" ৯।৯৭।২৬।

ইতি চ॥ ধননিমিত্তে সংযোগাদৌ ৩। ধন-প্রয়োজনকে ৪। ধনায় হিতে ৫। শ্লাঘ্যে, চ, ৬। অশ্ববর্ণ বৃক্ষে ৭। ইতি রাজনির্ঘণ্টে। সুখবতি ৮। সুকৃতিনি ৯। ত্রিলিঙ্গী। ইত্যমরকোষে॥ "ধন্যা-ঽসি বৈদর্ভি গুণৈরুদারৈঃ" ইতি নৈষধে শ্রীহর্ষবর্ণনম্। "ধন্যাস্তা গুণরত্নরোহণভুবো ধন্যামৃদন্যৈব সা" ইতি সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথকবিবর্ণনম্। "ধন্যোঽসি যস্য হরিরেষ সমক্ষ এব।" ইতি শিশুপালবধে মাঘকবিবর্ণনম্। "ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং চাতিথিপূজনম্।" ইতি শ্রীমনুসংহিতায়াম্ প্রয়োগঃ॥ কৃতার্থে, ত্রিলিঙ্গঃ ১০। বিষ্ণৌ ১১। পুংলিঙ্গঃ। "সুমেধা মেধজো ধন্যঃ।" শ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম্নি। ধন্যঃ কৃতার্থঃ" ইতি তৎভাষ্য ব্যাখ্যানম্। আমলক্যাম্ ধাত্র্যাম্ ১২। উপমাতরি ১৩। মেদিনীকোষে॥ পিওারকখন-দেবতাভেদে চ, স্ত্রী ১৪, ধন্যাকে, চ ১৫, স্ত্রীলিঙ্গঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ অস্যৈব ধন্যশব্দস্য পার্ব্বত্যা বিধেয়-বিশেষণতয়া স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগোঽয়ম্॥ কৃতপুণ্যাসি পদান্তর্গত কৃত-পুণ্য-অসি শব্দার্থব্যাখ্যা বিবরণম্। কৃ, ঞ, কৃতৌ ভ্বাদিঃ তনাদিশ্চ উভয়পদী সকর্ম্মকঃ অনিট্। ইত্যস্মাদ্ ধাতোঃ কর্ম্মণি, ভাবে করণ-কারক-বাচ্যে চ ক্ত প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। কৃ, ঞ, বধে স্বাদি উভয়পদী, সকর্ম্মকঃ, সেট্। ইত্যস্মাদপি ক্তপ্রত্যয়েন সিদ্ধঃ। ত্রিলিঙ্গঃ। অর্থঃ। সম্পাদিতে ১। জনিতে ২। অত্যন্তে, ৩, চ। "কৃতমোদন সক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্। ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্তমিতিদ্রব্যং ত্রিধা বুধৈঃ।" ইতি কাত্যায়নোক্তে। তুলাদৌ হবিষি ৪ নপুংসকলিঙ্গঃ। "কৃতমনুমতং দৃষ্টং বা যৈরিদং গুরু পাতকম্" ইতি বেণীসংহারে। বিহিতে ৫ ত্রিলিঙ্গঃ। ফলে ৬ নপুংসক-লিঙ্গঃ। সত্যযুগে ৭ নপুংসক-লিঙ্গঃ। তস্মানাত্যুক্তং শ্রীমনুনা, "চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাস্তু কৃতং যুগম্।" ইতি। "কৃতং ত্রেতা" ইত্যাদি। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু" মিত্যাদি, "কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু-রিত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতিপুরাণেষু। "পদৈশ্চতুর্ভিঃ সুকৃতৈঃ স্থিরী-কৃতে কৃতেঽমুনা কেন তপঃ প্রপেদিরে" ইতি নৈষধে শ্রীহর্ষবর্ণনম্। চতুরঙ্কযুক্তে পাশকভেদে ৮। স্তোমভেদ, চ, ৯। পর্য্যাপ্তে ১০। ত্রিলিঙ্গঃ ইতি মেদিনীকোষে। দাস্যভেদে ১১ পুং। কৃতদাস

শব্দে বিবরণং দ্রষ্টব্যম্। চতুঃ সংখ্যায়াম্ ১২। "যুগ্মাগ্নী কৃতভূতানি" ইতি তিথিতত্ত্বে নিগমবচনম্॥ পুণ্যশব্দার্থ বিবরণম্। পূ, ঙ শোধে ভ্বাদির্দিবাদিশ্চ সকর্ম্মকঃ সেট্ আত্মনেপদী। পবতে, পূয়তে, পূ, ঞ শি শোধে ক্র্যাদিঃ প্বাদিঃ উভয়পদী সকর্ম্মকঃ সেট্। পুণাতি পুনীতে। ইতি পূধাতোঃ ডুণ্য প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। শুভাদৃষ্টে ধর্ম্মে ১। মপুং। তদ্বতি ২। ত্রিলিঙ্গঃ ইতি অমরসিংহাভিধানে॥ শোভনকর্ম্মান্বিতে ৩। পাবনে ৪। সুন্দরে ৫। চ ইতি ত্রিলিঙ্গঃ ইতি হেমচন্দ্রাভিধানে। সুগন্ধৌ ৬। ত্রিলিঙ্গঃ। ইতি জটাধরাভিধানে। লগ্নাবধিকে নবমস্থানে ৭ ইতি জ্যোতিস্তত্ত্বাদৌ। গঙ্গাস্নানাদিজন্যং ধর্ম্মরূপপুণ্যঞ্চ কর্ম্মনাশাজলস্পর্শনাশ্যঞ্চ। কীর্ত্তনাদপি তস্য নাশ্যতা যথা, "ইষ্টং দত্তমধীতম্বা বিনশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ। শ্লাঘানুশোচনাভ্যাঞ্চ ভগ্নতেজো বিভিদ্যতে। তস্মাদাত্মকৃতং পুণ্যং বৃথা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ॥" ইতি শুদ্ধিতত্ত্বধৃতদেবল-বচনাৎ॥ যজ্ঞাধ্যয়নদানাদীনামাশুবিনাশিত্বাৎ তজ্জন্যং পুণ্যমেব বিনশ্যতীতি বোধ্যম্। তস্মাদাত্মকৃতং পুণ্যমিত্যুক্তমত্র নির্দ্দেশাচ্চ। তত্র প্রারব্ধভিন্নানামেব তত্ত্বজ্ঞানান্নাশ্যত্বম্ প্রারব্ধপুণ্যানান্ত ভোগাদেব সংক্ষয়ঃ। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তীতি শ্রুতেঃ।" তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি শ্রুতেঃ। "পুণ্যঞ্চ পুষ্করশ্চৈব আখ্যানাখ্যস্তথৈবচ। শ্রুত্যাবৃত্ত্যা ভবন্ত্যেতে নিত্যং দ্বাদশরাশয়ঃ" ইতি জ্যোতিস্তত্ত্বোক্তে মেষ-কর্কট-তুলা-মকর-রূপে রাশৌ, পুংলিঙ্গঃ॥ পুণ্যার্থে ব্রতে উপবাসাদৌ। শ্রীহরিবংশে ১৩৬ অধ্যায়ে, উক্ত ব্রতভেদে ২। অত্রচ শ্রীব্রহ্মপুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে দৃশ্যম্। বিষ্ণৌ। ৩। পুং "পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ" ইতি শ্রীমহাভারতীয় শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম্নি ভাষ্যসহিতে নির্দ্দেশাচ্চ॥ অসীত্যস্যার্থ-ব্যাখ্যানম্। অস্যু ইর ক্ষেপে ইত্যস্যাস্যতেঃ কি প্রত্যয়েন সিদ্ধঃ। ভি প্রত্যয়ান্তো বা। প্রক্ষেপণ স্বভাবা ইত্যর্থঃ। অস, দীপ্তৌ অকর্ম্মকঃ, গ্রহণে গতৌ চ, সকর্ম্মকঃ, ভ্বাদিঃ উভয়পদী সেট্। অসতি, তে। আসীৎ, আসিষ্ট। "লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ" ইতি কুমারসম্ভবে প্রয়োগঃ॥ * ॥ অস, অ বিদ্যমানতায়াম্। অদাদি অকর্ম্মকঃ পরস্মৈপদী সেট্। অস্তি, সন্তি,

অসি, স্যাৎ, এধি, অসানি, আসীৎ, ইত্যাদি রূপাণি। অস্ত অসার্ব্ব ধাতুকে ভাদেশঃ। তেন ভূধাতু-রূপম্। বিদ্যমানতা চ কালসম্বন্ধ-ধারণম্ তদুক্তং হরিণা। "আত্মানমাত্মনা বিভ্রদস্তীতি ব্যপদিশ্যতে। অন্তর্ভাবাচ্চ তেনাহসৌ কর্ম্মণা ন সকর্ম্মকঃ॥" "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা" ইতি কুমারসম্ভবে। "যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি" ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্। "স্যাদ্বা সংখ্যাবতো হর্থস্য সমুদায়ো হভিধায়কঃ" ইতি ফণিভাষ্যে। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ" ইত্যাদি শ্রীমনুসংহিতায়াম্। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি ছান্দোগ্য উপনিষদি॥ অস, দীপ্তৌ ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ ইন্ প্রত্যয়ান্ত-প্রয়োগে অব্যয়ং ইন-বিভক্তি-প্রতিরূপকম্। ত্বমিত্যর্থ-বোধনে "কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে" ইতি কুমারসম্ভবে। "ধন্যাসি বৈদর্ভিগুণৈরুদারৈঃ" ইতি নৈষধে॥ শূরোহসি কৃতবিদ্যোহসি দর্শনীয়োহসি পুত্রক" ইতি নীতিশাস্ত্রে। অসি পুংলিঙ্গঃ স্ত্রীলিঙ্গশ্চ অস্যতি সেবনেন পাপানি ইন্ বা ঙীপ্। বারাণসীদক্ষিণস্থে নদী-ভেদে। অস্যতে ক্ষিপ্যতে অস্ ইন্। খড়্গাদৌ খাসে চ "তিস্রঃ পন্থ্যো হসি-পথান্ কল্পয়ন্ত্যশ্বস্য সূচীভিঃ" ইতি কাত্যায়নঃ। ২০। ৭। ১। "অসেঃ খাসস্য পথঃ মার্গান্" গর্গ-ব্যাখ্যানম্। ক্ষিপ্তে চ পদার্থে॥ ত্রিলিঙ্গঃ॥

ধন্য-শব্দের অর্থ-নিরূপণ। পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ, এবং নপুংসকলিঙ্গে ধন্য শব্দের প্রয়োগ হয়। ধন সম্পৎ-পর্য্যায়ক, লাভ করিয়া এই অর্থে পাণিনীয় সূত্রে, ধন শব্দের পর যৎ প্রত্যয় দ্বারা, অথবা ধনের নিমিত্ত সংযোগ কিম্বা উৎপাত এই অর্থে যৎ প্রত্যয় দ্বারা "ধন্য" শব্দ সাধিত হইয়াছে। ধনার্থে হিত এই অর্থেও যৎ হইতে পারে ১। ধন লাভের কর্ত্তা ২। শ্রীবরাহপুরাণীয় ধন্য-ব্রতের উপাখ্যানে ধন্য শব্দের প্রয়োগ আছে॥ এবং ঋগ্‌বেদে (৯। ৮৬। ৩১ ও ৭। ৯৭। ২৬) প্রয়োগ আছে। নৈষধচরিতে শ্রীহর্ষকবির বর্ণনে, শ্রীবিশ্ব-নাথ-কবি-বর্ণিত সাহিত্যদর্পণে, মাঘ-কবি-বর্ণিত শিশুপালবধ-নামক গ্রন্থে, শ্রীমনুসংহিতায়, এবং শ্রীমহাভারতীয় শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামে ও সহস্রনামভাষ্যব্যাখ্যানেও, ধন্য শব্দের অর্থসহ প্রয়োগ ও উদাহরণ আছে। ধনের জন্য সংযোগাদি ৩। ধন-প্রয়োজনক ৪। ধনার্থে

হিত ৫। শ্লাঘ্য ৬। অশ্ববর্ণ বৃক্ষ ৭। ইহা রাজনির্ঘণ্টে উক্ত। সুখ-যুক্ত ৮। সুকৃতিযুক্ত ৯। তিন লিঙ্গে ইহার প্রয়োগের কথা অমরসিংহ লিঙ্গকোষে বলেন। কৃতার্থ ১০। তিন লিঙ্গে। বিষ্ণু ১১। পুংলিঙ্গ। আমলকী ১২। উপমাতা ১৩। ইহা মেদিনী অভিধানে আছে। শিগ্রারক নামে বনদেবতাভেদ ১৪। স্ত্রীলিঙ্গ। ধন্যাক ১৫, স্ত্রীলিঙ্গ ইহা হেমচন্দ্র বলেন। ঐ ধন্য শব্দটি এস্থলে পার্ব্বতীর বিধেয়বিশেষণ হেতুক স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে॥ কৃতপুণ্যাসি-পদান্তর্গত কৃত-পুণ্য-অসি শব্দার্থের ব্যাখ্যাবিবরণ। কৃ, ঞ, কৃতি অর্থ প্রতিপাদক ভ্বাদি এবং তনাদি উভয়পদী সকর্ম্মক অনিট্। এই কৃ ধাতুর পরে ভাব বা কর্ম্ম-প্রভৃতি-কারক-বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। বধ অর্থ প্রতিপাদক কৃ-ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিয়াও কৃতপদ সাধিত হয়। ত্রিলিঙ্গ। অর্থ। সম্পাদিত ১। জনিত ২। অভ্যস্ত ৩। কাত্যায়ন মতে "ওদন সক্তু আদি কৃত, তণ্ডুলাদি কৃত এবং অকৃত, এবং ব্রীহি অর্থাৎ ধান্যাদি অকৃত, পণ্ডিতেরা এই তিন ভাগে দ্রব্য বিভাগ করিয়া থাকেন।" অন্নাদি এবং হৃত ৪, নপুংসক লিঙ্গ।" "যাহারা এই গুরু পাতক করেন, তদ্বিষয় অনুমতি করেন বা দেখেন, তাহারাও তাতে লিপ্ত হয়েন।" ঐরূপে কৃত শব্দের প্রয়োগ বেণীসংহারে আছে। বিহিত ৫, ত্রিলিঙ্গ। ফল ৬। সত্যযুগ ৭। কৃতযুগের পরিমাণ আদি মনু বলিয়াছেন, চারিসহস্র বৎসরে কৃত অর্থাৎ সত্যযুগ হয়। কৃতযুগে ভগবান বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে যাহা হয়, এবং কৃতযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ব্বাহু, ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ৫। কৃতশব্দার্থ সত্যযুগ নির্দ্দেশে উক্ত আছে। অথচ শ্রীহর্ষবর্ণিত নৈষধেও ইহার উদাহরণ আছে। চারিঅঙ্কযুক্ত পাশক বিশেষ ৮। স্তোমবিশেষ ৯। পর্য্যাপ্ত ১০। ইহা মেদিনীতে উক্ত। দাসবিশের ১১। কোষে কৃতদাসশব্দের বিবরণে দেখিবে। চারি সংখ্যা ১২॥ পুণ্য-শব্দের অর্থ-বিবরণ। শোধন-অর্থ-প্রতিপাদক পূ ধাতুর উত্তরে ডুণ্য প্রত্যয়-দ্বারা পুণ্য শব্দটি সাধিত হইল। শুভাদৃষ্ট ধর্ম্ম ১। শুভাদৃষ্ট ধর্ম্মযুক্ত ২। ইহা অমরকোষে উক্ত আছে॥ শুভকর্ম্মান্বিত ৩। পাবন ৪। সুন্দর ৫। ইহা হেমচন্দ্র বলেন। সুগন্ধি ৬। ইহা

জটাধরের উক্তি। লগ্ন হইতে নবম স্থান, ৭। ইহা জ্যোতিস্তত্ত্বাদিতে আছে। গঙ্গাস্নান-আদি ধর্ম্মকর্ম্ম-জন্য পুণ্য, কর্ম্মনাশা নদীর জলের স্পর্শমাত্রে বিনাশ্য, এবং পুণ্যের কীর্ত্তনে অর্থাৎ আত্মশ্লাঘার্থে সাধারণ্যে প্রকাশ্যে বলাতেও বিনাশ্য হয়, ইহা শুদ্ধিতত্ত্বধৃত-দেবলবচনে আছে। আর যজ্ঞ, বেদপাঠ ও দান আদি কার্য্য যেমন আশুবিনশ্বর, তদ্রূপ তজ্জন্য পুণ্যও সুতরাং নশ্বর, এবং প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসঞ্চিত ঐহিক ও পারলৌকিক পুণ্যেরও ভোগ দ্বারা ক্ষয় হয়। এতদ্বিষয়ক প্রমাণাদি সংস্কৃতভাগে দেখিয়া লইবেক॥ পুণ্যার্থক-ব্রত-বিশেষ ৮। শ্রীহরিবংশের ১৩৬ অধ্যায়ে ও শ্রীব্রহ্মপুরাণের ৩, ও, ৪, অধ্যায়ে এবং শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও উহার ভাষ্যে বিস্তৃত বিবরণ দেখিয়া লইবেক॥ 'অসি' শব্দের অর্থ-বিবরণ। ক্ষেপণ অর্থ-প্রতিপাদক 'অস' ধাতুর উত্তর কি কিম্বা ডি প্রত্যয় দ্বারা অসি এই শব্দ সাধিত হইয়াছে। অর্থ, প্রক্ষেপণ-স্বভাবাপন্ন॥ দীপ্তি, গ্রহণ, এবং গতি অর্থ-প্রতিপাদক অস-ধাতুরও উক্ত-প্রকার অসিশব্দ সাধিত হয়। কুমারসম্ভব, শ্রীভগবদ্গীতা, ফণিভাষ্য, শ্রীমনুসংহিতা ও শ্রীছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে বহুবিধস্থলে উহার উদাহরণ আছে॥ দীপ্তি অর্থ-প্রতিপাদক অস-ধাতুর পর ইন্ প্রত্যয় দ্বারাও 'অসি' এই শব্দ সাধিত হয়, তাহার অর্থ 'তুমি'॥ কুমারসম্ভব, নৈষধ ও নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে তাহার অনেক উদাহরণ আছে॥ যাঁহার সেবা করিলে পাপ-সমুদয় অস্ত অর্থাৎ দূরীভূত হয়, এই অর্থে অসধাতুর উত্তর ইন্ বা ঙীপ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন অসি বা অসী শব্দ। বারাণসীর দক্ষিণস্থ নদী-বিশেষ-রূপ অর্থ বুঝায়। কিন্তু পদার্থ বিশেষ। ইত্যাদি॥

অথ স্ত্রীশব্দার্থ-বিবরণম্। প্রীতি, রক্ষা, বা প্রাপণ অর্থে কিম্বা আচ্ছাদনার্থ-বাচক-স্তৃ-ধাতুর উত্তর ড্রট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্-সিদ্ধঃ স্ত্রীশব্দঃ। স্তন-যোন্যাদি-মতি। অথবা ষ্টৈ ঞ ল স্তৌ এই ধাতুর উত্তর পূর্ব্ববৎ প্রত্যয়াদি দ্বারা সিদ্ধঃ॥ ইহা কবিকল্পদ্রুমে॥ অথ স্বভাব-শব্দার্থ-ব্যাখ্যানম্। অজন্তে স্বতঃসিদ্ধে ভাবে। স্বভাবশব্দঃ পুংলিঙ্গঃ। স্বকীয়ো ভাবঃ। তৎপর্য্যায়ঃ যথা, অমরসিংহ-কৃত-নামলিঙ্গানুশাসন-নামকাভিধানে। সংসিদ্ধিঃ ২, প্রকৃতিঃ ৩, স্বরূপং ৪, নিসর্গঃ ৫। ইতি॥

ভাবঃ ৬, ইহা শব্দরত্নাবলীকোষে। সর্গঃ ৭, ইহা জটাধরাভিধানে স্বতএব আবির্ভাবঃ। যথা, "বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবো হথ প্রকীর্ত্তিতঃ। নিসর্গঞ্চ স্বরূপঞ্চেত্যেষো হপি ভবতি দ্বিধা॥ নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে। অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।" ইতি উজ্জ্বল-নীলমণিঃ॥ "বচনেষু চ বুদ্ধৌ চ স্বভাবে চ চরিত্রতঃ। আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাম্। লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তৎ কর্ম্ম যৎ কৃতং পুরা। স্বকর্ম্মণাং ফলং ভুঙেক্ত জন্তুর্জন্মনি জন্মনি। কেচিদ্বদন্তীতি ভবেৎ স্বকৃতে নেতি কেচন। ত্রিবিধাশ্চ মতা বেদে বেদবেদাঙ্গ-পারগাঃ॥ স্বয়ঞ্চ কর্ম্মজনকস্তৎকর্ম্ম দৈবকারণম্। স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্ব-কর্ম্মণা॥ স এবাত্মা সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ॥ স চ সৃজতি দৈবঞ্চ স্বভাবং কর্ম্ম এব চ॥ অহো শ্রীকৃষ্ণদাসানাং কঃ স্বভাবঃ সুনির্ম্মলঃ। হৃতভার্য্যমুচ্ছিন্নতঞ্চ ন শশাপ রিপুং গুরুম্॥ ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়-প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে॥ অপি চ। সুদিনং দুর্দ্দিনঞ্চৈব সর্ব্বং কর্ম্মোদ্ভবং ভবেৎ। তৎকর্ম্ম তপসাং সাধ্যং কর্ম্মণাঞ্চ শুভাশুভম্। তপঃ স্বভাবসাধ্যঞ্চ স্বভাবোহভ্যাসতো ভবেৎ॥ ইতি চ তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশত্তমাধ্যায়ে॥ অন্যচ্চ। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন। অঙ্গারঃ শত-ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥ ইতি চাণক্যসারসংগ্রহে॥ সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ। অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥ ইতি হিতোপদেশ-নামকগ্রন্থে মিত্রলাভনামকপ্রথমকথাসংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মবাক্যম্, "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণম্, ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ। স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে, যথা, প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ"॥ ইতি চ তত্রৈব বিষ্ণুশর্ম্মবাক্যম্॥ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীণাং বা স্বভাবঃ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ-সমাসেন নিষ্পন্নঃ। তন্নিরূপণং যথা শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দ্দশা-ধ্যায়ে॥ বিষকুম্ভাকারমনোমৃতাস্যাঞ্চ সন্ততম্। হৃদয়ে ক্ষুরধারাভাং শশ্বন্মধুরভাষিণীম্। স্বকার্য্যপরিনিষ্পন্নতৎপরাং সততং সদা। স্বাম্যর্ম্ম-লিনরূপাঞ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণাম্। শ্রুতৌ পুরাণে যাসাঞ্চ চরিত্রমনিরূপি-তম্। তাসু কো বিশ্বসেৎ প্রাজ্ঞঃ অপ্রাজ্ঞাঞ্চ দুরাশয়াম্। তাসাং কো বা স্বপুর্ম্মিত্রং প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্। দৃষ্ট্বা সুবেশং পুরুষমিচ্ছন্তীং হৃদয়ে

সদা। বাঞ্ছে স্বাত্মসতীত্বঞ্চ প্রাপয়ন্তীং প্রযত্নতঃ। শশ্বৎকামাঞ্চ বামাঞ্চ কামাধারাং মনোহরাম্। বাঞ্ছে স্বামাচ্ছাদয়ন্তীং স্বাত্তমৈথুনমানসাম্। কান্তং প্রসন্তীং রহসি বাঞ্ছে হতীব সুলজ্জিতাম্॥ মানিনীং মৈথুনাভাবে কোপনাং কলহাঙ্কুরাম্। সুপ্রীতাং ভূরিসম্ভোগাৎ স্বল্পমৈথুন-দুঃখিতাম্॥ সুমিষ্টান্নাৎ শীততোয়াদাকাঙ্ক্ষন্তীঞ্চ মানসৈঃ। সুন্দরং রসিকং কান্তং যুবানং গুণিনং সদা॥ সুতাৎ পরমপি স্নেহং কুর্ব্বতীং রতি-কর্ত্তরি। প্রাণাধিকং প্রিয়তমং সম্ভোগকুশলং প্রিয়ম্। পশ্যন্তীং রিপুতুল্যঞ্চ বৃদ্ধং বা মৈথুনাক্ষমম্॥ কলহং কুর্ব্বতীং শশ্বৎ তেন সার্দ্ধং সুকোপনাম্। চর্চ্চয়া ভক্ষয়ন্তীস্তং কীনাশ ইব গোজরম্। দুঃসাহস-স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদোষাশ্রয়াং সদা। শশ্বৎকপটরূপাঞ্চ দুঃসাধ্যামপ্রতীতকাম্। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দুস্ত্যাজ্যাং মোহকারিণীম্। তপোমার্গার্গলাং শশ্বম্মুক্তিমার্গকপাটিকাম্॥ হরের্ভক্তিব্যবহিতাং সর্ব্বমায়াকরণ্ডিকাম্। সংসারকারাগারে চ শশ্বন্নিগড়রূপিণীম্। ইন্দ্রজালস্বরূপাঞ্চ মিথ্যাহভিস্বপ্নরূপিণীম্। বিভ্রতীং বাহ্যসৌন্দর্য্যমধো হঙ্গমতিকুৎসিতম্। লালাবিন্মূত্রপূয়ানামাধারং মলসংযুতম্। দুর্গন্ধিদোষসংযুক্তং রক্তাক্তকমসংস্কৃতম্। মায়ারূপাং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতাং পুরা। বিষরূপাং মুমুক্ষুণামদৃশ্যামপ্যবাঞ্ছিতাম্॥" ইত্যাদি॥ কিঞ্চ তত্রৈব গণপতিখণ্ডে ষষ্ঠাধ্যায়ে যথা। "দুর্নিবার্য্যশ্চ সর্ব্বেষাং স্ত্রীস্বভাবশ্চ চাপলঃ॥ দুস্ত্যাজ্যং যোগিভিঃ সিদ্ধৈরস্মাভিশ্চ তপস্বিভিঃ। জিতেন্দ্রিয়ৈর্জ্জিতক্রোধৈঃ স্ত্রীরূপং মোহকারণম্। সর্ব্বমায়াকরণ্ডঞ্চ কামবর্দ্ধনকারণম্। ব্রহ্মাস্ত্রং কামদেবস্য দুর্ভেদ্যং জয়কারণম্। সুনির্ম্মিতঞ্চ বিধিনা সর্ব্বাদ্যং ব্রহ্ম-পূর্ব্বজম্। মোক্ষদ্বারকবাটঞ্চ হরিভক্তিবিরোধনম্। সংসার-বন্ধনস্তম্ভরজ্জুরূপমকৃন্তনম্। বৈরাগ্যনাশবীজঞ্চ শশ্বদ্রাগবিবর্দ্ধনম্। পত্তনং সাহসানাঞ্চ দোষাণামালয়ং সদা। অপ্রত্যয়ানাং ক্ষেত্রঞ্চ স্বয়ং কপটমূর্ত্তিমৎ। অহঙ্কারাশ্রয়ং শশ্বদ্বিষকুম্ভং সুধামুখম্। সর্ব্বৈরসাধ্যমানঞ্চ দুরারাধ্যঞ্চ সর্ব্বদা॥ স্বকার্য্যসাধ্যঞ্চাবাধ্যং কলহাঙ্কুর-কারণম্॥ ইত্যাদি॥ স্ত্রী-স্বভাবং চরিত্রঞ্চ আশ্চর্য্যং পাপকারণম্। ক্ষণং নাস্তি রহোনাস্তি নাস্তি কৃত্যে বিভাবনা। তেন নারদ নারীণাং সতীত্বং নোপজায়তে॥ একবাসা তথা গৌরী শ্যামা বা বয়বর্ণিনী।

মধ্যাগণ্ডা প্রগল্ভা চ বয়োঽতীতাস্তথা স্ত্রিয়ঃ। সুরূপং পুরুষং দৃষ্ট্বা ক্ষরন্তি মুনিসত্তম। স্বভাব এব নারীণাং শাস্বন্ত শৃণু কারণম্। ইতি শ্রীবরাহ-পুরাণে সূর্য্য-প্রতিষ্ঠান-নামাধ্যায়ে। *। জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে। মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥ স্ত্রীণাং দ্বিগুণমাহারঃ প্রজ্ঞা চৈব চতুর্গুণা। ষড়্ গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন জয়েৎ স্ত্রিয়ম্। ন বেন্ধনৈর্জ্জয়েদ্বহ্নিং ন মদ্যেন তৃষাং জয়েৎ॥ ইতি॥ হৃদ্যঞ্চ পুরুষং দৃষ্ট্বা যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রিয়াঃ। সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতম্। গুরুং বা ভিক্ষুকং বাঢ্যমিচ্ছন্তি সততং স্ত্রিয়ঃ॥ নদ্যশ্চ নার্য্যশ্চ সমস্বভাবাঃ স্বতন্ত্রতা বেগবলাধিকঞ্চ। তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি নদ্যো হি কূলানি কুলানি নার্য্যঃ॥ নদী পাতয়তে কূলম্, নারী পাতয়তে কুলম্। নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দললিতা গতিঃ॥ নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ। নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা॥ ইত্যাদি॥ শ্রীগরুড়পুরাণে একশতনবমাধ্যায়ে॥*॥

অনন্তর স্বভাবশব্দের ব্যাখ্যাবিবরণ। যথা,—অজন্ম স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে স্ব-ভাব বলে, উহা পুংলিঙ্গ শব্দ। স্বকীয় ভাব। উহার একপর্য্যায়োক্ত কতিপয় শব্দ অমরসিংহ-কৃত নামলিঙ্গানুশাসন-নামক অভিধানে আছে যথা, সংসিদ্ধি ২, প্রকৃতি ৩, স্বরূপ ৪, ও নিসর্গ ৫॥ শব্দরত্নাবলীর মতে-ভাব ৬॥ জটাধরের মতে—সর্গ ৭॥ স্বতঃই আবির্ভূত ভাবকে স্বভাব বলে। প্রমাণ, "বাহ্যহেতু অপেক্ষা না করিয়াই আবির্ভূত ভাবের নাম স্বভাব। উহা নিসর্গ এবং স্বরূপভেদে দুই প্রকার। সুদৃঢ় অভ্যাসজন্য সংস্কারকে নিসর্গ, এবং স্বতঃসিদ্ধ অজন্যভাবকে স্বরূপ বলা যায়।" ইহা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে নির্দ্দিষ্ট। "মানবের, বচন, বুদ্ধি, স্বভাব, চরিত্র, আচার, এবং ব্যবহারে প্রাদুর্ভূত হৃদয়গত ভাবেই স্বভাবকে জানা যায়। সমুদয় লোকই পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মের বশীভূত, কাযে কাযেই পূর্ব্বজন্মকৃত যে কর্ম্ম, তাহারই স্বয়-অনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই একমত॥ আবার কেহ বলেন, ইহ জন্মেই কৃত যে কর্ম্ম, উহার অনুসারে ফলের ভোগও শেষ হইয়া যায়। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ জনগণ বেদ-অনুযায়ি বলিয়া এই

তিন প্রকারকে স্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। স্বয়ং আত্মাই কর্ম্মের জনক, কিন্তু সেই কর্ম্মের দৈবই কারণ, সুতরাং আত্মার সেই স্বকীয় পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারাই স্বভাব গঠিত হয়। সেই সর্ব্ব-সেব্য সর্ব্ব-ফল-প্রদ আত্মাই) দৈব স্বভাব এবং ক্রিয়া, কর্ম্ম সৃষ্টি করিবার মূল নিদান॥ আহা! শ্রীকৃষ্ণদাসগণের স্বভাব কি সুনির্ম্মল!! দেখ, নিজ ভার্য্যা-হরণকারী এবং মহাগর্বী জানিয়া ঐ মহাশক্রকেও অভিশাপ করিলেন না।" ইহা শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে উক্ত॥ এই মতে। সুদিন এবং দুর্দ্দিনেরই সুক্রিয়া ও দুক্রিয়া হইতে উদ্ভব হওয়া নিবন্ধন উহা কর্ম্মোদ্ভব। সেই সৎ এবং অসৎ কর্ম্মও শুভাশুভ তপঃ-সাধ্য। তপস্যা আবার স্বভাব-সাধ্য। আর স্বভাব অভ্যাস-জাত। ইহাও ঐ উক্ত শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে উক্ত॥ আরও দেখ যে, "যাহার স্বভাব যাদৃশ, তাহা সে কোনও কালেও ত্যাগ করিতে পারে না, যেমন অঙ্গারকে (কয়লাকে) শত শতবার ধৌত করিলেও উহার মালিন্য দূরীভূত হয় না"। ইহা চানক্যসারসংগ্রহে উক্ত॥ স্বভাবেই সকলের পরীক্ষা হয়, অন্যগুণে পরীক্ষা হয় না; যে হেতু সচরাচর দেখা যায় যে, স্বভাবই সকলগুণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে।" ইহাও ঐ হিতোপদেশনামক গ্রন্থে মিত্রলাভ-নামক প্রথম কথা-সংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন॥ দুরাত্মার, ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠে কিম্বা বেদের অধ্যয়নেও দৌরাত্ম্যের দূরপরিহারেও সাধুভাবের পরিচায়ক কার্য্য, কারণ-ভাবে গণ্য হইতে পারে না, যেহেতু স্বভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, যেমন, তৃণ প্রভৃতি হেয়দ্রব্য ভোজনকারী এবং পূতিগন্ধভক্ষ্যের রোমন্থনকারী গাভীর দুগ্ধ স্বাভাবিক মধুর"। ইহাও ঐ গ্রন্থে বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন॥ এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়-প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যে বিষপূর্ণ-কুম্ভাকার ও সতত-সুধাস্য-মুখী এবং মনে ক্ষুরধার-তুল্যা। মুখে নিয়ত মধুর আলাপ দ্বারা সর্ব্বদাই অবিশ্রান্তভাবে স্বকার্য্য-সাধন-তৎপরা॥ অন্তঃকরণে ব্যাজিক্য-সদ্ভাবেও প্রসন্ন-মুখী এবং প্রসন্ন-দৃষ্টি। কি আশ্চর্য্য, যে রমণীর

স্বভাব-চরিত্র বেদ-পুরাণেরও অগোচর সেই অপ্রাজ্ঞা ও দুরাশয়াদিগকে কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন? উহাদিগের শত্রুই কি? আর মিত্রই কি? উহারা সততই নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুবেশধারী পুরুষকে দেখিয়াই ইচ্ছা করিয়া থাকে, অথচ বাহ্যে সতীত্ব প্রদর্শনে প্রযত্নবতী হইয়া প্রথমে আত্ম-গন্ধ্য প্রভৃতি দ্বারা কান্তকে নিজ বশীভূত করে। সেই সতত নিরন্তর কামুকী, বাহ্যে স্বভাবের আচ্ছাদিনী, মনোহরা, কামাধারা নিজান্তঃ-করণে মৈথুনাভিপ্রায়া ও বাহ্যে অতীব সুলজ্জিতা, ঐ বামা স্ত্রীলো-কের নির্জ্জনে নিজের কান্তকে গ্রাস করাই স্বাভাবিক কার্য্য। মৈথুন অভাবে মানিনী হইয়া কোপনা এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্র করাতে কলহাঙ্কুরা, তজ্জন্য মহাক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভূরি-সম্ভোগে সুপ্রীতা ও স্বল্পমৈথুনে দুঃখিতা হয়। সুমিষ্টান্ন ও শীতল সলিল অপেক্ষাও আরামোৎপাদক কমনীয় রসাধায়ক সুখপ্রদ-বোধে সুন্দর রসিক ও গুণবান্, সম্ভোগ-সামর্থ্যশীল, যুবাপুরুষকে সর্ব্বদাই স্ব-তৃপ্তি জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। সম্ভোগকার্য্যে সুকৌশলী, কায়ে কায়েই প্রাণাধিক প্রিয়তম-প্রিয় ঐ রমণনিপুণ, যুবক, কান্তের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ-ভাব দেখায়। অন্যথা. বৃদ্ধ বা মৈথুনে অসমর্থ, নিজ পতিকেই শত্রুতাভাব দেখায় ও শত্রুতুল্য দেখিয়া থাকে। এবং পশুঘাতীর (কসাইর) নিকট যেমন গরু জীর্ণশীর্ণ হইয়া যায়, সেই মত কুচর্চ্চায় কুচর্চ্চায়, পুরুষকে সম্যক ক্ষয়ে ফেলিয়া ভক্ষণ করে। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণই সর্ব্বদোষাশ্রয় ও দুঃসাহস-স্বরূপিণী, নিরন্তর কপট স্বরূপিণী ও দুঃসাধ্যা এবং কোনও মতেই প্রত্যয়-যোগ্যা নহে। আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও দুস্ত্যাজ্য-মোহ-কারিণী, তপস্যা-চরণ-পথের দ্বারে অর্গল-স্বরূপা, মুক্তিদ্বারের কপাট-স্বরূপা, এবং হরিভক্তির ব্যবধান-কারিণী, সর্ব্বমায়ার করণ্ডিকা অর্থাৎ পুষ্পের সাজি যেমন নানাবিধ পুষ্পের আধার, সেইরূপ ছল, কপট প্রভৃতি সকল মায়ারই আধার, সংসার-কারাগারে নিরন্তর হস্তপাদবন্ধনী লৌহময় শৃঙ্খল-(হাতকড়ি এবং বেড়ি)-স্বরূপা। এবং ইন্দ্রজাল-স্বরূপা বুজরুক্ বা ভেল্কী-স্বভাবা, অতিমিথ্যা ও স্বপ্ন-স্বরূপা, কিন্তু বাহ্যসৌন্দর্য্যবতী। যাহা-

দিগের, অধো-গুহ্যাদি, লালাবিশিষ্ট মূত্র ও পূয়ের আধার, মল-সংযুক্ত, দুর্গন্ধি, দোষদুষ্ট, রক্তাক্ত, অপরিষ্কৃত ও অতিকুৎসিত। মায়াধিকারী লোকের পক্ষে বিধাতা মায়াকেই স্ত্রীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সাক্ষাৎ বিষ বা গরল-স্বরূপ একটি পদার্থ। মুক্তিলিপ্সা করিলে স্ত্রীলোককে মনেও বাঞ্ছা করিবেক না। এমন কি, উহাদিগকে দৃষ্টির গোচর করিবেক না। ইত্যাদি॥ আরও দেখ, উক্ত শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্তীয়পুরাণের গণপতিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে যে, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক-চঞ্চলতা, সকলেরই দুর্নিবার্য্য। জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, সিদ্ধ ও যোগী গণের এবং মাদৃশ তপস্বীগণেরও, স্ত্রীরূপ মোহকারণ, এবং উপস্থিতা হইলে দুস্ত্যাজ্য, সকল মায়ার পুষ্পাধার, কামবর্দ্ধনের কারণ, কামদেবের ভুবনজয় করিবার প্রধান সাধন, দুর্ভেদ্য ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। বিধাতা প্রজাপতি, সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বাদৌ এই স্ত্রীরূপ একটি অপরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মোক্ষদ্বারের কবাট, ও হরিভক্তির বিরোধক, সংসারস্তম্ভে বন্ধনের অচ্ছেদ্য রজ্জু-স্বরূপ, বৈরাগ্যনাশের নিদানস্বরূপ, নিরন্তর অনুরাগবর্দ্ধনকারি সাহসের মূলভিত্তির পত্তন, ও সর্ব্বদাই দোষের আলয়, অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং কপট-স্বরূপ, সর্ব্বদা অহঙ্কারের আশ্রয়, এবং সম্পূর্ণভাবে বিষে পরিপূর্ণ, কিঞ্চিন্মাত্র মুখাগ্রে অমৃত এবং সম্পূর্ণ বিষে পরিপূর্ণ-কলসস্বরূপ, নারীর স্বভাব, প্রায় নিরন্তরই ঐরূপ প্রকার। আর সকলের অসাধ্য ও সর্ব্বদা দুরারাধ্য, অপরের অবাধ্য কিন্তু স্বকার্য্যসাধক, কলহের অঙ্কুর জন্মাইবার প্রধান কারণ॥ ইত্যাদি॥ স্ত্রীলোকের স্বভাব ও চরিত্র চমৎকার অপরূপ ও পাপের মূলীভূত নিবিড় সমবায়ি কারণ। উহাদিগের সময় নাই, নির্জ্জনতা বিবেচনা নাই, কার্য্য-বিষয়ক ভবিষ্যৎ কোনও বিশেষ হিতাহিত ভাবনা নাই, অর্থাৎ বিলাসিনী বামাদিগের রমণেচ্ছা ও বিলাস-প্রবৃত্তি-বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্র-গত কিছুই বিবেচনা কি বিচার নাই, অর্থাৎ কিছুই অপেক্ষা করে না। অতএব, হে নারদ! নারীদিগের নিকট সতীত্ব পাওয়া অতি বিরল (অল্পসম্ভব)। কি একবস্ত্রা, বা গৌরী, শ্যামা, কি বরবর্ণিনী, হে মুনিসত্তম, বিশেষতঃ মধ্যগণ্ডা, প্রগণ্ডা কিম্বা গতবয়স্কা স্ত্রীলোকও

সুরূপ পুরুষকে দেখিলে গলিয়া ক্ষরিত হইয়া যায়। নারীদিগের স্বভাবই যে, শাস্ত্রের ঐ সকল দুর্ঘটনার কারণ, তাহা শ্রবণ কর॥ ইহা শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীসূর্য্য-প্রতিষ্ঠা-নামক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে॥ সেবন-পরিচর্য্যাদি-কর্ম্ম-বিষয়ে নিয়োগ দ্বারা ভৃত্যদিগকে, ব্যসনের অর্থাৎ বিপদের সময়ে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে বন্ধুদিগকে এবং আপৎকালে এক কর্ম্মচারী অভিন্ন-পদবীস্থ মিত্রদিগকে, এবং বিভব কিম্বা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির নাশের সময়, ভার্য্যার, পরীক্ষা হইয়া থাকে। আর দেখ, স্ত্রীদিগের আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি-বল চতুর্গুণ, ব্যবসায়-বুদ্ধি ছয় গুণ, এবং কাম অষ্টগুণ॥ যেমন স্বপ্নদ্বারা নিদ্রাকে জয় করা, এবং শুষ্ককাষ্ঠ দিয়া অগ্নিকে জয় করা, আর মদ্যপান দ্বারা তৃষ্ণাকে জয় করা যেরূপ অসম্ভব, সেই প্রকার কাম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা স্ত্রীলোককে জয় করা কোনও বিধায়ই সম্ভবে না॥ মনোমত হৃষ্ট-পুরুষ দেখিলেই স্ত্রীদিগের যোনি প্রকর্ষিত হয়। বিশেষ কি আর বলিব! কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি গুরু, কি ভিক্ষুক, কি ধনবান্, যে কেহই হউক না কেন, সুন্দর-বেশধারী পুরুষকে পাইলেই স্ত্রীলোকের অনবরত কাম উপস্থিত হইয়া থাকে। নদী ও নারী সমুদয়ের একই প্রকার সমান স্বভাব। উভয়ের সমান বেগ, সমান স্বাধীনতা, এবং সমান বলাধিক্য। দেখ, নদী সকল জলদ্বারা দুই কূলের অর্থাৎ উভয় পার্শ্বের তীরের, আর নারী সকল স্বভাব-সুলভ দোষ দ্বারা দুই কূলের অর্থাৎ পিতৃকুল ও পতিকুলের নিপাত করিয়া দেয়। নদী এবং নারীর গতিও স্বচ্ছন্দ। অগ্নির যেরূপ স্তূপে স্তূপে শুষ্ককাষ্ঠ পাইলেও পরিতৃপ্তি-নিবন্ধন উপশম হয় না, সমুদ্রের যেমন সমুদয় স্রোতস্বতী নদীর জলেও পরিপূরণ হয় না, লোকের অন্তকারী যমেরও যেমন সমস্ত প্রাণীর প্রাণান্ত করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ বিলাসপ্রিয়া বামলোচনা স্ত্রীলোকেরও বহু পুরুষের সহ সম্ভোগেও সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হয় না। ইহা শ্রীগরুড় পুরাণে স্ত্রীস্বভাব-নিরূপণ-নামক একশত নবম অধ্যায়ে আছে।

অথ নিরঞ্জন-শব্দের ব্যাখ্যাদি বিবরণ। পদচ্ছেদ, নি—রঞ্জন কিম্বা নির্—অঞ্জন-তন্মধ্যে নিরঞ্জন-শব্দের অন্তর্গত-নি-শব্দের ব্যাখ্যা অর্থ-